সকলের জন্য ন্যায় বিচার
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

জাতীয় আইন সেবা কর্তৃপক্ষ

নালসা (বাণিজ্যিকভাবে যৌন শোষণ এবং পাচারের শিকার রোধে) প্রকল্প ২০১৫

নালসা (অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫

নালসা (শিশুদের রক্ষায় শিশুদের উপযোগী আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫

নালসা (মানসিক প্রতিবন্ধী এবং মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫

নালসা (দারিদ্য দূরীকরণ প্রকল্পের কার্যকরী প্রয়োগ) প্রকল্প ২০১৫

নালসা (উপজাতিদের অধিকার রক্ষা এবং তার অধিকারের প্রয়োগ) প্রকল্প ২০১৫

নালসা (নেশা সামগ্রীর অপব্যবহারের শিকার মানুষদের রক্ষায় এবং নেশা সামগ্রী ব্যবহারের সমূহ বিপদ বিনাশে উপযুক্ত আইন) প্রকল্প ২০১৫

বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনায় ঃ
ত্রিপুরা রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষ

Scanned by CamScanner

জাতীয় আইন সেবা কর্তৃপক্ষ

১১/১১, জামনগর হাউস, শাহজাহান রোড

নতুন দিল্লী - ১১০০১১

দূরভাষ : ০১১-২৩৩৮৬১৭৬, ২৩৩৮২৭৭৮

ফ্যাক্স : ২৩৩৮২১২১

ওয়েবসাইট : www.nalsa.gov.in

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

১।	নালসা (বাণিজ্যিকভাবে যৌন শোষণ এবং পাচারের শিকার রোধে) প্রকল্প ২০১৫	৫ - ১৪
২।	নালসা (অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫	১৫ - ২৪
৩।	নালসা (শিশুদের রক্ষায় শিশুদের উপযোগী আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫	২৫ - ৪২
৪।	নালসা (মানসিক প্রতিবন্ধী এবং মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫	৪৩ - ৫৪
৫।	নালসা (দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের কার্যকর প্রয়োগ) প্রকল্প ২০১৫	৫৫ - ৬২
৬।	নালসা (উপজাতিদের অধিকার রক্ষা এবং তার অধিকারের প্রয়োগ) প্রকল্প ২০১৫	৬৩ - ৮০
৭।	নালসা (নেশা সামগ্রীর অপব্যবহারের শিকার মানুষদের রক্ষায় এবং নেশা সামগ্রী ব্যবহারের সমূহ বিপদ বিনাশে উপযুক্ত আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫	৮১ - ৯২

Scanned by CamScanner

নালসা (বাণিজ্যিকভাবে যৌন শোষণ পাচারের শিকার রোধে) প্রকল্প ২০১৫

Scanned by CamScanner

নালসা (বাণিজ্যিকভাবে যৌন শোষণ এবং পাচারের শিকার রোধে) প্রকল্প ২০১৫

প্রেক্ষাপট :

আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ অ্যাক্ট ১৯৮৭ এর ধারা ৪(বি) অনুযায়ী 'কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ' (Central authority) অর্থাৎ জাতীয় আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (National Legal Services Authority) আইনের ঐ ধারাতেও বর্ণিত বিধানগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকরভাবে স্বল্পব্যয়ের প্রকল্প রচনায় দায়বদ্ধ ছিল। আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭ মুখবন্ধে এটা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সমাজের দুর্বলতর অংশের মানুষ যাতে কোনভাবেই শুধুমাত্র তাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা বা অন্য কোন অসামর্থ্যতার কারণে অন্য কোনো নাগরিক দ্বারা বিচার পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় — এটা আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষকে (Legal Services Authority) সুনিশ্চিত করতে হবে।

এটা সংশয়াতীত ভাবে বলা যেতে পারে যে বাণিজ্যিকভাবে যারা যৌন শোষণের শিকার তা সে বলপূর্বক হোক অথবা পেশাধারী যৌন কর্মীই হোন তারা সবাই সমাজের একটা অত্যন্ত প্রান্তিকসীমায় বসবাসকারী অংশ। তাদের অধিকার তারা ভুলে গেছে, তাদের জীবন এবং জীবন ধারণ সম্পর্কে কারো মাথাব্যথা নেই, তাদের এবং তাদের শিশুদের কি ধরনের সামাজিক অবস্থানে জীবনযাপন করতে হয় তা নিয়ে কারো কোন আগ্রহই নেই। তথাপি, তারা সমাজেরই অংশ বলে সরকারের সমস্ত সহায়তামূলক প্রকল্প ভোগ করার অধিকারী। তাদের প্রান্তিক অস্তিত্বের জন্যই অন্যসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মতোই তাদের জন্যও বহুবিধ প্রকল্পের সুবিধা ভোগের অধিকার রয়েছে।

বাধ্যতামূলকভাবে (By traffiking) যারা বাণিজ্যিক যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তাদের এক দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। উদ্ধার করে ফিরিয়ে আনার পরও একই রকম মানসিক অবস্থার মুখোমুখি তাদের হতে হচ্ছে। যারা এই ধরনের যৌন ব্যবসায় ইন্ধন যোগাচ্ছে তাদের হাত থেকে এদের রক্ষা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জীবন-জীবিকার প্রশ্ন যেহেতু জড়িত রয়েছে তাই বিকল্প জীবিকার সন্ধান তাদের দিতে হবে। অন্যথায় আগের জীবনে ফিরে যাবার সম্ভাবনাও অনেক বেশি থাকে বেঁচে থাকার স্বার্থেই।

২০০৪-এ প্রজাওয়ালার একটি রীট পিটিশনের (Writ Petition (C) No. 56 of 2004) পরিপ্রেক্ষিতে নালসা এইসব যৌন নির্যাতনের শিকার যারা হচ্ছেন, তা সে যেভাবেই হোক, তাদের রক্ষার্থে সুপ্রিমকোর্টে নিম্নে উল্লেখিত সুপারিশগুলো পেশ করেছেন।

প্রাথমিক প্রতিবেদনে আইনসেবা কর্তৃপক্ষের ভূমিকাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ক) যারা বলপূর্বক যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন তাদের উদ্ধারের সময় এবং ট্রায়ালের সময় আইনী সহায়তা দেয়া।

খ) Cr. P.C' র 357A ধারা অনুযায়ী নিগৃহীতাকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের আইন সেবা

Scanned by CamScanner

কর্তৃপক্ষকে DLSA (District Legal Services Authorities) সাহায্য করা।

গ) যৌন শোষণ এবং যৌন নির্যাতনে বাধ্য করা হয়েছে এমন নিগৃহীতাকে উদ্ধারের পর প্রচলিত ব্যবস্থায় পুনর্বাসন দেয়ার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তদারকি করবে এবং সামাজিক অডিটরের ভূমিকা পালন করবে।

ঘ) জেলা আইনী সেবা কর্তৃপক্ষ এসব বাধ্যতামূলক যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালাতে পারে। এক্ষেত্রে আইনজীবীদের নির্ধারিত প্যানেল এবং প্যারালিগেল স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য নিতে পারে। বিপদজনক ক্ষেত্র এবং নির্যাতনের শিকার হতে পারে এমন সব সম্ভাব্য জনপদগুলোতে বিশেষভাবে এই প্রচার নিয়ে যেতে হবে।

ঙ) এসব প্রান্তজীবীদের রক্ষায় এবং সহায়তায় যেসব সরকারি প্রকল্প রয়েছে তা যেন যথার্থই তাদের কাছে পৌঁছায় তার জন্য জেলা আইনীসেবা কর্তৃপক্ষ একটা সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারের এই প্রকল্পগুলো এইসব যৌন নিগৃহীতাদের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছালে তাদের মধ্যে এই প্রবণতা প্রতিরোধে একটা ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হবে।

চ) এইরকম যৌন নির্যাতনের শিকার যেসব নিগৃহীতা তাদের জন্য পুনর্বাসনে কর্মসংস্থান এবং বিভিন্ন পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে কর্পোরেট দুনিয়াকেও উৎসাহী করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

ছ) এরকম একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে যেসব অংশীদারী সংগঠন কাজ করবে যেমন পুলিশ, আইনজীবী, আইনী পরিষেবার আইনজীবী সহ, প্রসিকিউটর সরকারি কর্মচারী এবং বিচার ব্যবস্থার সাথে যুক্তদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেবে রাজ্য পর্যায়ের আইনী সেবা কর্তৃপক্ষ।

জ) স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও রাজ্য পর্যায়ের আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এ ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করতে পারে।

নালসা এটা মনে করে যে সুপ্রিমকোর্টে পেশ করা রিপোর্ট অনুযায়ী, সমস্ত স্তরের আইন সেবা কর্তৃপক্ষগুলোর কাজ করার জন্য প্রকল্পের একটা রূপরেখা গঠন করা উচিত। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কর্মপরিকল্পনা রূপায়ণ করা হয়েছে এবং এটা আশা করা হচ্ছে যে বিভিন্ন স্তরের আইনসেবা কর্তৃপক্ষগুলো উল্লিখিত বিপদজনক ক্ষেত্রগুলোর বাসিন্দাদের অত্যন্ত কার্যকরভাবে আইনীপরিষেবা দিয়ে সাহায্য করতে পারবে।

পরিকল্পনার নামাকরণ :

এই পরিকল্পনাটির নাম হবে "NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sextual Exploitation) Scheeme, 2015"।

এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে এই ধরনের নিন্দাযোগ্য কাজের বা ব্যবসা বিভিন্ন বয়সের যেসব মহিলা শিকার হচ্ছেন তাদের রক্ষায় উদ্ধারে, পুনর্বাসনে এবং এধরনের ব্যবসা প্রতিরোধে আইনী ব্যবস্থার যথাযথ ভূমিকা পালন।

এই পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি যে ক্ষেত্রটিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তাহল এই প্রান্তজীবী গোষ্ঠীর মানুষদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশে প্রতিষ্ঠা দেওয়া। এমনভাবে তাদের সাহায্য করতে হবে যাতে করে তারা আর সব সাধারণ নাগরিকদের মতোই সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা পেতে পারে। আর সব নাগরিক গণ যেমন মৌলিক অধিকারগুলো ভোগ করে ঐসব নিগৃহীতারাও যেন ঐসব অধিকারগুলো ভোগ করতে

Scanned by CamScanner

পারে তা আইন সেবা কর্তৃপক্ষগুলোকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

যেসব প্রান্তবাসীরা স্বেচ্ছায় যৌন কর্মী হিসাবে কাজ করছেন তারাও যাতে এর আওতার বাইরে না থাকেন তা আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এই স্বেচ্ছাকর্মীদেরও বাণিজ্যিক যৌন নির্যাতনের নিগৃহীতা হিসাবে ধরতে হবে।

শোষণ নির্যাতনের শিকারদের জন্য আইন সেবার পন্থা পদ্ধতি :

আইনী পরিষেবার এই পন্থা নির্ধারণে কার্য ক্ষমতার লক্ষ্যমাত্রাটা থাকবে সামগ্রিক। এভাবে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সব শিশু, যুবক-যুবতী, বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত বালিকা, যুবতী-মহিলা, বয়স্ক মহিলা সবাইকে এই কর্ম পরিকল্পনার আওতায় আনতে হবে। আইনসেবা কর্তৃপক্ষগুলোকে এই সামাজিক সমস্যার প্রতিরোধ, আক্রান্তদের উদ্ধার এবং তাদের পুনর্বাসনে সুনির্দিষ্টভাবে কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে, কোন একটি ক্ষেত্র বিশেষের জন্য নয়। এক্ষেত্রে আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি ঘটনা যেমন নথিভুক্ত করবে তেমনি ন্যূনতম তিন বছর তাদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তাদের সামাজিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বলপূর্বক যৌন নিগৃহীতা মহিলাকে তার প্রাপ্ত অধিকার সমূহ পাইয়ে দেয়ার আইনী পদ্ধতি প্রকরণ :

এইসব নিগৃহীতাদের সামাজিক রক্ষাকবচ, তাদের সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি সম্পর্কিত রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোকে কাজে লাগিয়েই কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে। বলপূর্বক এই ব্যবসায় নিয়োজিত করা এবং আক্রান্তদের পুনর্বাসনের কাজটাই মূল লক্ষ্য থাকবে। এক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ের আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ জেলার বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকেও তৃণমূলস্তরের প্রকল্প রচনায়, অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা চালাতে এবং সুবিধাভোগীদের প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তির জন্য নিবন্ধীকরণে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজে লাগাতে পারে। একই সাথে নিগৃহীতা বা তাদের গোষ্ঠিভুক্তদের এসব প্রকল্পগুলো সম্পর্কে উৎসাহিত করা, শিক্ষিত করার কাজও চলতে পারে।

জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষ প্রতিটি প্রকল্পের নির্ধারিত পদ্ধতিগুলো যাতে আবেদনকারীরা সঠিকভাবে পূরণ করতে পারে তার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে সহায়তা করতে পারে। আইনসেবা একই সাথে আবেদনপত্র পূরণ করার জন্য যেসব তথ্য প্রমাণাদি জমা দিতে হবে তার কাজেও আবেদনকারীকে সহায়তা করবে। যেমন বাসস্থানের প্রমাণপত্র, প্রকল্পের সুবিধাভোগী হওয়ার যোগ্যতার প্রমাণপত্র, বয়সের প্রমাণপত্র, নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র, আয়ের প্রমাণপত্র ইত্যাদি সংগ্রহের কাজে সহায়তা করা। যখন আবেদনের সমস্ত পদ্ধতি প্রকরণ পূর্ণতা পাবে এবং প্রকল্প অনুমোদিত হবে তখন থেকে প্রকল্পের সুবিধা যাতে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর কাছে পৌঁছায় তা সুনিশ্চিত করতেও জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সহায়তা দিয়ে যাবে।

প্রাপ্য প্রকল্প সমূহ :

১। নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (ICDS) অথবা শিশু উন্নয়ন ০-৬ বছর বয়স পর্যন্ত। গর্ভবতী মহিলা এবং দুগ্ধবতী মা (যারা যত্ন নেবেন)।

২। খাদ্য সুরক্ষা অথবা রেশনকার্ড।

৩। বয়স্ক মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা অথবা পেনশন।

৪। শিক্ষামূলক প্রকল্প সমূহ যেমন স্কুলে মিড ডে মিল, সর্বশিক্ষা অভিযানের অন্তর্ভুক্ত আবাসিক বিদ্যালয়,

Scanned by CamScanner

সমাজকল্যাণ দপ্তরের মেয়েদের জন্য সবলা প্রকল্প, প্রাথমিক, উচ্চতর বিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষায় বরাদ্দ প্রকল্প সমূহ।

৫। জীবিকা নির্বাহ সরকারি এবং আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের বিভিন্ন তহবিলের সাহায্যে দক্ষতা বৃদ্ধি, অর্থকরী সহায়তা দান। এসব কাজে এসসি, এসটি, পশ্চাৎপদ গোষ্ঠী, মহিলা উন্নয়ন নিগমের মতো সরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের ঐসব তহবিলের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৬। নগর উন্নয়ন দপ্তর, হাউজিং কর্পোরেশন থেকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া এবং জমির পাট্টা বিতরণ।

৭। সার্বজনীন অধিকার সমূহ যেমন জন-ধন, আধার, ভোটার কার্ড, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যপদ।

৮। আইনী সহায়তা প্রকল্প যেমন আইনী শিক্ষা, প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবক, আইনী পরিষেবা ক্লিনিকের মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনী সহায়তা দান এবং রক্ষা করা।

বিভিন্ন স্তরের আইনীসেবা কর্তৃপক্ষগুলোর ভূমিকা :

রাজ্য এবং জেলাস্তরের আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষগুলোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল কাজের ক্ষেত্রে পরস্পরের অনবধানবশতঃ যেসব ত্রুটি থাকবে তাতে সমন্বয় করা। সব প্রকল্পগুলোর প্রশাসনিক সমন্বয় নিশ্চিতভাবেই জেলা শাসকের অধীনে থাকবে। কিন্তু সুবিধাভোগীদের রক্ষাকবচগুলোর দিকে নজরদারি থাকবে রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষের। ঐ প্রান্তবাসী মহিলাদের স্বার্থে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর জেলা পর্যায়ের কাজের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থাগুলোর বাস্তব ক্ষেত্রের ভূমিকার সমন্বয় সাধন করবে রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ের আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ সমূহ। HIV, মহিলা ও মেয়েদের প্রতি বাধ্যতামূলক যৌন নিগ্রহের ক্ষেত্রে এইসব কর্মক্ষেত্রগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এভাবে কাজ করবে :—

সমন্বয় সাধন (Bridging the Gap) :

সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর, বাধ্যতামূলক যৌন নিগৃহীতা, এবং যারা এই বিপদজনক এলাকায় বসবাসকারী তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

কাজের উৎকর্ষতায় :

স্কিম এডুকেশন ড্রাইভের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের উদ্যোগে সামাজিক সংগঠন সমূহ, তার সদস্যগণ এবং জেলা ও মহকুমা স্তরের সরকারি অফিসগুলোকে এক সাথে নিয়ে কাজ করবে।

অংশীদারিত্ব ও মালিকানা সহজতর করা :

সামাজিক সংগঠনের সহায়তায় জেলা আইনীসেবা কর্তৃপক্ষ গোষ্ঠীভিত্তিক সভা ও শিবির করবে।

সংবেদনশীলতা :

সমস্ত দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানকে গোষ্ঠী সমূহের গঠনশৈলী সম্পর্কে জ্ঞাত করা এবং কোনরকম বিভ্রান্তি থাকলে তা দূর করা।

দায়বদ্ধতাকে শক্তিশালী করা :

MIS-এর মাধ্যমে সুবিধাভোগীর পরিচিতি থেকে অনুমোদিত প্রকল্পের বরাদ্দ দেয়া পর্যন্ত গোটা পদ্ধতিকে দায়বদ্ধতার আওতায় আনতে হবে।

Scanned by CamScanner

শক্তিশালী অংশীদারিত্ব :

একেবারে তৃণমূলস্তরে যৌন কর্মী এবং বাধ্যতামূলকভাবে যৌন নিগৃহীতাদের মধ্যে যেসব সামাজিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাজ করছে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা আরো দৃঢ়বদ্ধ হতে হবে। এসব পেশায় যারা গোপনে কাজ করেন তাদের কাছেও পৌঁছাতে এবং সহায়তা দিতে সংগঠনগুলোর পারস্পরিক শক্তিশালী ভূমিকা সাহায্য করবে।

মধ্যবর্তী স্তরের কাজের ক্ষেত্রে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তর বিশেষত শিশু সুরক্ষা, বিভিন্ন কল্যাণমূলক কমিটি এবং Anti Human Traffiking Units গুলোর মতো জেলা পর্যায়ের প্রশাসন ও জেলা আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকতে হবে।

তৃতীয় স্তরের কাজের ক্ষেত্রে যৌথ বোঝাপড়াটা থাকতে হবে মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তরের সাথে। এই দপ্তরটির সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের অনেক প্রকল্প রয়েছে। যৌন নির্যাতিতাদের জন্য শেল্টার হোমও চালায় এই দপ্তর। মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তর, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক, সামাজিক ন্যায় বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক, রুরাল লাইভলীহুড মিশনের মত সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ এবং পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকা প্রয়োজন। এই বোঝাপড়াটাই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নিরাপত্তায় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

কর্মপরিকল্পনা :

জেলা আইনী পরিষেবা কর্তৃপক্ষের প্রথম কাজই হচ্ছে সেইসব সরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্থা সমূহের কাছে পৌঁছানো যারা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে মাঠে-ঘাটে কাজ করছে। এটা করতে গিয়ে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ UNICEF, UNODC'র মতো সংগঠন রাজ্যস্তরের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন দপ্তর, রুরাল লাইভলী হুড মিশনের মতো সংগঠনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। তারা অবশ্যই National Aids Control Organisation (NACO) রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের Aids Control Societies (SACS এবং DACS) এর সহায়তা চাইবে। এভাবেই রাজ্য জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষগুলো মহিলাদের বাধ্যতামূলক যৌন নির্যাতন ও যৌন কর্মীদের সম্পর্কে সবিস্তারে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি হবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের অফিসগুলোর মধ্যে এক যৌথ সমন্বিত উদ্যোগ গড়ে তোলা যাতে করে সামগ্রিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা শক্তিশালী আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

নিন্দাযোগ্য কাজ বা Traffiking : এধরনের অবৈধ পেশায় বলপূর্বক মহিলাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করতে এবং এদের জনসংখ্যা নির্ধারণে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং CBOগুলোর সহায়তায় জেলা আইন সেবা কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে। এরপর প্রতিরোধমূলক কাজ শুরু করতে হবে। এর ফলে বিপদজনক ক্ষেত্রগুলোতে কর্মরত নিগৃহীতাদের মধ্যে যেমন প্রকল্পগুলোর প্রচার হবে তেমনি তাদের সাথে যোগাযোগ তৈরি করতে হবে যাতে করে তারা এসব প্রকল্পের সুবিধাভোগ করতে পারে। এর ফলে, সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে এবং এধরনের অবৈধ কাজকর্ম সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়বে এবং অবৈধ ব্যবসার বিপদ সম্পর্কেও তারা ওয়াকিবহাল হবে। বন্ধু মনোভাবাপন্ন হয়ে যেসব আগন্তুক এসে তাদের শিশু সন্তানদের শহরে নিতে গিয়ে ভালো শিক্ষা ব্যবস্থা করবে বলে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবে সে সম্পর্কে শিশু এবং বয়ঃসন্ধি প্রাপ্ত কিশোরীরা সচেতন হবে। যুবতীরাও তাদের চাকুরিও ভালো জীবনযাপনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে।

Scanned by CamScanner

রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ের আইনসেবা কর্তৃপক্ষ জনসচেতনতা এবং কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে সচেতন করতে আইনজীবী এবং সমাজকর্মীদের একটি প্যানেল তৈরি করবে। বিপদজনক ক্ষেত্রের বাসিন্দাদের যাতে তাদের বিভিন্ন প্রকল্পাদি সম্পর্কিত তথ্য এবং প্রমাণাদি সংগ্রহ করতে পারে তা PLV_s সুনিশ্চিত করবে। ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রকল্পের পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ তাদের PLV_s এর মাধ্যমে জেলাশাসক এবং মুখ্যসচিবের সাথে আলোচনা করবে।

নিখোঁজ শিশুদের বিষয়ে কাজ করার জন্য সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী থানা পর্যায়ে যেসব PLV_s কাজ করছে তাদের শিশু সমস্যা এবং ট্র্যাকিং আমাদের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরাও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানেও ভাষা আন্দোলনের শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠান হয়। ভাষা শহীদ সালাম বরকতদের কে না জানে। ২১ ফেব্রুয়ারি তাদের স্মরণেই অনুষ্ঠান হয়। অনেকবারই অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু আমার দর্শনকে এক ভিন্নতর অনুভূতিতে নিয়ে গেছে।

ঘটনাচক্রে ভাষা আন্দোলনের জন্মভিটে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে এবার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশ গ্রহণের কারণে। স্বভাবতই ২১ শে শাহবাগের শহীদ মিনারে যাবারও সৌভাগ্য হয়েছিল। মনে হচ্ছিল গোটা ঢাকা শহরই ভেঙে পড়েছে ওখানে। গানে -গানে -মিছিলে-মিছিলে, লক্ষ ফুলের মালায় শাহবাগ চত্বরকে ভাষার প্রতি ভাষার আবেগে ভাসতে দেখেছি আমরা কয়েকজন ভারতীয়। শহীদদের প্রতি মানুষের এমন স্বতস্ফূর্ততা, এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণতি দুচোখ ভরে দেখেও যেন শেষ হচ্ছিল না। মাতৃভাষার প্রতি মানুষের এমন পাগলপারা মন আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছিল বারবার। যেদিন এবং তারপরের ক'দিনেও আমাদের কর্মসূচীতে সেই অনুভূতি বারবার ছুঁয়ে যাচ্ছিল বারবার। সকালে শাহবাগে অন্তর শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা ভিড়ে ভেসেছি অনেকটা সময়। সম্পর্কে রাজ্য ও জেলাপর্যায়ের আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সমূহকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই PLVS যখনই থানা পর্যায়ে কোন যৌনকর্মী গ্রেপ্তার হবে অথবা বাধ্যতামূলক এধরনের কোন ঘটনা ঘটবে তা সাথে সাথেই রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে।

যৌনকর্মী :

এদের সামাজিক চাহিদা বা প্রয়োজন গুলো বোঝার একটা পদ্ধতি হল এদের গোষ্ঠীপতি বা দলপতিদের সাথে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য সচিব অথবা জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের পুরো সময়ের সচিবের বৈঠকের আয়োজন করা। এসব বৈঠকে দল প্রধানরা বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পগুলো সুযোগসুবিধা গ্রহণে তাদের কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে তা বুঝিয়ে বলতে পারে। বিধবা ভাতা বা বার্ধক্যভাতার মতো প্রকল্পগুলো নিয়ে কথা বলতে পারে যা তাদের প্রাপ্য অধিকারের মধ্যেই পড়ে।

অন্য পদ্ধতিতে তাদের সমস্যার কথা শোনার জন্য, তাদের ক্ষোভ অভিযোগ প্রকাশের জন্য গণ শুনানীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এসব গণশুনানীতে 'জুরি' হিসাবে জেলা পর্যায়ের আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সদস্য চেয়ারপার্সন এবং সদস্য সচিব, যেখানে সম্ভব সেখানে অন্যান্য বিচারবিভাগীয় আধিকারিকগণ, ডেপুটি কালেক্টর, প্রধান সচিব, মুখ্য সচিব, পুলিশ আধিকারিকগণ উপস্থিত থাকবেন। রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সিনিয়র এডভোকেট এবং অন্যান্য তালিকাভুক্ত আইনজীবীদের এসব অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাখবেন।

Scanned by CamScanner

গণশুনানীতে অভিযোগ বা বক্তব্য শোনার পর সদস্য সচিবগণ অথবা আইনজীবীগণ তাদের প্রাপ্য আইনী অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ওয়াকিবহাল করবেন এবং যেখানেই তাদের অধিকার বা প্রাপ্য মর্যাদা পেতে বিঘ্ন ঘটবে সেখানেই নির্ভয়ে আইনী আবেদন করবেন। বিনামূল্যে তাদের বিচার পেতে যাবতীয় আইনী সহায়তা দেওয়া হবে। গার্হস্থ্য হিংসা এবং স্বামী বা সঙ্গীর দ্বারা নিগৃহীতা হলে জেলাআইন সেবা কর্তৃপক্ষ Protection Officerদের সাথে নিয়ে আইনী সহায়তা দেবেন এবং Counseling এর ব্যবস্থা করবেন।

জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ওদের গোষ্ঠী থেকেই প্যারালিগ্যাল ভলান্টিয়ারস নিয়োগ করে নালসা মডিউলে তাদের প্রশিক্ষিত করতে পারে। এর ফলে এই প্যারালিগ্যাল ভলান্টিয়ারসগণ তাদের সমাজে আইনসেবা কর্তৃপক্ষের প্রথমসারির কর্মী হিসাবে কাজ করতে পারে। এই প্রচেষ্টা পূর্ণতা পাবে তখনই যখন রাজ্যের সব জেলার সব ব্লক থেকে প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এভাবেই কি কি ধরনের প্রকল্প এদের কাজে লাগবে সে সম্পর্কে একটা ধারণা নিতে পারে এবং সরকারের বিভিন্ন কল্যাণকর প্রকল্পগুলো তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে।

প্রতিহত করা :

সরকারের কল্যাণমুখী প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে রাজ্য ও জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে নিবিড় শিশুরক্ষা প্রকল্পগুলোর রূপায়ণের পরিকাঠামোগত দিকটির দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে গ্রামস্তরে শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটিগুলো গঠিত হবে পঞ্চায়েত সদস্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র এবং সমাজের অভিভাবকদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। গ্রামস্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটিগুলোকে গ্রামের শিশুদের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখার জন্য বিশেষ সচেতনতা কর্মসূচী হাতে নিতে হবে। যে সব শিশু বিদ্যালয় থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় তাদের সম্পর্কে কমিটিতে রিপোর্ট করতে পারে যাতে করে সেইসব শিশুদের ভালোর জন্য পদক্ষেপ নেওয়া যায়।

বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত বালিকা, কিশোর-কিশোরীদের প্রতিও নজরদারির জন্য অঙ্গনওয়াড়িকর্মী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রয়োজনীয় সচেতনতামূলক কর্মসূচী নিতে হবে। যেসব শিশুরা বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে অনুপস্থিত থাকছে তাদের সম্পর্কে নিয়মিত খবরাখবর এবং নিয়মিতভাবে রিপোর্ট করা হয় তা রাজ্য ও জেলা পর্যায়ে আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে। প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবকগণ, শিশু সুরক্ষা কমিটিগুলোর সদস্যগণ, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং শিক্ষকদের মহিলাদের দিয়ে বাধ্যতা যৌন নির্যাতন এবং যৌন শোষণ সম্পর্কিত অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের প্রতি তীক্ষ্ণ নজরদারি রাখতে হবে। পাশাপাশি এই স্বেচ্ছাসেবকগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব রিপোর্ট দেবেন তা যেন রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের আইনসেবা কর্তৃপক্ষের কাছে যথেষ্ট গুরুত্ব পায় সেটাও সুনিশ্চিত করতে হবে।

বলপূর্বক এবং বাধ্যতামূলক যৌন নির্যাতন বিষয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করার জন্য ছাত্রদের আইনশিক্ষা ক্লাবগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। এধরনের ক্লাবগুলো এসব সম্ভাব্য সামাজিক বিপদ সম্পর্কে এবং তা থেকে একজন কিভাবে রক্ষা পেতে পারে সে সম্পর্কে অগ্রণী এবং উল্লেখনীয় প্রশিক্ষকের ভূমিকা নিতে পারে।

বাল্যবিবাহ রোধে এবং মহিলাদের সশক্তিকরণে বিভিন্ন সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিতে হবে রাজ্য এবং জেলাপর্যায়ের আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সমূহকে। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় বাল্যবিবাহ এবং জোর করে বিবাহের ফল যৌন শোষণের পথে নিয়ে যায়। সচেতনতামূলক প্রচার ছাড়াও বিপদজনক

Scanned by CamScanner

ক্ষেত্রগুলোতে বাল্য বিবাহরোধে প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী নিতে ছাত্র সংগঠন গড়া যেতে পারে।

যেসব মহিলা ইতিমধ্যেই যৌনকর্মী হিসাবে কাজ করতে শুরু করেছেন, রাজ্য জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ তাদের সামনে জীবনজীবিকার বিকল্পপথের সন্ধান দিতে পারে যাতে তারা এই পেশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং একই সাথে এই পথে যাতে শিশুরা না যায় তাও প্রতিহত করতে পারে। মহিলাদের অর্থ সঞ্চয় প্রবণতা বাড়িয়ে সেই অর্থ অন্য কোনরকম উদ্যোগে নিয়োগ করতে উৎসাহিত করতে পারে। এর ফলে তারা সামাজিক স্বীকৃতি ও সমাজের বৃহত্তর অংশের সাথে সম্পৃক্তির সুযোগ পেতে পারে। রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের আইনসেবা কর্তৃপক্ষ মহিলাদের গার্হস্থ্য হিংসা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে আদালত পর্যন্ত যেতে আইনী সহায়তা দিতে পারে। তারা এসব মহিলাদের সবরকম সরকারি সুবিধা পাইয়ে দিতে সর্বতো প্রচেষ্টা নেবে।

যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে এবং নির্যাতিতাদের সুরক্ষায় Rural Livelihood Mission এর যেসব প্রকল্প রয়েছে সেগুলো খতিয়ে দেখতে হবে এবং তাদের কিছু সফল পদ্ধতিকে অন্যত্র হুবহু প্রয়োগ করা যায় কিনা তাও পরীক্ষা করা যেতে পারে একটা সমন্বিত উদ্যোগে।

উদ্ধার এবং পুনর্বাসন :

বলপূর্বক নিয়োজিত যৌন কর্মীকে উদ্ধারের জন্য One stop crisis centre থাকতে হবে। প্রজাওয়ালা মামলায় সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশিকা পালন করে চলা ছাড়াও রাজ্য ও জেলা পর্যায়ের আইনসেবা কর্তৃপক্ষগণ উদ্ধারকৃত নির্যাতিতাদের পুনর্বাসনে রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাদের বিকল্প স্থায়ী জীবনজীবিকার ব্যবস্থা করবে। এফআইআর যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা এবং রিমান্ড Proceedings এর সময় জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করতে আইনজীবীগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ যাতে নির্যাতিতার পাশে থাকে তা রাজ্য ও জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে। তালিকাভুক্ত আইনজীবীগণ প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষীদের সুরক্ষার জন্য আদালতের নির্দেশ নামা সংগ্রহ করে নেবেন। বিচার চলাকালীন সময়ে নির্যাতিতাদের বয়ান নথিভুক্ত করার সময় সংশ্লিষ্ট আইনজীবীগণ যাবতীয় সাহায্য করবেন। জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণের আবেদন এবং ক্ষতিপূরণ পেতে আইনজীবীগণ নির্যাতিতাকে সহায়তা করবেন। একই সাথে সরকারি কল্যাণমূলক প্রকল্পে তাদের পুনর্বাসন পেতেও সহায়তা করবেন।

তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা বা Management Information System (MIS) :

এই প্রকল্পের যাবতীয় কাজকর্ম, তার প্রয়োগও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সব তথ্যাদি নথিভুক্ত করার জন্য একটি শক্তিশালী তথ্য ব্যবস্থাপক পদ্ধতি চালু করতে হবে। একই রকমভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং আইনজীবীদের কাজকর্মও পর্যালোচনা ও জেলা আইনসেবা সচিব এতে নথিভুক্ত করবেন। পুনর্বাসন ব্যবস্থা যেখানে জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ করবে সেখানে একজন নজরদার হিসাবে কাউকে যুক্ত করতে অন্তত তিন বছরের জন্য যতদিন পুনর্বাসন পদ্ধতি সম্পূর্ণ না হচ্ছে। একই সাথে তাকে নজরে রাখতে হবে যাতে নির্যাতিতা পুনরায় আগের পেশায় ফিরে যেতে বাধ্য না হয়।

লিঙ্গ পরিবর্তন :

এই প্রকল্পের নিয়মনীতি সব লিঙ্গ পরিবর্তনকামীদের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ হবে।

Scanned by CamScanner

নালসা (অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫

Scanned by CamScanner

নালসা (অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫

১. পশ্চাদপট :

১.১ ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম অবদান হিসেবে একটা বিরাট সংখ্যক শ্রমিকরাই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করছে। ভারতের অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০৭-২০০৮) এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (২০০৯-১০) অনুযায়ী দেশের মোট শ্রম শক্তির ৯৩-৯৪ শতাংশই এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত। দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে এদের অবদান ৫০ শতাংশেরও বেশি।

১.২ অসংগঠিত ক্ষেত্রের অধিকাংশ ক্ষেত্রের শ্রমিকরাই (প্রায় ৫২ শতাংশ) কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত। আরো অন্য যেসব প্রধান অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলোতে শ্রমিকরা নিয়োজিত রয়েছে তার মধ্যে আছে নির্মাণ ক্ষেত্র, ছোটো ছোটো প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদারদের মাধ্যমে বড় বড় প্রতিষ্ঠানেও কর্মরত রয়েছে। বিভিন্ন কুটির ও হস্তশিল্প, গৃহ শ্রমিক, বনজ সম্পদে কর্মরত শ্রমিক, মাছ ব্যবসায়ে। স্বউদ্যোগী যেমন রিক্সাচালক, অটোচালক, কুলির কাজেও বহু শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে।

১.৩ অসংগঠিত ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এদের কারও ক্ষেত্রেই কর্মক্ষেত্রের সুস্থ পরিবেশ কাজের নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত শ্রম আইন এবং এ সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি নিষেধগুলো প্রযোজ্য হয় না। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সংগঠিতভাবে দরকষাকষির ক্ষমতা থাকে না। এর ফলে তারা মাত্রাতিরিক্ত শোষণের শিকার হয়। তারা সংগঠিত ক্ষেত্রের তুলনায় অনেক খারাপ পরিবেশে অনেক কম মজুরী বা পারিশ্রমিকে কাজ করতে বাধ্য হয়। এই ক্ষেত্রের অধিকাংশ কাজই মরশুমি। ফলে তাদের কাজের কোন নিশ্চয়তা থাকে না। এর ফলে শ্রমিকদের একটা বিরাট অংশ কাজের সন্ধানে একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায়। এবং এতে করে এদের কাজের এবং বাসস্থানের কোন স্থায়ীত্ব থাকে না। তাদের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষারও ব্যাঘাত ঘটে। শহরাঞ্চলে তারা বাসস্থান এবং পয়ঃপ্রণালী ছাড়াই বস্তিতে জীবন কাটায়। স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং মাতৃত্বকালীন সুযোগ সুবিধা যা সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা পেয়ে থাকে তা থেকে তারা বঞ্চিত থাকে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সামাজিক নিরাপত্তা, মৃত্যুকালীন সহায়তা, বিবাহ, দুর্ঘটনা ইত্যাদির মতো শ্রম ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩, কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন ১৯৪৮, মাতৃত্বকালীন সহায়তা আইন ১৯৬১, শিল্প বিরোধ আইন ১৯৭৪, গ্র্যাচুইটি প্রদান আইন ১৯৭২, কর্মচারী ভবিষ্যৎনিধি তহবিল এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত আইন ১৯৫২ ইত্যাদির মতো বিধানসভায় অনুমোদিত আইনগুলো তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। এইসব আইনগুলোর সুযোগ সুবিধা তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হওয়ায় তারা অত্যন্ত অভদ্রজনোচিত, ক্রীতদাস সুলভ জীবনযাপনে বাধ্য হয়।

Scanned by CamScanner

১.৪ **প্রচলিত আইনী ব্যবস্থা :**

অসংগঠিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক কাজ করছে। তবে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় সামান্য কিছু ক্ষেত্রে আইনগুলো কার্যকর রয়েছে। যেমন—

- বন্দর শ্রমিক (কর্মসংস্থানের নিয়মনীতি) আইন ১৯৪৮
- বিড়ি ও সিগারেট কারখানার শ্রমিক (কর্মসংস্থান) আইন ১৯৬৬
- আন্তঃরাজ্য স্থানান্তরিত শ্রমিক (কর্মসংস্থান পরিষেবা বিধি) আইন ১৯৭৯
- সিনেমা থিয়েটারে কর্মরত শ্রমিক (কর্মসংস্থান পরিষেবা বিধি) ১৯৮৪
- দালান ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক (কর্মসংস্থান পরিষেবা বিধি) আইন ১৯৯৬
- হাত দিয়ে পয়ঃপ্রণালীর ময়লা পরিষ্কারে শ্রমিক নিয়োগে বিধি নিষেধ এবং তাদের পুনর্বাসন আইন ২০১৩

১.৫ অসংগঠিত সব ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য মাথার উপর ছাতার মতো কেন্দ্রীয় সরকার একটি সামাজিক সুরক্ষা আইন ২০০৮ লাগু করেছে। গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রম আইন ১৯৯৬ এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের সামাজিক সুরক্ষা আইন ২০০৮-এর আওতায় বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু রয়েছে এবং আরো প্রকল্প চালু করতে হবে।

২. আইনী পরিষেবার বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ

২.১ কিছু কিছু আইনের ব্যবহারিক প্রয়োগের পরও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার বিশেষ কোন তারতম্য ঘটেনি। যে সব কারণে আইনের কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি তা নিচে দেওয়া হল :

ক) সামাজিক সুরক্ষা আইন ২০০৮-এর আইনগুলোর জন্য সুনির্দিষ্টভাবে কোন প্রয়োগ পদ্ধতির কথা বলা হয়নি। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা শ্রমিকদের স্বার্থে প্রকল্পগুলো প্রয়োগ না করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।

খ) মুষ্টিমেয় কিছু রাজ্যে সামাজিক সুরক্ষা পর্ষদ গঠিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট আইনের ১৪নং ধারা অনুযায়ী কিছু বিধি প্রণয়ন করেছে। এর ফলে অধিকাংশ রাজ্যেই শ্রমিক স্বার্থে কোন রকম কল্যাণমূলক প্রকল্পই রূপায়িত হয় নি এবং যেখানে যাও বা আছে তার উপর কোন কার্যকরী নজরদারি নেই। একই রকমভাবে দালান ও নির্মাণ শ্রমিকদের স্বার্থে প্রণীত সংশ্লিষ্ট আইনে নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও কোন পর্ষদ গঠিত হয়নি। এর ফলে এদের নিরাপত্তায় কোনরকম প্রকল্পও চালু করা হয়নি।

গ) যদিও গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কল্যাণে ১৯৯৬ এর কর আইনে কর সংগৃহীত হয় তথাপি সংগৃহীত সেই কর শ্রমিক কল্যাণে ব্যয়ের পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য। এটা দুটো কারণে হতে পারে। এক, নথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কম হওয়ায়, দুই, অল্প সংখ্যক হলেও যাওবা নথিভুক্ত শ্রমিক রয়েছে তাদের কাছেও এই সুবিধা পৌঁছায় না।

Scanned by CamScanner

ঘ) শ্রমিক কল্যাণে রচিত প্রকল্পগুলোর প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচারিত নয়। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা সাধারণত অশিক্ষিত এবং তাদের কোন সংগঠন নেই। ফলে প্রকল্পগুলো সম্পর্কে তারা বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল নয়।

ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা আইন ২০০৮-এর ১৯ নং ধারা অনুযায়ী কোন রাজ্যেই শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়নি।

চ) কোন প্রকল্পে নিজেদের অধীনে কর্মরত শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করার কোন দায়িত্বই তাদের নিয়োগকর্তা বা ঠিকাদারদের নেই। কোন প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে হলে শ্রমিকদেরই আবেদন করতে হবে। কিন্তু সচেতনতার অভাবে এবং আবেদন পদ্ধতির জটিলতার কারণে তারা তাদের নাম নথিভুক্ত করতে পারে না।

ছ) প্রতিটি প্রকল্পের জন্য আলাদা করে নাম নথিভুক্ত করতে হবে প্রয়োজনের সময় যাতে তারা এসবের সুযোগ সুবিধাগুলো নিতে পারে। কিন্তু এটা তাদের কাছে একটা বড় সমস্যা।

জ) স্থানান্তরিত শ্রমিকরা সাধারণভাবে প্রকল্পগুলোতে নাম নথিভুক্ত করতে আগ্রহী হয় না। কারণ প্রকল্পগুলো স্থানান্তরযোগ্য না হওয়ায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের পরবর্তী ঠিকানায় পুনরায় নাম নথিভুক্ত করতে হয় প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য।

ঝ) আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো সুবিধাভোগী এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের মধ্যে যে ফারাক রয়েছে তা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ২০১০ সালে নালসা'র কেন্দ্রীয় বৈঠকে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ৮ ডিসেম্বর ২০১০ সালে আয়োজিত এই বৈঠকে জাতীয় আইন পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের আইনী পরিষেবা) নামক প্রকল্পটি গ্রহণ করে।

২.৩ যাইহোক বিধানসভায় আইন প্রণয়নের-এতগুলো বছর বাদেও সমস্যার গভীরতা এতটাই বেশি এবং আইনের সুযোগ সুবিধাগুলো প্রকৃত শ্রমিকদের নাগালের মধ্যে না থাকায় এই ক্ষেত্রে আরো বেশি করে আলোকপাত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বর্তমানের এই সংশোধিত প্রকল্পটি এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রচিত হয়েছে।

প্যারালিগেল ভলান্টিয়ার্স, আইন পরিষেবা ক্লিনিক, ফ্রন্ট অফিস, তালিকাভুক্ত আইনজীবী, রিটেইনার আইনজীবীর সংজ্ঞা একই রয়েছে যা জাতীয় আইন পরিষেবা অথরিটি (Free competent legal services) নিয়ন্ত্রণ বিধি ২০১০, জাতীয় আইন সেবা কর্তৃপক্ষ (আইনসেবা ক্লিনিক) নিয়ন্ত্রণ বিধি ২০১১ এবং প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স (সংশোধিত), প্রশিক্ষণ-এ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৩. প্রকল্পের নাম :

এই প্রকল্পটি নালসা (অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫ নামে পরিচিত হবে।

Scanned by CamScanner

৪. **লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য :**

১. সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী পরিষেবাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া।

২. আইন এবং প্রয়োগের ফারাককে সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং প্রয়োজনে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা করে সরকারি কর্তৃপক্ষকে জুড়ে দিতে হবে।

৩. অসংগঠিত সব ক্ষেত্রের সব শ্রমিকদের চিহ্নিত করে তাদের নাম নথিভুক্ত করতে এবং তাদের হাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা তুলে দিতে রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের পরিকাঠামোকে কাজে লাগাতে হবে।

৪. শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ, বেঁচে থাকার মতো মজুরি সামাজিক সুরক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে মালিক বা নিয়োগকর্তার যেসব আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে সেগুলো সম্পর্কে নিয়োগকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে।

৫. বর্তমান আইন এবং বিভিন্ন সহায়ক প্রকল্প সম্পর্কে শ্রমিকদের বিস্তারিতভাবে ওয়াকিবহাল করতে হবে।

৬. অসংগঠিত ক্ষেত্রের সব পর্যায়ের শ্রমিকরা যাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট নাম নথিভুক্ত করে তার জন্য তাদের বোঝানো এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা করেন।

৭. শ্রমিকরা যেসব সাহায্য সহায়তার জন্য তাদের নাম নথিভুক্ত করিয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পে তার সুবিধা পেতে তাদের সহায়তা করতে হবে।

৫. প্রদর্শক নীতি সমূহ (Guiding principles) :

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের আইনী পরিষেবা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রকল্পগুলোর প্রয়োগের সময়ে নিম্নলিখিত নীতি নির্দেশনাগুলো মনে রাখতে হবে।

৫.১ সংবিধানের মুখবন্ধে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক নাগরিক সমমর্যাদা পাবে, যাবতীয় সুযোগ সুবিধা সবাই পাবে এবং সবার মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব থাকবে এবং থাকবে ব্যক্তির মর্যাদা। সংবিধানের ৪২ নং আর্টিকেলে পরিষ্কার বলা হয়েছে কাজের পরিবেশ এবং মাতৃত্বকালীন সহায়তা রাজ্যকেই সুনিশ্চিত করতে হবে। সংবিধানের ৪৩ নং ধারা অনুযায়ী সব রাজ্য তাদের শ্রমিকদের নিরাপত্তা, তাদের জীবনমান অনুযায়ী মজুরি প্রদান, একটা সুস্থ কাজের পরিবেশ তৈরি করা, অবসরকালীন আনন্দের পুরো সুযোগ প্রদান এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ সুবিধা প্রদানে বাধ্য থাকবে।

৫.২ ব্যক্তির মর্যাদাকে সম্মান জানানোর যে কথা সংবিধানের মুখবন্ধে বলা হয়েছে তা কখনই পূরণ হবে না যদি না শ্রমজীবী মানুষের মর্যাদাকে সুনিশ্চিত করা যায়।

৫.৩ অসংগঠিত ক্ষেত্রে যারা বসবাস করেন তারা সমাজেরই একটি প্রান্তিক অংশ। এবং তাদেরও

Scanned by CamScanner

আর সব নাগরিকদের মতোই কাজের অধিকার আছে, কাজের ক্ষেত্রে সুস্থ পরিবেশ পাবার অধিকার আছে। তাদের বেঁচে থাকার মতো মজুরি পাবার অধিকার আছে। আছে মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা আর একটা সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের অধিকার। এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির কথা সমাজের সব মানুষের উপলব্ধিতে আনাটা আইনসেবা, কর্তৃপক্ষের এক বিধিবদ্ধ নির্দেশ। এই নির্দেশের কোনরকম প্রশাসনিক অকার্যকরতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ নজরদারি রাখতে হবে আইনসেবা কর্তৃপক্ষগুলোকে।

৫.৪ সরকারের বিভিন্ন আইনী বিধান এবং কল্যাণমূলক প্রকল্পে যাদের সুবিধাভোগী হবার কথা তাদের মধ্যে ঐসব আইনী বিধানও অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে সংশ্লিষ্ট পরিকাঠামোগত উদ্যোগ নিতে হবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তাদের পক্ষে সম্ভব নয় গোটা পরিকাঠামোকে সচল করার। একাজটা আইনসেবা কর্তৃপক্ষকেই করতে হবে। শ্রমিকদের পাশে থাকা এবং বিচার পাওয়ার অধিকারকে তাদের দরজায় পৌঁছে দিতে হবে।

৫.৫ অসংগঠিত ক্ষেত্রের এক বিরাট সংখ্যক শ্রমিক, তাদের বিশাল জনসংখ্যা এবং বিশাল এলাকা সমূহে তাদের বসবাসের কারণে ঐসব শ্রমিকদের আইনী সহায়তা দিতে প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সাংবিধানিক অধিকারকে তাদের উপলব্ধিতে আনতে সামগ্রিকভাবে একটা প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামোর প্রয়োজন, প্রয়োজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্মী বাহিনী এবং এর জন্য অনেকটা সময় ধরে এই উদ্যোগটা চালিয়ে যেতে হবে।

কর্মপরিকল্পনা :

৬. বিশেষ সেল স্থাপন :

শ্রমিকদের মধ্যে কার্যকরভাবে আইন পরিষেবা পৌঁছে দিতে প্রতিটি রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এই সামগ্রিক কার্যকলাপের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে একটি সেল গঠন করবে। এই বিশেষ সেলের সদস্য হিসাবে থাকবেন একজন তালিকাভূক্ত আইনজীবী যিনি শ্রম আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, একজন পরামর্শদাতা যার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে, সম্ভব হলে কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি যাদের এমন কাজের উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের নির্দেশানুযায়ী সমসংখ্যক প্যারা লিগাল ভলান্টিয়ার্স।

৬.২ বিশেষ সেল-এর কাজ সমূহ নিম্নরূপ :

১. অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য আইন সচেতনতা শিক্ষা শিবির, প্রশিক্ষণ শিবির এবং সেমিনারের আয়োজন করা।

২. অসংগঠিত শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য নাম নথিভুক্ত করা এবং সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা।

৩. অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করা এবং প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার জন্য আবেদন পত্র সংগ্রহ, তার পূরণ এবং জমা দেওয়ার বিষয়ে সহায়তা প্রদান।

Scanned by CamScanner

৪. কোন দাবি বা সুরক্ষা নিয়ে আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে আইনী সহায়তা এবং সাহায্য প্রদান।

৫. অন্য যে কোন রকম কাজ যা রাজ্য কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করে।

৬.৩ এই বিশেষ সেল সদস্য সচিব বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত অন্য কোন আধিকারিকের অধীনে কাজ করবে। এবং তারা সুনির্দিষ্ট সময়কালীন অগ্রগতির রিপোর্টও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে বাধ্য থাকবে।

৬.৪ রাজ্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হারে প্রতিটি কাজের জন্য সদস্যরা সাম্মানিক ভাতা পাবেন।

৭. অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের চিহ্নিতকরণ :

৭.১ আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাথমিক কাজই হচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে বা শ্রেণীতে যেসব শ্রমিকরা কাজ করছে তাদের জনসংখ্যা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা। একাজে তাদের কাজের ক্ষেত্রগুলো যেমন চিহ্নিত হবে তেমনি তাদের জনসংখ্যাও একাজে রাজ্য সমূহের শ্রম দপ্তর, সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে আইনসেবা প্রতিষ্ঠান নিজেরাই আইনের ছাত্র এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য নিয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে এলাকায় সমীক্ষা চালাতে পারে।

৭.২ এই চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে কোন শিশু শ্রমিক বা বন্ডেড শ্রমিক সন্ধানেও বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। এবং এই নিষিদ্ধ ক্ষেত্রগুলোতে কোন শ্রমিকের সন্ধান পাওয়া গেলে আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাবে বা তাদের গোচরে আনবে এবং তাদের Bonded Labour System (Abolition) Act 1976, The child labour (Prohibition & regulation) Act 1986 এবং Juvenile Justice Act 2000 অনুযায়ী তাদের উদ্ধার এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে।

৭.৩ রাজ্য পর্যায়ের আইনসেবা কর্তৃপক্ষগুলো কর্মক্ষেত্রের বিস্তৃতি, জনসংখ্যা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ করার সময়সীমা নির্ধারণ করবে।

৮. কাজের শর্তাবলী এবং ন্যূনতম মজুরি :

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের এবং বিশেষত গৃহস্থালীর কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের কাজের শর্তাবলী এবং ন্যূনতম মজুরির চিত্র এবং এক্ষেত্রে আইনী নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। এই কাজে রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ের আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সমূহ রাজ্য ও জেলা প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়তা নেবে। যদি দেখা যায় শ্রমিকদের কল্যাণে কাজের শর্তাবলী এবং মজুরি নির্ধারণে আইনী নিয়ন্ত্রণ রাখার প্রয়োজন রয়েছে তাহলে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ তা বাস্তবায়িত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে।

৯. রাজ্য সামাজিক নিরাপত্তা পর্ষদ এবং গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ স্থাপন :

যেসব রাজ্যে সামাজিক নিরাপত্তা পর্ষদ এবং গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ এখনো গঠিত

Scanned by CamScanner

হয়নি সেখানে অবিলম্বে এই দুটি পর্ষদ গঠনে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারকে সহযোগিতা করবে। এবং প্রয়োজনে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের মাননীয় চেয়ারম্যান অনুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টে এই দুটো পর্ষদ গঠনে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা দায়ের করবে। এই কাজ যত শীঘ্র সম্ভব করতে হবে।

১০. করের সদ্ব্যবহার :

শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদকে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে সংগৃহীত কর যেন ফিক্সড ডিপোজিট একাউন্টে পড়ে না থাকে। তারা যে কর সংগ্রহ করবে তা যেন প্রকল্প অনুযায়ী দুঃস্থ শ্রমিকদের কাজে লাগে। আর এ কাজে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ পর্ষদকে সহায়তা করবে। রাজ্য কর্তৃপক্ষ পর্ষদের কাছে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাইবে এবং ঐসব সুবিধা নেওয়ার জন্য শ্রমিকদের উৎসাহিত করবে, পর্ষদকে সহায়তা করবে যাতে শ্রমিকদের কাছে সেই সহায়তা পৌঁছে যায়।

কেউ যদি শ্রমিকদের প্রাপ্য সুবিধা দিতে অস্বীকার করে সেক্ষেত্রে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য গঠিত বিশেষ সেলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।

১১. বিধিবদ্ধ সরকারি প্রকল্প সমূহ :

প্রতিটি রাজ্যে অসংগঠিত শ্রমিকরা যেসব ক্ষেত্রে কাজ করছে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলো চালু করতে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকার সমূহকে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রেও প্রকল্প চালু করতে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে মাননীয় কার্যকরী চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা করবে।

১২. আইনী সচেতনতা :

১২.১ অসংগঠিত বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিকদের চিহ্নিত করার পর শ্রমিকদের সচেতন করতে তাদের মধ্যে আইনী অধিকাররোধ এবং সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচী নিতে হবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রসমূহের শ্রমিকদের জন্য গঠিত বিশেষ সেল শ্রমিকদের জন্য আইনী শিক্ষা শিবিরের আয়োজন করবে। এই শিবিরগুলো তাদের স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রেই যাতে করা যায় তার জন্য উদ্যোগ নেবে। অন্যথায় কোন কমিউনিটি সেন্টারকে বেছে নেবে।

১২.২ সমস্ত রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সমূহ পুস্তিকা বা প্রচারপত্র প্রকাশ করবে যাতে শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রকল্প সমূহ, প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য শ্রমিকদের যোগ্যতা, অন্তর্ভুক্তির পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে। এসব পুস্তিকা/প্রচারপত্র আইনসেবা ক্লিনিকের ফ্রন্ট অফিসে, যেখানে বিশেষ সেল বসবে সেখানে থাকবে। এছাড়া আইনী সচেতনতা শিবিরগুলোতেও এসব পুস্তিকাগুলো বিলি করা হবে।

১২.৩ ঐসব প্রকল্প সমূহের বিস্তারিত এসব তথ্যাদি দূরদর্শন, আকাশবাণী এবং কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করতে হবে।

১২.৪ আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং বিশেষ সেলের সদস্যদের টেলিফোন নম্বর এবং হেল্পলাইন

Scanned by CamScanner

নম্বরগুলো প্রচার করার জন্য শ্রম দপ্তর এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর সমূহকে অনুরোধ জানানো হবে।

১৩. রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত করার উদ্যোগ নেবেন। কোন ধরনের অসংগঠিত শ্রমিক কোন ধরনের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন সে সম্পর্কে তাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ভলান্টিয়ার্সরাও শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রকল্পের সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাতে শ্রমিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করে তার উদ্যোগ নেবে।

১৪. ২০০৮ সালের আইনের ৯নং ধারা অনুযায়ী রাজ্যে শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ রাজ্য শ্রম দপ্তরকে সহায়তা দেবে। তারা বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্যদের নিয়ে আইন পরিষেবা ক্লিনিকও স্থাপন করতে পারবে।

১৫. সুস্থ, সুন্দর কাজের পরিবেশ :

বিধিসম্মত কিছু নির্দেশিকা অনুযায়ী, গৃহ ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক (কাজের পরিবেশ) আইন এবং বিড়ি ও সিগারেট শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ আইন অনুযায়ী ঐসব ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ থাকতে হবে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেখানে বিধিসম্মত নির্দেশিকা নেই সেখানেও কাজের পরিবেশ এবং সঠিক মজুরি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইনের ছাত্র এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিয়ে বিধিসম্মত নির্দেশিকা অনুযায়ী অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের যাতে কাজের সুস্থ পরিবেশ দেওয়া হয় তার জন্য নিয়োগ কর্তৃপক্ষের মধ্যে ব্যাপক প্রচার চালাবেন।

১৬. নিয়োগকর্তাদের জন্য সেমিনার :

নিয়োগ কর্তারা যাতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য যেসব বিধিবদ্ধ দায়িত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন এবং তাদের প্রকৃত চাহিদা পূরণ করেন তার জন্য রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, বিশেষ সেল সেমিনারের আয়োজন করবে।

১৭. পুনর্বাসন প্রকল্প :

খালি হাতে যারা পয়ঃপ্রণালী পরিষ্কার করে, ময়লা পরিষ্কারকদের পুনর্বাসনের জন্য এবং ঐসব কাজ বন্ধ করার জন্য কিছু বিধিবদ্ধ আইন রয়েছে। আইনের বিধান অনুযায়ী রাজ্য আইন সেবা কর্তৃপক্ষ নিজেদের উদ্যোগে অথবা কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ঐসব কাজে নিযুক্তদের জন্য পুনর্বাসনের প্রকল্প রচনা করবেন।

১৮. আইনী সহায়তা এবং আইনী প্রতিনিধিত্ব :

অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের পরামর্শ দিতে, আইনী সহায়তা দেবে প্রয়োজন অনুযায়ী। এটা কোন আদালতে বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের সম্মুখেও হতে পারে।

Scanned by CamScanner

নালসা (শিশুদের রক্ষায় শিশুদের উপযোগী আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫

Scanned by CamScanner

নালসা (শিশুদের রক্ষায় শিশুদের উপযোগী আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫

১। "এটা নিঃসন্দেহে প্রশ্নাতীত যে শিশুরাই যে কোন সমাজের সবচেয়ে বিপদজনক শ্রেণীর। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশই শিশু। এবং সমাজের ভবিষ্যৎ দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য তাদের যদি সঠিক সুযোগ সুবিধা দেয়া না হয় তাহলে বর্তমান জেনারেশনের হাত থেকে তারা বেরিয়ে যাবে ....." সলিল বালি বনাম ভারত সরকার এবং Aur, 2013 VII AD (S.C) মামলায় সুপ্রিমকোর্ট এই মন্তব্য করে বলেছে প্রতিটি শিশুর জন্য আইনী পরিষেবা সহ সর্বতোভাবে তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে, তাদের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়তা দেয়ার বিষয়ে আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

২। **আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি :**

২.১. ১৯৫৯ সালের ২০শে নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে শিশুদের অধিকার রক্ষায় যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল তাতে সুস্পষ্টভাবে দশটি নীতি নির্ধারণ হয়েছিল। এতে বলা হয়েছে জাত-বর্ণ-লিঙ্গ-ভাষা- ধর্ম নির্বিশেষে সব শিশুকেই স্বাধীন ও মর্যাদার সাথে শারীরিক, মানসিক, ধর্মীয় এবং সামাজিকভাবে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ বিকাশের সুযোগ দিতে হবে।

২.২ শিশুদের ন্যূনতম বিচার পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রসংঘ যে ন্যূনতম বিধি প্রণয়ন করেছে ('বেইজিং রুলস' ১৯৮৫) তাতে বলা হয়েছে বিচার পর্ব চলাকালীন শিশু অপরাধীদের আইনী পরামর্শদাতা পাবার অধিকার রয়েছে। অথবা আবেদন করলে বিনামূল্যে আইনী সহায়তাও পেতে যেসব দেশে এরকম সহায়তার ব্যবস্থা রয়েছে।

২.৩ United nations Convention on the rights of the child (UNCRC) মূলত শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের একটি সুসংহত চুক্তি। এটা ১৯৮৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়েছে। শিশুদের জন্য প্রাথমিক মানবেতর অধিকারগুলো দেওয়াই হচ্ছে UNCRC'র মূল লক্ষ্য। এই অধিকারগুলোকে মোট চারটে শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এই চারটে শ্রেণীতে প্রতিটি শিশুদের সাধারণ, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সমূহকে রাখা হয়েছে। যা নিম্নরূপ :

ক) বাঁচার অধিকার : এতে শিশুর বেঁচে থাকার অধিকারের কথা বলা হয়েছে যাতে শিশুর খাদ্যের আশ্রয়ের জীবননির্বাহের পর্যাপ্তের সুযোগ সুবিধা এবং চিকিৎসার সুযোগ পাবার কথা বলা হয়েছে।

খ) উন্নয়নের অধিকার : এতে শিক্ষার অধিকার, খেলার, অবসরের, সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর তথ্য জানার অধিকার, চিন্তার, সহমতের এবং ধর্মীয় অধিকার সুনিশ্চিত করার কথা

Scanned by CamScanner

বলা হয়েছে।

গ) সুরক্ষিত থাকার অধিকার : এতে শিশুদের যে কোন ধরনের অপকর্ম, অবহেলা, শোষণের বিরুদ্ধে সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে শরণার্থী শিশুর প্রতি বিশেষ যত্ন, অপরাধের বিচার সংক্রান্ত মামলায় সুরক্ষা, কর্মক্ষেত্রে শিশুদের সুরক্ষা, এবং যেসব শিশু শোষণের বা কোন ধরনের অপকর্মের শিকার হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের অধিকার সুনিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।

ঘ) অংশগ্রহণের অধিকার : এতে শিশুদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তাদের নিজেদের জীবনের ক্ষতি করতে পারে এমন বিষয়ে কথা বলার সংগঠনের যোগদান এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশে যোগ দেয়ার বিষয়গুলো সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। যতদিন যাবে তাদের সার্মথ্য উন্নত হবে, শিশুরা ক্রমশই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেবার সুযোগ পাবে, তাদের প্রাপ্ত বয়স্কতার দায়িত্ববোধ বাড়ানোর প্রস্তুতিও নেবে।

৩। সাংবিধানিক সুনিশ্চিতকরণ :

৩.১ সংবিধানের প্রণেতারা এটা জানতেন যে একটা দেশের উন্নয়নে সাফল্য আসতে পারে যদি সেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ঘটে। তাই শিশুদের যে কোন রকমের শোষণের হাত থেকে সুরক্ষা করা রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য। ভারতীয় সংবিধান শিশুদেরও রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের অধিকার দেয়। এবং তাদের বিশেষ অবস্থানের কথা বিবেচনা করে তাদের জন্য বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছে। ১৯৫০ সালে সংবিধান লাগু হবার সময়ে রাষ্ট্রসংঘের কনভেনশন অনুযায়ী শিশুদের অধিকারকে মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশাত্মক নীতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৩.২ সংবিধানের ২২নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকেরই তার পছন্দমতো আইনজীবী দ্বারা Defend করার সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে। এর মধ্যে মৌলিক নীতি সমূহের মধ্যে একটি রয়েছে শিশু অপরাধের বিচার পাওয়ার অধিকার। এক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ে প্রশাসনিকভাবে শিশুদের বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে আইনসেবা দিতে হবে। আইনসেবা কর্তৃপক্ষের এটা বাধ্যতামূলক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে প্রতিটি শিশু অপরাধীর ক্ষেত্রে বিনামূল্যে আইন পরিষেবা দেয়া।

শিশু সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানে নিম্নোক্ত ধারাগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

১। সংবিধানের ১৪নং ধারা অনুযায়ী ভারতের মধ্যে আইনের চোখে সমান এবং সমানভাবে রক্ষা পাবার অধিকার রয়েছে।

২। সংবিধানের ১৫ (৩) ধারায় রাজ্যগুলোকে মহিলা ও শিশুদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার দিয়েছে। এক্ষেত্রে সংবিধান কোনভাবেই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

৩। সংবিধানের ২১নং ধারায় বলা হয়েছে কাউকেই ব্যক্তি স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। একমাত্র আইনগত কোন বাধা ছাড়া।

Scanned by CamScanner

৪। সংবিধানের ২১ এ ধারায় ৬ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার পদ্ধতি প্রকরণ রাজ্যগুলোই আইন অনুযায়ী স্থির করবে।

৫। সংবিধানের ২৩ (১)-এর ধারা অনুযায়ী অবৈধ এবং বে-আইনী কাজে মানব সম্পদের ব্যবহার, ভিক্ষাবৃত্তি বা সমপর্যায়ের বাধ্যতামূলক শ্রমে নিয়োগ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এবং যারা এর বিরুদ্ধে কাজ করবে তারাই আইনত দণ্ডনীয়।

৬। সংবিধানের ২৪ নং ধারায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে ১৪ বছরের নিচে কোন শিশুকেই শ্রমিক হিসেবে কোন কারখানা, খনি বা অন্যকোনো কাজেই নিয়োগ করা যাবে না।

৭। সংবিধানের ২৯ (২) ধারায় রাজ্য কর্তৃক পরিচালিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে বাধা দেওয়া যাবে না। কোন ব্যক্তিকেই ধর্ম-বর্ণ-জাত-ভাষাগত কোন কারণে রাজ্য তহবিলের বাইরে থেকে অর্থ সংগ্রহেও বাধা দেওয়া যাবে না।

৮। ৩৯ (ই) ধারায় বর্ণিত আইনে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে রাজ্যগুলো তাদের গৃহীত নীতি সমূহ এমনভাবে রচনা করবে যাতে মহিলা বা পুরুষ শ্রমিকের স্বাস্থ্য এবং কাজের শক্তিকে সুরক্ষিত করে। কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুকে অপব্যবহার করা যাবে না। এবং শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তায় কোন নাগরিককে এমন কোন পেশায় নিয়োগ করা যাবে না যা তার বয়স বা শারীরিক সক্ষমতার উপযুক্ত নয়।

৯। সংবিধানের ৩৯ (এক) ধারায় বলা হয়েছে রাজ্য সমূহ এমনভাবে নীতি মালা তৈরি করবে যাতে শিশুরা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্বাধীনতা ও মর্যাদার সাথে বড় হয়ে উঠতে পারে তা সুনিশ্চিত করবে। একই সাথে তাদের শৈশব এবং যৌবন কোন শোষণের শিকার না হয়, কোনভাবে তাদের মনন ও ক্ষমতা অপব্যবহৃত না হয়।

১০। সংবিধানের ৪৫ নং ধারায় বলা হয়েছে রাজ্যগুলো শিশুর প্রাক শৈশব পরিচর্যা এবং শিক্ষার উদ্যোগ নেবে। এই উদ্যোগ জারি থাকবে যতদিন না তাদের বয়স ছয় বছর হবে।

১১। ৪৭ নং ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র পুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেবে। জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকে তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হিসাবে কর্তব্য পালন করবে।

১২। সংবিধানের ৫১ (এ) (কে) ধারায় বলা হয়েছে যে প্রতিটি নাগরিকের এটা অন্যতম কর্তব্য যাতে তাঁর ৬-১৪ বছরের সন্তান শিক্ষার সুযোগ পায় এটা সুনিশ্চিত করা।

৪। **অন্যান্য প্রণীত আইন :**

সংবিধানের বিভিন্ন ধারা সমূহ বাদ দিয়েও শিশুদের জন্য আরো কিছু প্রণীত আইন রয়েছে। নিম্নে তারই কয়েকটি দেওয়া হল :

Scanned by CamScanner

১। অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক আইন ১৮৯০ :

এই আইনটি শিশুদের অভিভাবকত্বের বা তত্ত্বাবধায়কের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে এবং প্রয়োজনে আদালতকে ক্ষমতা দিয়েছে সংশ্লিষ্টদের অভিভাবকত্ব বা তত্ত্বাবধায়কত্ব বাতিল করার। এটা শিশুর যে কোন ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

২। শিশু শ্রমিক (নিষিদ্ধ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন ১৯৮৬ :

এই আইনটিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিশুদের শ্রমিক হিসাবে নিযুক্তি নিষিদ্ধ করেছে এবং কোন কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে শিশুদের কাজের শর্ত উন্নয়নের দিক নির্দেশের কথা বলা হয়েছে। এই আইনে শিশু বলতে বোঝানো হয়েছে তাদেরই যাদের বয়স চৌদ্দ বছর হয়নি। এই আইনে শিশুদের যাদের বয়স ১৪ বছর হয়নি তাদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি নিষিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে কিছু নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে।

৩। গর্ভাবস্থায় রোগ নির্ণয় পদ্ধতি (নিয়ন্ত্রণ এবং এর অপব্যবহার প্রতিহত) আইন ১৯৯৪ :

এই আইন ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতির উপর কিছু নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করেছে। গর্ভাবস্থায় কোন রকম মেটাবলিক, বংশানুক্রমিক অথবা ক্রোমোজোম সংক্রান্ত সমস্যার নির্ণায়ক পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণের মতো বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

৪। কিশোর অপরাধের বিচার (কিশোর পরিচর্যা ও সুরক্ষা) আইন ২০০০ :

কিশোর অপরাধীর বিচারের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন এবং কিশোরদের পরিচর্যা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে যেসব বিতর্ক রয়েছে তা নিয়েই এই আইনটি কাজ করে। এই বিচারের ক্ষেত্রে একটি কিশোরের সঠিক পরিচর্যা, তার সুরক্ষা তার বিকাশের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখে রায় দান করতে হবে। আইনে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে পুনর্বাসনের এই আইনে বলা হয়েছে।

৫। শিশু অধিকার সুরক্ষা আইন ২০০৫-এ বর্ণিত কমিশন সমূহ :

এই আইনে শিশুদের অধিকার সুরক্ষায় জাতীয় এবং রাজ্য পর্যায়ের কমিশন গঠনের কথা বলা হয়েছে। এই কমিশন সমূহ শিশুদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করবে। অথবা কোন শিশুর অধিকার লঙ্ঘিত হলে অথবা সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে দ্রুত বিচারের পদক্ষেপ নিতে পারবে।

৬। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন ২০০৬ :

বাল্যবিবাহকে রোধ করার জন্য ছেলেমেয়েদের বিবাহের একটা ন্যূনতম বয়সসীমা ধার্য করে দেওয়া হয়েছে এই আইনে। এই আইনের ২ (এ) ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি হলে তার বয়স ২১ বছর না হলে এবং মেয়ে হলে ১৮ বছর না হলে তাকে 'শিশু' বলা হবে।

৭। শিশুর নিঃখরচায় এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ :

সংবিধানের ২১ এ ধারায় বলা হয়েছে রাজ্য ৬-১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর জন্য আইন

Scanned by CamScanner

অনুযায়ী নিঃখরচায় বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। সংসদ সংবিধানের ২১-এ ধারার সাথে সাযুজ্য রেখে শিশুর বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক আইন ২০০৯ আইনটি চালু করেছে। এই আইন ৬-১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের প্রতিটি শিশুর জন্য নিঃখরচায় বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

৮। যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন ২০১২ :

যৌন নির্যাতন, যৌনতা সম্পর্কিত কোন রকম কাজকর্ম থেকে শিশুদের রক্ষা করতে এই আইন কাজ করবে। এধরনের অপরাধের বিচারের জন্য আদালত বসানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই আইনে।

৫। আইনী পরিষেবার অধিকার :

৫.১ শিশুরাই আইন সেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭'র মূল সুবিধা ভোগী। এই আইন বলেই আইনসেবা কর্তৃপক্ষ গঠনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষেরা যাতে আইনের সহায়তা পেতে পারে তার লক্ষ্য রাখবে এইসব কর্তৃপক্ষ সমূহ। অর্থনৈতিক বা অন্য কোন কারণে তারা যাতে সুষ্ঠু বিচার থেকে বঞ্চিত না হয় তার জন্য নিঃখরচায় উপযুক্ত আইনী সহায়তা দেবে এই আইনসেবা কর্তৃপক্ষ।

৫.২ আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭ ১২(সি) ধারা অনুযায়ী কোন শিশু যদি মামলা করতে চায় বা নিজেকে রক্ষা করতে চায় তার আইনী পরিষেবা পাবার অধিকার রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিভিন্ন আইন সেবা কর্তৃপক্ষ সমূহের এটা দায়িত্ব ঐ আবেদনকারীকে বিনামূল্যে আইনী লড়াই করতে এবং দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করতে সর্বতো সহযোগিতা করবে।

৫.৩ এই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন আইনসেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য (রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, তালুক আইনসেবা কমিটি, হাইকোর্ট আইনসেবা কমিটি, সুপ্রিমকোর্ট আইনসেবা কমিটি) বিভিন্ন রূপরেখা রচনা করা হয়েছে যা তারা শিশুদের আইনী সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে।

৬। প্রকল্পের নাম :

এই প্রকল্পটি নালসা (শিশুদের জন্য শিশু উপযোগী আইনী পরিষেবা এবং তাদের সুরক্ষা) প্রকল্প ২০১৫ নামে অভিহিত হবে।

৭। সংজ্ঞা :

এই প্রকল্প অন্য কোন কারণে প্রযোজ্য না হলে :

ক) 'আইন' মানে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭'র ৩৯)।

খ) 'জে জে আইন' মানে জুভেনাইল জাস্টিস (শিশুর যত্ন এবং সুরক্ষা) আই ২০০০ (৫৬ অব ২০০০)

Scanned by CamScanner

গ) 'জে জে রুলস' মানে জুভেনাইল জাস্টিস (শিশুর যত্ন এবং সুরক্ষা) আইন ২০০৭।

ঘ) আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭'র ২(সি) ধারায় সংজ্ঞায়িত অর্থই 'আইনসেবা'র অর্থ।

ঙ) 'আইনসেবা ক্লিনিক' এর মানে জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (আইনসেবা ক্লিনিক) নিয়ন্ত্রণ বিধির ২০১১ এর ২(সি) উপবিধিতে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চ) আইনসেবা প্রতিষ্ঠান মানে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, সুপ্রিমকোর্ট আইনসেবা কমিটি, হাইকোর্ট আইন সেবা কমিটি। জেলা অথবা তালুক আইনসেবা কমিটি।

ছ) 'তালিকাভুক্ত আইনজীবী' মানে জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (বিনামূল্যে এবং উপযুক্ত আইনী সহায়তা) নিয়ন্ত্রণবিধি ২০১০ এর ৮নং বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত তালিকাভুক্ত আইনজীবী।

জ) প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স হচ্ছে তারাই যারা নালসা প্রকল্পের অধীনে স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে প্রশিক্ষিত এবং আইনসেবা প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়োজিত।

ঝ) আরো যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে অথচ সংজ্ঞায়িত হয়নি সে সবই আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭ (১৯৮৭'র ৩৯) অথবা জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ রুলস ১৯৯৫ অথবা জাতীয় আইনসেবা (বিনামূল্যে এবং উপযুক্ত আইনী পরিষেবা) বিধি ২০১০-এ উল্লিখিত শব্দের অর্থের অনুরূপ হবে।

৮। লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য :

৮.১ দিল্লীতে ১৬ বছর বয়সী 'X' একটি সেলফোন চুরির দায়ে অভিযুক্ত। মুম্বাইয়ে ১২ বছর বয়সী 'Y' যৌন নিগ্রহের শিকার। কলকাতায় ১০ বছর বয়সী 'Z' তার অভিভাবকত্ব নিয়ে মা-বাবার লড়াইয়ের শিকার। চেন্নাইয়ে ১৩ বছর বয়সী 'S' একটি কারখানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল যেখানে তাকে বলপূর্বক নিয়ে আসা হয়েছিল। প্রায় প্রতিদিন এরকম অনেক শিশু এরকম ঘটনার শিকার হয়ে আইনী বা আইন বর্হিভূত বিচার ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসেছে। এবং যে পদ্ধতিতেই বিচার পেয়ে থাকুক না কেন তাদের ভবিষ্যত জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করার মতো সম্ভাবনা রয়েছে। যখন ঐ শিশুরা বিচার ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসেছে তখন ঐ শিশুগুলোর কি অধিকার ছিল বিচার পাওয়ার? কোনরকম আইনী সহায়তা তারা পেতে পারে? যদি তা হয় তাহলে প্রয়োজনের সময়ে বা সংকটে কিভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে ঐ শিশুদের কাছে সেই পরিষেবা উপলব্ধ হতে পারে? কিভাবে আইনগত এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আবেদনকারী শিশু কিভাবে আইনী সহায়তা পেতে পারে? এবং প্রথা বিরুদ্ধ বিচার ব্যবস্থায় শিশু সহযোগী বিচার পেতে পারে? এবং প্রথা বিরুদ্ধ বিচার ব্যবস্থায় শিশু বান্ধব বিচার পদ্ধতি কিভাবে চলতে পারে? এইসব প্রশ্নগুলোর ধারণা প্রসূত এবং বাস্তবসম্মত উত্তর দেয়ার জন্য একটা পরিকাঠামোগত প্রস্তাব দেওয়াই মূল উদ্দেশ্য যেখানে বাস্তবক্ষেত্রে শিশুদের অর্থপূর্ণ, কার্যকর, সামর্থ্যপূর্ণ এবং বয়সোচিত আইনীসহায়তা প্রদান করা যায়।

Scanned by CamScanner

৮.২ এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য :

১। শিশুদের জন্য প্রাথমিক অধিকার এবং সুযোগ সুবিধাগুলোর রূপরেখা তৈরি করা।

২। যে কোন পর্যায়ে কোন শিশুর আইনী লড়াইয়ে সুরক্ষা দেয়া এবং শিশুর পক্ষে আইনী প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করা।

৩। আইনী পরিষেবা, প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা, পরামর্শদান, জাতীয়, রাজ্য ও তালুক পর্যায়ে পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করা।

৪। শিশু অপরাধের বিচার পদ্ধতিতে এমন একটা পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে শিশুরা মর্যাদা পায়, সম্মানিত বোধ করে, তাদের অধিকারের মর্যাদা পায় এবং তারা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা বোধ করতে পারে।

৫। শিশুদের সহায়ক আইনী পরিষেবা গড়ে তুলতে যেসব কার্যকরী ভূমিকায় কাজ করবে তাদের সর্বস্তরেই দক্ষতা বাড়াতে হবে। প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স, তালিকাভূক্ত আইনজীবীগণ, পরামর্শদাতা, সার্ভিস প্রোভাইডার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহ, স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ, বিচার ব্যবস্থা এবং রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহকে দক্ষতার সাথেই শিশু সহায়ক এই আইনী পরিষেবা দিতে হবে।

৬। শিশু সহায়ক বিভিন্ন আইনী বিধান অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে কিছু অথরিটি এবং প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা গঠন করতে হবে। JJBS, CWCS এবং অন্যান্য কল্যাণকর কমিটি সমূহ, পর্যবেক্ষণ ও আশ্রয়গৃহ, মানসিক হাসপাতাল, নার্সিংহোম, কমিশন, পর্ষদ, তত্ত্বাবধায়কের অফিস সমূহ বাধ্যতামূলকভাবে সর্বত্রই থাকতে হবে।

৭। কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পগুলো, তাদের নীতি সমূহ, তাদের নির্দেশিকা, Sops পুলিশি নির্দেশনা, সম্মেলন, বিধি, মন্তব্য এবং প্রতিবেদন ইত্যাদি শিশু কল্যাণ ও শিশু সুরক্ষা সম্পর্কিত সব তথ্যাদির একটা তথ্যভাণ্ড-ার গড়ে তুলতে হবে।

৮। ব্যাপক সচেতনতা কর্মসূচী নিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেতন করতে। প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স, তালিকাভূক্ত আইনজীবী, JJB এবং CWC সদস্যগণ, কল্যাণ আধিকারিক, পরামর্শদাতা, প্রবেশনার অফিসার, পুলিশ, সরকারি আইনজীবী, বিভিন্ন হোমের দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিকগণ, শিক্ষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের সবাইকে নিয়ে শিশুর অধিকার এবং শিশুদের রক্ষা করার বিষয়ে ব্যাপক প্রচারমূলক কর্মসুচী হাতে নিতে হবে।

৯। সমস্ত অংশীদারদের যেমন ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকগণ, SJPUS, JWOS তালিকাভুক্ত আইনজীবীগণ, প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স, JJB, CWC সদস্যগণ, পরামর্শদাতা, সরকারি আইনজীবী বিচার বিভাগীয় আধিকারিকগণ, হোমগুলোর আধিকারিকগণ, এদের সবার সময়োচিত প্রশিক্ষণ, নিজেদের আধুনিকীকরণ, কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির, নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে উদ্যোগ নিতে হবে।

১০। শিশুদের অধিকার এবং অধিকার সংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলোর বিষয়ে সেমিনার মতবিনিময়, কর্মশালা এবং সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে।

Scanned by CamScanner

১১। শিশু অধিকার নিয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, কার্যকারক, প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা জড়িত তাদের মধ্যে এক কার্যকরী সমন্বিত উদ্যোগ গড়ে তুলতে হবে।

১২। বিভিন্ন প্রকল্প ও তার বাস্তবায়নের মাঝে যে ফারাক থেকে যায় তা মিটিয়ে নিতে গবেষণা এবং পড়াশুনা করে ফারাক ঘোচাতে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

৯। মূলনীতি সমূহ যা সর্বস্তরের সব আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে মনে রাখতে হবে।

৯.১। শিশুদের সর্বোচ্চ স্বার্থরক্ষা:

যখন কোন শিশু আইনী লড়াইয়ে যাবে তখন তার যত্ন ও পরিচর্যার জন্য আইনী পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবার অধিকার রয়েছে।

৯.২। শিশুর কল্যাণ :

অন্য যে কোন পরিস্থিতিকে মাথায় রেখেও শিশুর কল্যাণের বিষয়টি সর্বপ্রথম বিবেচনায় আনতে হবে। শিশু কল্যাণের কাজকে উৎসাহ দিতে শিশুদের সমস্যায় অতি দ্রুত হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং তাদের কল্যাণে পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯.৩। শিশুর যথোচিত মর্যাদার অধিকার :

প্রতিটি শিশুর প্রতি ব্যবহার মর্যাদা ও সমবেদনাপূর্ণ হতে হবে। এটা শিশুর অধিকার। এবং শিশুর স্বার্থ সেভাবেই সুরক্ষিত রাখতে হবে।

৯.৪। সমতার অধিকার এবং কোনরূপ বৈষম্য নয় :

কোন শিশুর প্রতি তার জাত-ধর্ম-বর্ণ-বিশ্বাস-বয়স, পারিবারিক মর্যাদা, তার সংস্কৃতি, তার ভাষা, কোনরকম অসামর্থ্যতা দেখে কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ করা যাবে না।

৯.৫। নীতিগত অধিকার শুনতে হবে :

প্রতিটি শিশুর অধিকার রয়েছে তার সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অবগত হবার এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে তার মতামত জ্ঞাপনের।

৯.৬। নিরাপত্তার অধিকার :

প্রতিটি শিশুর যে কোন পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা পাবার অধিকার রয়েছে এবং কোন অবস্থাতেই তার কোন ক্ষতি সাধন, অবমাননা অথবা অবজ্ঞা করা যাবে না।

৯.৭। গোপনীয়তার নীতি :

যে কোন পর্যায়ে আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তার গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে।

Scanned by CamScanner

১০। কর্ম পরিকল্পনা :

১০.১। পর্ষদ, কমিটি এবং কমিশন গঠন ইত্যাদি :

ক) কিশোর বিচার আইনের ৪নং ধারা অনুযায়ী :

রাজ্য সরকারকে প্রতিটি জেলায় জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড গঠনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ বা SLSAS কে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে যেখানে কোন জুভেনাইল বোর্ড গঠন হয়নি সেখানে প্রচলিত কোর্টের বাইরেও জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড গঠিত হয়েছে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত জরুরিভিত্তিতে এবিষয়ে রাজ্য সরকারের সাথে যোগাযোগ করবে যাতে প্রতিটি জেলাতেই দ্রুত জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড গঠিত হয়।

খ) জুভেনাইল জাস্টিস আইনের ২৯নং ধারায় শিশুদের প্রয়োজনে পরিষেবা দিতে রাজ্য সরকারকে প্রতিটি জেলায় শিশু কল্যাণ কমিটি গঠনের ক্ষমতা দিয়েছে। এই কমিটিগুলো রাজ্যসরকারের অনুমোদিত একজন চেয়ারপার্সন এবং চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে এবং তাতে অবশ্যই একজন মহিলা সদস্য থাকবেন। যে সব জেলায় এই কমিটি নেই সেখানে এই কমিটি যাতে গঠিত হয় তা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সুনিশ্চিত করবে।

গ) শিশু অপরাধের ক্ষেত্রে আইনী লড়াইয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে জুভেনাইল জাস্টিস আইনে বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট গঠনের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি পুলিশ স্টেশনে ন্যূনতম একজন পুলিশ অফিসারকে শিশু কল্যাণ আধিকারিক হিসাবে দায়িত্ব দিতে হবে। ঐ আধিকারিক একাজে বিশেষভাবে নির্দেশিত এবং প্রশিক্ষিত থাকবেন। (জুভেনাইল জাস্টিস আইনের ধারা ৬৩ এবং জুভেনাইল জাস্টিস রুলস-এর বিধি ১১)। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্রতিটি থানাতেই যাতে এই বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট গঠিত হয়, তা সুনিশ্চিত করবে।

ঘ) রাজ্যের প্রতিটি থানাতেই দায়িত্বপ্রাপ্ত শিশু কল্যাণ আধিকারিক (Juvenile Welfare Officer) এবং বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট (Special Juvenile police unit) এর সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করার বিস্তারিত তথ্যাদি নজরে পড়ার মতো স্থানে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এটা যাতে হয় তাও রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) জুভেনাইল জাস্টিস আইনের ৬২এ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্য সরকার রাজ্য এবং জেলা পর্যায়ে একটি করে শিশু সুরক্ষা ইউনিট গঠন করবে যারা শিশুদের প্রয়োজনে যত্ন ও সুরক্ষার দায়িত্ব নেবে। এই কমিটিগুলো যাতে স্থাপিত হয় তা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সুনিশ্চিত করবে।

চ) Commission for Protection of child right Act 2005-এর ১৭ নং ধারা অনুযায়ী

Scanned by CamScanner

রাজ্য সরকার সমূহ রাজ্য কমিশন গঠনে দায়বদ্ধ থাকবে। এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা বলে যাতে এই কমিশন গঠিত হয় এবং যথাযথভাবে কাজ করে তা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সুনিশ্চিত করবে। (এখানে তামিলনাড়ুর অনাথ আশ্রমের শিশুদের শোষণ সংক্রান্ত তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার বনাম ভারত সরকার এবং অন্যরা (২০১৪) 2Scc180 উল্লেখ্য)।

ছ) বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আধিকারিক অথবা Child marriage prohibition officer নিয়োগ করতে হবে। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন ২০০৬ এর ১৬ ধারা বলে রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে আধিকারিক নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেখানে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা বলে আধিকারিক নিযুক্ত হয়নি সেখানে অবিলম্বে নিয়োগ করতে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করবে।

১০.২ **পর্যবেক্ষণ এবং আশ্রয় গৃহ :**

ক) কোন শিশু অপরাধের সাথে জড়িত হলে তাকে কোন আশ্রয় গৃহ বা হোমে রাখা হয়, কোন কারাগার বা লক্‌আপে রাখা হয় না। শিশু অপরাধীদের জন্য দুধরনের হোম রয়েছে যেমন একটা পর্যবেক্ষণ হোম, অপরটি বিশেষ হোম। অপরাধের তদন্ত সাপেক্ষে শিশুকে পর্ষদের নির্দেশে পর্যবেক্ষণ হোমে রাখা হয়। এই হোমগুলো প্রতিটি জেলায় রাজ্য সরকার কর্তৃক স্থাপিত এবং পরিচালিত হয়। Section 8 of JJ Act r/w rule 16(1) of JJ Rules)

খ) একইভাবে প্রতিটি জেলায় প্রতিটি অথবা কয়েকটি জেলা মিলিয়ে হোম থাকবে, ছেলে এবং মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক ভাবে। যদি শিশুটি তদন্তে দোষী প্রমাণিত হয় তবেই এখানে তাকে রাখা হবে। (Section 9 of JJ Act r/w rule 16(1) of JJ Rules).

গ) জাস্টিস জুভেনাইল আইনের ৩৪ ধারা অনুযায়ী এই ধরনের হোম স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এগুলোর পরিচালন দায়িত্ব রাজ্য সরকার এবং বা কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে থাকবে। প্রতিটি জেলায় একটি করে অথবা কয়েকটি জেলার জন্য সমন্বিতভাবে একটি হোম থাকতে পারে। তদন্ত সাপেক্ষে শিশুর পরিচর্যা এবং সুরক্ষার দায়িত্ব পরবর্তী সময়ে তাদের পরিচর্যা, চিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন এবং পুনর্বাসনের দায়িত্বও থাকবে তাদের উপর।

ঘ) রাজ্যে কতগুলো শিশু আবাস বা হোম রয়েছে, তার কতগুলো রাজ্য সরকার পরিচালিত, কতগুলো স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিচালনায় রয়েছে এসব বিষয়ে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত তথ্যাদি রাখবে।

ঙ) এইসব হোম বা প্রতিষ্ঠান তা সে রাজ্য সরকার বা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দ্বারাই পরিচালিত হোক, না কেন তারা অবশ্যই জুভেনাইল জাস্টিস আইনের ৩৪ নং ধারা অনুযায়ী

Scanned by CamScanner

এবং সেই আইনের ৭১ নং বিধি অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত থাকতে হবে।

চ) যদি কোন অরেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা শিশুদের পরিচর্যা বা সুরক্ষায় থেকে থাকে তাহলে তাদের হোম বন্ধ করে দিতে হবে অথবা রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ করে নেবে। (Ref. Exploitation & children in orphanges in the state of Tamilnadu VS Union of India (UOI) and ors. (2014) Sec180). এক্ষেত্রে এইসব অরেজিস্ট্রিকৃত সংস্থাগুলোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা করবে।

ছ) শিশু অপরাধী এবং পরিচর্যা ও সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে এমন শিশুদের জন্য রেজিস্ট্রিকৃত প্রয়োজনীয় সংখ্যক পর্যবেক্ষণ গৃহ, আশ্রয় গৃহ এবং শিশু পরিচর্যা গৃহ থাকে তা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে।

জ) রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্রতিটি রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে 'অবজারভেশন এণ্ড চিলড্রেন হোম কমিটি' গঠন করবে। এই কমিটির চেয়ারপার্সন হবেন জেলা সচিব। সদস্য হিসেবে থাকবে একজন তালিকাভুক্ত আইনজীবী, এবং একজন প্রবেশন অফিসার। তারা প্রতি মাসে অন্তত একবার প্রতিটি হোম পরিদর্শন করবেন। এই পরিদর্শনের একটি ক্যালেন্ডারও তৈরি করে রাখবেন।

ঝ) প্রতিটি হোমের পরিবেশ যাতে শিশু সহায়ক থাকে, কোন অবস্থাতেই যাতে এটা জেলখানা বা লক-আপ বলে মনে না হয় এবং শিশুদের পরিচর্যার কাজ যেন অত্যন্ত গুণমানের হয়। এটা দেখাই হবে কমিটির অন্যতম প্রধান কর্তব্য। একই সাথে হোমগুলোতে সঠিক পয়ঃপ্রণালী থাকতে হবে। স্বাস্থ্যকর হতে হবে। কাপড়, বিছানাপত্র ঠিকঠাক থাকতে হবে, খাদ্য এবং খাদ্য তালিকা সুষম হতে হবে। দিতে হবে শারীরিক ও মানসিক পরিচর্যার ব্যবস্থা। স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সাথে যুক্ত রাখতে হবে হোমগুলোকে। উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে কোন রকম ঘাটতি থাকলে কমিটি তা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে জানাবে। এবং সেসব ঘাটতি পূরণে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করবে ঘাটতি পূরণে অথবা সমস্যা সমাধানে।

১০.৩। **আইনসেবা ক্লিনিক :**

ক) রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড এবং শিশু কল্যাণ কমিটিতে একটি করে আইনসেবা ক্লিনিক স্থাপন করবে।

খ) এই ক্লিনিক খোলার সাথে সাথেই পুলিশ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহ সহ সব সরকারি দপ্তর সমূহকে ক্লিনিকের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের টেলিফোন নম্বর এবং ক্লিনিক সমূহের ঠিকানা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি জানাতে হবে।

গ) এই ক্লিনিকগুলোতে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের থাকতে হবে।

ঘ) রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এই ক্লিনিকগুলোর বিস্তারিত তথ্যাদি রাজ্য জেলা ও তালুকা

Scanned by CamScanner

পর্যায়ের আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে রাখবে।

ঙ) জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (আইন সহায়তা ক্লিনিক) নিয়ন্ত্রণ ২০১১ অনুযায়ী এই আইনসেবা ক্লিনিকগুলো পরিচালিত হবে। এর কার্যপদ্ধতি এর পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা, তার তথ্যাদি, কাগজপত্র সংরক্ষণ, আইনজীবীদের পরিদর্শন, প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স নিয়োগ সবই নিয়ন্ত্রণ বিধি অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

চ) সব জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ জেলার সব বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষদের সহযোগিতায় আইনশিক্ষা ক্লাব গঠন করবে।

১০.৪. আইনী প্রতিনিধিত্ব :

বিধিবদ্ধ সংস্থান

ক) আইনের ১২(১) সি ধারা অনুযায়ী কোন শিশু মামলা করলে অথবা আত্মপক্ষ সমর্থনের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে আইনীসেবা পাবার অধিকারী।

খ) পর্ষদকে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে সব শিশু প্রয়োজনে আইনী সহায়তা পায় তা সে রাজ্য আইনী সহায়তা কর্তৃপক্ষ অথবা স্বীকৃত কোন স্বেচ্ছাসেবী আইন সংগঠন অথবা ইউনিভার্সিটি আইন সেবা ক্লিনিকের মাধ্যমেই হোক) [Rule 3.I(d) (iii) r/w14(2) of JJ Rules]

গ) জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের (District child protection unit)এর আইনী আধিকারিক এবং রাজ্য আইনী সহায়তা পরিষেবা কর্তৃপক্ষ (State Legal Aid Services Authority শিশুদের বিনামূল্যে সবরকম আইনী সহায়তা দেবে। (Rule 14(3) of JJ Rules)।

ঘ) শিশুদের যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা সংক্রান্ত আইন ২০০৫ আইনের (Protection of Children from Sexual offences Act 2005) 80 নং ধারা অনুযায়ী, আক্রান্ত শিশুর পরিবার বা অভিভাবক যদি আইনজীবী নিয়োগে অসমর্থ হয় তাহলে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ তাদের আইনজীবী দিয়ে সহায়তা করবে।

রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের (SLSA) ভূমিকা :

ক) আইনের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষিত এবং দায়িত্ববান আইনজীবীদের একটি পৃথক তালিকা তৈরি করতে হবে। এই আইনজীবীরা JJB, CWC'র মতো যে কোন ফোরামে শিশুদের জন্য অর্থপূর্ণ এবং কার্যকরী আইনী সহায়তা দেবেন।

খ) জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড বা CWC'র সামনে কোন শিশু অথবা কিশোরের স্বার্থে আইনী পরিষেবাটা যাতে উচ্চমানের হয় তা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এরজন্যই উপযুক্ত এবং দায়িত্ববান আইনজীবীর প্রয়োজন।

Scanned by CamScanner

গ) রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ তালিকাভূক্ত আইনজীবীদের কাজের তদারকি করবে এবং কাজের ক্ষেত্রে আচমকা পরিদর্শনের ব্যবস্থাও রাখবে।

ঘ) সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের কাজের রিপোর্ট জমা পড়ার পর তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে তবে সেই রিপোর্টে JJB অথবা CWC, যেখানে কাজ হবে তাদের অনুমোদনমূলক সই থাকতে হবে।

ঙ) প্রতিটি শিশু যাতে নিঃখরচায় আইনগতভাবেই আইনী ও আনুসাঙ্গিক সহায়তা পায় তা রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য 'লিগাল অফিসার, তালিকাভূক্ত আইনজীবী এবং আইন পরিষেবা ক্লিনিকগুলোর মধ্যে একটা কার্যকরী সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে।

১০.৫ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী :

ক) কিশোর ও শিশু কল্যাণ আধিকারিক যারা বিভিন্ন পুলিশ স্টেশনের সাথে যুক্ত, বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ ইউনিটের সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য নালসা'র পক্ষ থেকে যেসব নীতি নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ তা কঠোরভাবে মেনে চলবে। এবং আইনসেবার ক্ষেত্রে শিশু অপরাধের বিচার সংক্রান্ত আইনী প্রতিষ্ঠানগুলো Sampurna Behrua V Union of India & Ors in a writ Petition (C) No. 473/ 2005) মামলায় সুপ্রিমকোর্টের ১২.১০. ২০১১ এবং ১৯.০৮. ২০১১ আদেশানুযায়ী আইনসেবা দেবে।

খ) স্পেশাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট এবং জুভেনাইল চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসারগণ যাতে রুলস, দায়িত্ব এবং তাদের কাজ সম্পর্কে যে নীতি নির্দেশিকা রয়েছে তা তাদের কাছে যাতে পৌঁছে যায় তার জন্য রাজ্য সমূহের আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের পুলিশ প্রধানদের সাথে যোগাযোগ করবে এবং নীতি নির্দেশিকাগুলো সংশ্লিষ্টদের কাছে যাতে পৌঁছায় তা সুনিশ্চিত করবে। এসব আদেশনামাগুলো জুভেনাইল জাস্টিস আইন এবং রুলস (যদি এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার তার নিজস্ব জুভেনাইল জাস্টিস রুল তৈরি করে থাকে তাও)-এর উপর ভিত্তি করেই হবে। এবং তাতে Sheela Barse VS Union of India (1980 Scale (2) 230): (1987) 3SC50 মামলায় সুপ্রিমকোর্টের রায়কেও ভিত্তি হিসাবে ধরতে হবে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এই স্ট্যান্ডিং অর্ডার তৈরিতে সহায়তা করবে। তারা এটাও নিশ্চিত করবে যাতে এই আদেশনামা স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে সব পুলিশ স্টেশনে থাকে।

গ) শিশুদের জন্য যে আইনসেবা তার মূল ভাবনা এবং সম্ভাবনা শিশুদের কার্যকর উপলব্ধিতে নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য আইনসেবাদানকারী যেসব প্রতিষ্ঠান আছে তারা আইনজীবী হোন বা প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স হোন, পুলিশ বা বিচার বিভাগীয় আধিকারিক হোন তাদের প্রত্যেককেই শিশুদের সাথে কথা বলার বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

Scanned by CamScanner

ঘ) শিশুদের আইনী সহায়তাদানকারী ব্যক্তি, বিচার বিভাগীয় আধিকারিক, তালিকা আইনজীবী, পুলিশ আধিকারিক JJB'S এবং CWC, তারা আইন সম্পর্কে প্রশিক্ষি হোন বা নাই হোন শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চলতি প্রশিক্ষণ নি হবে।

ঙ) এই আইনী এবং দক্ষতাবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণগুলো যতদূর সম্ভব মতবিনিময় ও সমস্যাভিত্তিক আলোচনায় নিয়ে যেতে হবে।

চ) শিশু এবং শিশু সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংক্রান্ত আইনে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা, বিধান প্রক্ল প্রতিবেদন, আন্তর্জাতিক সম্মেলন, বিধি এসব বিস্তারিতভাবে রয়েছে। মূল চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বাস্তবে যারা শিশুদের হয়ে কাজ করছে অর্থপূর্ণভাবে তাদের কাছে সেইস তথ্যাদি পৌঁছে দেয়া। তাই শিশুদের সমস্যা সমাধানে যারা মাঠে কাজ করছে তাদে কাছে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সেইসব তথ্যাদি বিস্তারিতভাবে পাঠাতে হবে।

১০.৬ আইনী সচেতনতা :

ক) সব রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ শিশু অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প ও বিস্তারিত তথ্যা সংক্রান্ত প্রচার পুস্তিকা, প্রচারপত্র এবং আইনসেবা ম্যানুয়েল প্রকাশ করবে। এস প্রকাশিত পুস্তিকা, প্রচারপত্র, আইনসেবা ম্যানুয়েল সব আইনসেবা প্রতিষ্ঠানের ফ্র অফিস, আইনসেবা ক্লিনিক, JJBS, CWCS এবং পুলিশ স্টেশনে রাখতে হবে।

খ) এসব তথ্যাদি দূরদর্শন, আকাশবাণী এবং কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমেও ব্যাপক প্রচার নিয়ে যেতে হবে।

গ) সমস্ত রাজ্য সমূহের আইনসেবা কর্তৃপক্ষ শিশুদের অধিকার এবং তাদের সুরক্ষা বিষয়ে জনগণকে অবহিত করতে ব্যাপক প্রচারমূলক কর্মসূচী হাতে নেবে। এক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিশু অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত রাজ্য কমিশন, স্বেচ্ছাসে প্রতিষ্ঠান সমূহের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

ঘ) বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরে শিশু অধিকার সম্পর্কিত প্রচারের মাধ্যম হিসাবে প্রব্ধ প্রতিযোগিতা, পথ নাটক প্রতিযোগিতা, পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতা, ছবি আঁক প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

ঙ) যথোপযুক্ত শিশু সুলভ আবেদন সম্বলিত পোস্টার বিতরণ করার জন্য প্যারালিগ্যা ভলান্টিয়ার্সদের বলা যেতে পারে।

চ) শিশুদের আইনী অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে প্রতিটি শিশুকে সচেতন করার জন্য প্রচলিত পরিকাঠামোর বাইরে ও সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে আইনী ক্ষমতায়ন এবং আইন সেবাদানকারীদের সাথে সমাজের একটা কার্যকরী সম্পর্কও গড়ে উঠবে।

Scanned by CamScanner

ছ) আইনী সহায়তা দরকার এমন অনেক শিশু প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। এর ফলে তারা যেখানে বসবাস করে সেখানে থেকে এই আইনী পরিষেবা নেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই বাঁধাটা দূর করতে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ঐসব স্থানে পরিষেবা নিয়ে যাবার জন্য ভ্রাম্যমান ক্লিনিক এবং One Stop Centre-এর মতো কর্মসূচী নিতে পারে।

জ) বচপ্ন বাঁচাও আন্দোলন বনাম ভারত সরকার মামলার নির্দেশ অনুযায়ী যেসব প্যারা লিগাল ভলান্টিয়ার্স পুলিশ স্টেশন স্তরে নিয়োজিত রয়েছে তারা শিশু এবং তার পরিবারের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে প্রাথমিক তদন্ত, ইন্টারভিউ, পরামর্শদানের কাজ করতে পারে।

ঝ) শিশুদের অধিকার সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করতে শিশু অধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি বিদ্যালয়স্তরের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাতে পারে।

ঞ) CRPC'র একটি নতুন ধারা 357A সম্পর্কে এবং রাজ্য সরকারের যদি আক্রান্তের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত কোন নতুন প্রকল্প থাকে তা যাতে আক্রান্ত শিশু দ্রুত পেতে পারে তার জন্য রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ব্যাপক ভাবে জনগণকে সচেতন করবে।

ট) প্রতিটি রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ একটি আইনসেবা সংক্রান্ত নির্দেশক বই বা Director তৈরি করবে যা এই কাজের মূল অংশীদারদের সবার কাছে থাকবে।

ঠ) প্রতিটি শিশুর শিক্ষার অধিকার এবং সব শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে তাদের অভিভাবকদের যে মৌলিক দায়িত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে প্রতিটি রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ব্যাপক আইনী সচেতনতা মূলক প্রচার চালাবে।

ড) এছাড়া প্রতিষ্ঠান বর্হিভূত কিছু পরিষেবা যেমন শিশুর দত্তক নেওয়া, শিশুর লালনপালন বা স্পনসর করার অ-প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবা সম্পর্কেও জনগণের সচেতনতা বাড়াতে হবে।

ঢ) প্রকৃত যোগ্যতা সম্পন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যারা শিশু সুরক্ষায় যত্ন নিয়ে কাজ করে তাদের অনুমোদন নিতেও রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত করবে।

ণ) বাল্যবিবাহ সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক আচার এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে গোটা সমাজকেই সচেতন করে তুলতে সমষ্টিগত প্রচার কর্মসূচীর সূচনা করতে হবে। বাল্যবিবাহ শিশুদের পক্ষে কতটা ক্ষতিকারক বিশেষত শিশুর স্বাস্থ্য ব্যক্তিত্ব এবং ভবিষ্যতে সন্তান ধারণের ক্ষেত্রে কতটা হানিকর সে সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

ত) অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের জোর করে বিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের মাধ্যমে সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষকে সচেতন করতে হবে।

Scanned by CamScanner

থ) প্রতিটি রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালানোর পদক্ষেপ নিতে হবে। শিশুদের শিক্ষিত করে তোলার যে সুবিধা রয়েছে সে সম্পর্কে গ্রামবাসীদের সচেতন করতে হবে এবং শিশু শ্রম যে আইনের চোখে গ্রহণযোগ্য নয় তাও গ্রামবাসীদের বোঝাতে হবে।

দ) ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত যে কোন রকমের শিশুশ্রম কার্যকরীভাবে নিষিদ্ধ করার জন্য সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করতে হবে। বলপূর্বক শিশু শ্রমিক নিয়োগকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে।

ধ) ৬-১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের বিনামূল্যে এবং সমানভাবে শিক্ষাদানের যে বর্তমান পরিকাঠামো রয়েছে তাকে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে আরো শক্তিশালী করতে হবে।

ন) যে কোনো রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিপর্যয়ের সময়ে বলপূর্বক শিশু শ্রমিক এবং অনাথ শিশুর সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই এ সময়গুলোতে জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষের প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের গঠিত কোর গ্রুপ এটা নিশ্চিত করবে যাতে দুর্যোগ আক্রান্ত শিশুরা আইনী পরিষেবা পায় এবং তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

প) সমাজ থেকে শিশু শ্রম এবং তাদের সমস্যা যাতে দূর করা যায় তার জন্য রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

ফ) শিশু শ্রমের ভয়াবহ বিপদকে দূর করতে এবং সংবিধানের মতামতকে কার্যকর করতে সুপ্রিমকোর্ট অনেকগুলো বাধ্যতামূলক নির্দেশিকা দিয়েছে। [MC Mehta vs State of Tamilnadu reported as (1996) 6 sec 756] ঐ নির্দেশিকাগুলোর অন্যতম হচ্ছে Child Labour (Prohibition & Regulation) Act 1986 অমান্য করে কোন বিপদজনক কাজে কোনো শিশুকে নিয়োগ করা হয় তাহলে নিয়োগকর্তাকে ২০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকেও এক্ষেত্রে ঐ শিশুর জন্য অনুদান হিসাবে ৫০০০ টাকা দান করতে হবে। এই ২৫,০০০ টাকা Child Labour Rehabilitation Cum Welfare Fund-এ জমা রাখতে হবে। এবং এর থেকে যা আয় হবে তা ঐ উদ্ধারকৃত শিশুর পুনর্বাসনের কাজে ব্যয় করতে হবে।

এই নির্দেশ আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, পুলিশ, শ্রম দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে মেনে চলতে হবে।

১১. তথ্যাদি সংরক্ষণ :

সব রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্রচলিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্প সমূহ, নীতি নির্দেশিকা, পুলিশি নির্দেশিকা, কনভেনশন, বিধি, ঘোষণাপত্র, মন্তব্য ইত্যাদি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে যাতে আইনী সচেতনতার স্বার্থে এবং কোনো শিশু অপরাধীকে আইনী সহায়তা দেবার ক্ষেত্রে কাজে লাগে।

Scanned by CamScanner

নালসা (মানসিক প্রতিবন্ধী এবং মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫

Scanned by CamScanner

নালসা (মানসিক প্রতিবন্ধী এবং মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিদের সুরক্ষায় আইনী পরিষেবা) প্রকল্প ২০১৫

প্রেক্ষাপট :

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিশেষত যারা মানসিকভাবে অসুস্থ বা অন্য কোন মানসিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তারা সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আসে না। এরা সমাজের প্রায় দৃষ্টির বাইরেই থেকে যায়। সমাজ এবং রাজ্যের দৃষ্টিতে এদের সুরক্ষাটা যখন বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়ে তখনও তাদের অনেকটা স্বের সুলভ 'সামাজিক কল্যাণের' দৃষ্টিতে দেখা হয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার (Rights of persons with disabilities (CRPD) ২০০৮ নামক রাষ্ট্র সংঘের একটি ঘোষণাপত্রের সাক্ষরদাতা দেশ এবং যেহেতু রাষ্ট্রসংঘের ঐ কনভেনশনকে আমাদের দেশ সম্মতিজ্ঞাপন করেছেন তাই ঐসব মানসিক অসুস্থ বা প্রতিবন্ধীদের মানবাধিকার, তাদের মৌলিক স্বাধীনতার অধিকার রয়েছে। আইন পদ্ধতিতে এদের এই অধিকার সমূহ, আইনের চোখে তাদের অন্যসব নাগরিকদের মতোই সাম্যতা, তাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার দায়বদ্ধতা রয়েছে। কনভেনশনের ঘোষণা অনুযায়ী অন্যদের মতোই তাদেরও বিচার পাবার সমান অধিকার রয়েছে।

আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭-র ১২নং ধারা অনুযায়ী, Persons with disabilities (equal opportunities, protection of rights and full participation) Act 1995-এর ২নং ধারার ক্লজ (i) অনুযায়ী যাদের প্রতিবন্ধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং যারা মানসিক হাসপাতালে অথবা মানসিক রোগ সংক্রান্ত কোন নার্সিং হোমে রয়েছেন তারা আইনী পরিষেবা পাবার অধিকারী। তাই নালসা মানসিক প্রতিবন্ধী এবং মানসিকভাবে অসুস্থদের কার্যকরী আইনী পরিষেবা দিতে ২০১৫ সালে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭-র ধারা ৪(বি)'র নির্দেশ অনুযায়ী একটি প্রকল্প রচনা করেছে।

যদিও ২০১০ সালে এই প্রকল্পটি সারা দেশে লাগু হয়েছে এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কিত যেসব প্রতিবেদন এসেছে তাতে এটা পরিষ্কার যে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পর্কিত পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য আইনপরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্বারা সমাজের ঐ প্রান্তিক সীমায় বসবাসকারীদের বিচারের সুযোগ পৌঁছে দেবার কথা তারও পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এসব লোকদের কাছে কার্যকরী সহায়তা পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি। রাজ্য ও জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের শুধু তাদের কাছে আইন পরিষেবা পৌঁছে দেবার কথা। তথাপি আদালত সংশ্লিষ্ট বিষয়েও আরো অনেক কিছু করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটেই মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের আইনী পরিষেবা দিতে নতুন প্রকল্প NALSA (Legal Service to the mentally ill and mentally disabled persons) scheme, 2015 রচিত হয়েছে।

লক্ষ্য :

এই প্রকল্পে সব আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহকে (রাজ্য, জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, তালুক আইনসেবা কমিটি,

Scanned by CamScanner

হাইকোর্ট আইনসেবা কমিটি, সুপ্রিমকোর্ট আইনসেবা কমিটি) মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের আইন পরিষেবা দেবার নতুন নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে কোন মানসিক রোগী বা মানসিক প্রতিবন্ধী যাতে কোন অবস্থাতেই অপবাদের শিকার না হয় এবং একজন ব্যক্তি হিসেবেই তাদের সাথে ব্যবহার করা হয়, অধিকার পায়। এটা আইনগতভাবেই সুনিশ্চিত করা হয়।

জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (বিনামূল্যে এবং উপযুক্ত আইন পরিষেবা) নিয়ন্ত্রণ বিধি ২০১০, জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (আইনসেবা ক্লিনিক) নিয়ন্ত্রণ ২০১১, নালসা প্রকল্প প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের এবং প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, আধুনিকীকরণ ইত্যাদিতে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স, আইনসেবা ক্লিনিক, ফ্রন্ট অফিস। তালিকাভুক্ত আইনজীবী, রিটেইনার আইনজীবী শব্দগুলোর যে অর্থ করা হয়েছে এই প্রকল্পেও অনুরূপ অর্থ থাকবে।

ভাগ-১

নীতিমালা :

আইন পরিষেবা প্রতিষ্ঠানগুলো যখন কোন মানসিক রোগী বা মানসিক প্রতিবন্ধী নিয়ে কাজ করবে তখন নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখবে।

১। **মানসিক রোগ সেরে ওঠে :** আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহকে মনে রাখতে হবে সঠিক চিকিৎসা ও যত্নে মানসিক রোগীকে সুস্থ করা সম্ভব।

২। **মানসিক প্রতিবন্ধীরা মানসিক রোগী নয় :** মানসিক প্রতিবন্ধীরা শারীরবৃত্তীয় গঠন প্রণালীর গোলযোগের কারণে মানসিক অসামর্থ্যতার শিকার। মানসিক প্রতিবন্ধীতা, বা গতিহীনতা মূলত স্থায়ী এবং এটা থেকে সুস্থ হওয়া সম্ভব নয়। অটিজম এবং সেরিব্রাল পালসিও একই রকমের মানসিক সমস্যা। তাই এই সমস্ত রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে Persons with disabilities (Equal opportunities, Protection of Rights & full participation) Act 1995 (PWD) Act এর ২নং ধারা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে ১) PWD Act, 1995 and ২) অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, মানসিক প্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধীতা আইন ১৯৯৯-এ সুনির্দিষ্ট বিধির সংস্থান রাখা হয়েছে।

৩। **মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা সমস্ত মানবাধিকার মৌলিক স্বাধীনতা সমূহ ভোগ করার অধিকারী :** আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ যখন মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের আইনী সহায়তা দেবে তখন এটা মনে রাখতে হবে যে তারা যেন মানবাধিকারের সব সুযোগগুলো এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সমূহ তারা ভোগ করতে পারে।

৪। **একজন মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীরও যে জন্মগত মর্যাদা রয়েছে তাকে শ্রদ্ধা জানানো :** মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতার বিকাশে সব আইন পরিষেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে কাজ করতে হবে।

Scanned by CamScanner

৫। **কোন রকম বৈষম্য নয় :** কোন মানসিক রোগী বা মানসিক প্রতিবন্ধীর প্রতি শুধুমাত্র তার মানসিক স্বাস্থ্যের কারণে কোন আইনসেবা প্রতিষ্ঠান কোনরকম বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। বরং অধিকতর সচেতনভাবে তারা তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করবে।

৬। **উপযুক্ত আবাসস্থল :** যে কোনো প্রকল্প, কর্মসূচীতে অথবা পরিষেবা প্রদানে আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ মানসিক রোগী অথবা মানসিক প্রতিবন্ধীদের উপযুক্ত আবাসস্থল সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার আয়োজন করবে।

৭। **মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীর চিকিৎসিত হবার অধিকার :** ভারতের সংবিধানের ২১নং ধারা অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের যেমন স্বাস্থ্যসেবার, চিকিৎসিত হবার অধিকার রয়েছে তেমনি মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীদেরও এই অধিকারগুলো ভোগ করার সমান অধিকার রয়েছে। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে অথবা কুসংস্কারের শিকার হয়ে বে-আইনীভাবে বন্দিদশা ভোগ করার অথবা অপবাদের শিকার হয়ে মানসিকরোগীরা চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই সব আইনসেবা প্রদানকারী সংগঠনগুলোকে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে তারা Mental health Act 1987 এর Chapter-IV অনুযায়ী তারা যাতে কোন মানসিক হাসপাতাল অথবা নার্সিং হোমে চিকিৎসার সুযোগ পায়।

৮। **রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত অনুমোদন :** যে ব্যক্তির মানসিক রোগের চিকিৎসার প্রয়োজন হবে তাকে তার চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে অনুমোদন নিতে হবে। এবিষয়টা আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুনিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি অনুমোদনে অক্ষম হন তাহলে তার আত্মীয় বন্ধু অথবা তাও না থাকলে মানসিক স্বাস্থ্য আইন ১৯৮৭'র পার্ট-টু, চ্যাপ্টার ফাইভ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি নিতে হবে।

৯। **মানসিক প্রতিবন্ধীদের শোষণ এবং নির্যাতন প্রতিরোধে :** মানসিক প্রতিবন্ধী বিশেষ করে মহিলা প্রতিবন্ধীরা শোষণের সবচেয়ে বিপদজনক ক্ষেত্রে রয়েছে। তাই আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানসিক প্রতিবন্ধীদের শোষণ এবং যৌন নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নিতে হবে।

১০। মানসিক প্রতিবন্ধীগণ অথবা আরো বেশি করে বললে মানসিক রোগীগণ তাদের মানসিক স্থিতি না থাকায় মানসিক প্রতিবন্ধীতার জন্য তাদের অধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদির পুরো সদ্ব্যবহার করতে পারে না। একারণেই বিচার পাবার অধিকারের পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আইনী শিক্ষা করায়ত্ত করতে পারে না। তাই আইনী দিক থেকে তাদের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমীক্ষা চালাতে হবে। এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের আইনী সহায়তা দেবে।

ভাগ-দুই

মানসিক হোম, হাসপাতাল, সমতুল্য কোন প্রতিষ্ঠান এবং জেলখানায় মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আইনী পরিষেবা —

Scanned by CamScanner

মানসিকভাবে অসুস্থ এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের 'পাগল নয় এমন অপরাধী' (Non criminal lunatics)হিসাবে জেলে রাখা হয়। Sheela Barse Vs Union of India and others (Criminal Petition No 237/1989) মামলায় সুপ্রিমকোর্ট মানসিক বন্ধীদের এভাবে জেলখানায় আটক রাখার নিন্দা জানিয়েছে এবং অপরাধী নয় এমন মানসিক প্রতিবন্ধীদের জেলে আটক রাখা অবৈধ এবং অসাংবিধানিক হিসাবে ঘোষণা করেছে। সুপ্রিমকোর্টের আরো নির্দেশ : এখন থেকে কোন Executive Magistrate নয় শুধুমাত্র বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটই কোন মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠাতে পারবে। বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটকেও এরকম কোন নির্দেশ দেয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কোন পেশাবিদ অথবা মনোবিদের পরামর্শ নিতে হবে। সুপ্রিমকোর্টের আরো নির্দেশ : এরকম কতগুলো ঘটনা বাছাই করা হয়েছে। কতজনকে চিকিৎসার জন্য সেসব কাস্টডিতে পাঠানো হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট হাইকোর্টকে ত্রৈমাসিক রিপোর্ট দেবে।

সুপ্রিমকোর্ট এই কেসগুলোর সব নথি সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টকে পাঠাবে। এগুলো জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আবেদনকারী হবে হাইকোর্টের আইনসেবা কমিটি। এই কমিটি সুপ্রিমকোর্টের আদেশ সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কিনা তা তদারকিতে হাইকোর্টকে সহায়তা করবে। এসম্পর্কে হাইকোর্টের সময়ে সময়ে হাইকোর্টের নির্দেশগুলো পালিত হচ্ছে কিনা তারও তদারকি করবে।

সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশগুলো যথাযথভাবে পালনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যপ্রণালী গ্রহণ করতে হবে :

জেলখানায় :

রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি জনস্বার্থ বিষয়ক মামলা নথিভুক্ত হয় হাইকোর্টে। এবং সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি এই মামলা শুনবেন।

১। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ রাজ্য মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ (State Mental health Authority. SMHA) অথবা হাইকোর্ট নির্দেশিত অন্য কোন কমিটির সাহায্যে রাজ্যের সবকটি জেলখানা পরিদর্শন করবে। পরিদর্শনকালে তাঁরা খুঁজে দেখবেন ঐ জেলখানায় কোনো মানসিক অসুস্থ ব্যক্তি বা মানসিক প্রতিবন্ধী কেউ আটক আছেন কিনা। যদি থেকে থাকে তাহলে তাঁরা দ্রুত তাদের স্থানান্তর এবং চিকিৎসার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ চাইবেন।

২। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ রাজ্য মানসিক স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় মানসিক চিকিৎসক, মনোবিদ, কাউন্সেলারদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবেন। এই কমিটির কাজ হবে জেলে প্রতিটি বন্দির মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা। তাদের সুপারিশ ক্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী মানসিক চিকিৎসক, মনোবিদদের সহায়তায় তাদের কারাবাসীদের চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবেন।

৩। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ হাইকোর্টের কাছে ত্রৈ-মাসিক রিপোর্ট পাঠাবেন। তাতে তাঁরা জানাবেন কতগুলো কেস তারা পর্যালোচনা করেছেন। কতজনকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানো হয়েছে এবং এই সংক্রান্ত আর কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের এধরনের প্রতিবেদনের কপি রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষকেও দিতে হবে যাতে করে

Scanned by CamScanner

বিষয়টি দ্রুত দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারপতির গোচরীভূত করা যায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশ বা আদেশ যেমনটা প্রয়োজন, তা পাওয়া যায়। সে আদেশ বা নির্দেশ সার্বিকভাবেও হতে পারে অথবা কোন বিশেষ ক্ষেত্রের বা ঘটনার জন্যও হতে পারে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ এধরনের কোনো আদেশ বা নির্দেশ পেলে তা সংশ্লিষ্ট জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ তালুক পর্যায়ের আইনসেবা কমিটি গুলোকে তদারকি, সহায়তা বা আদেশ পালনের জন্য অবহিত করবে। একই সাথে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ঐসব আদেশ বা নির্দেশ পালিত না হলে বা পালনে ঘাটতি থাকলে তা দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতিকে অবহিত করবে।

মানসিক হাসপাতাল, হোম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রসমূহ :

১। সংশ্লিষ্ট আইনের ৩৭নং ধারা অনুযায়ী, রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ একটি স্থায়ী বোর্ড অব ভিজিটরস বা পরিদর্শক দল গঠনের জন্য হাইকোর্টকে অনুরোধ জানাবে। এই বোর্ডে একজন সদস্য সচিব /বা সর্বসময়ের সচিব থাকবে এবং রাজ্য ও জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সদস্য হিসাবে থাকবে। তারা সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত মানসিক হাসপাতাল, হোম বা ঐ জাতীয় কোনো আশ্রয়স্থল নিয়মিত পরিদর্শন করবে। তারা ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলোর আবাসিকদের জীবন মান, অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলো সম্পর্কে খোঁজখবর করবে।

২। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ / বোর্ড সব ভিজিটরস এইসব হাসপাতাল, হোম এবং অন্যান্য সেবাকেন্দ্রগুলো আবাসিকদের অবস্থা খতিয়ে দেখবে। তারা দেখবেন এমন কোন ব্যক্তি সেসব স্থানে রয়ে গেছেন কিনা যারা সুস্থ হয়ে গেছেন অথচ পরিবারের উদাসীনতার কারণে অথবা পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে না পারার কারণে বাড়ি ফিরতে পারছেন না। এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান পেলে রাজ্য/জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ অথবা বোর্ড অব ভিজিটরস তাদের উদ্ধারের জন্য উদ্যোগ নেবেন। তাদের উদ্ধার করে পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হয়ে আদালতে আইনী প্রতিনিধিত্ব করবেন আদালতের আদেশ পাবার জন্য।

৩। আইনীসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন মানসিক হাসপাতাল, হোম অথবা সমতুল কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় কাউকে বলপূর্বক এখানে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে আবাসিক, চিকিৎসক, কর্মী সবার সাথে কথা বলবেন। এরকম কোন ঘটনা হয়ে থাকলে আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মানসিক হাসপাতাল, হোম বা সমতুল সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্তির উদ্যোগ নেবেন।

৪। রাজ্য/জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্রতিটি মানসিক হাসপাতাল, হোম এবং সমতুল প্রতিষ্ঠানে আইনসেবা ক্লিনিক স্থাপন করবে। এটা স্থাপন করা হবে যাতে কোন মানসিক অসুস্থ ব্যক্তি বা মানসিক প্রতিবন্ধীর যদি কোন আইনী সহযোগিতার প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে আইনী সহায়তা দেওয়া।

৫। এধরনের আইনী ক্লিনিকগুলোতে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স বা তালিকাভুক্ত আইনজীবীদের নিয়োগ করতে হবে যারা এসব বিষয়ে এবং ব্যক্তিদের সম্পর্কে যথেষ্ট সংবেদনশীল।

৬। প্যারা ভলান্টিয়ার্সের মতো বিভিন্ন মানসিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলোর চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্যাল কর্মী প্রশাসনিক কর্মীদের প্রশিক্ষিত করতে হবে। এর ফলে মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের

Scanned by CamScanner

কল্যাণের কথা মাথায় রেখে তাদের জন্য সর্বোচ্চ আইনী সহায়তা দেওয়া যাবে।

৭। এই ক্লিনিকগুলো এটাও সুনিশ্চিত করবে যাতে হোম বলতেই এটা বোঝায় যে এখানে মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য এখানে সব সুবিধা রয়েছে। তাদের স্ব-নির্ভর জীবনযাপনের জন্য উপযুক্ত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ পাবে। আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো হোমগুলোতে এধরনের পরিষেবা প্রদানের জন্য রাজ্য সরকারকে বলবে অথবা হাইকোর্টের কাছে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা জারি করার জন্য আবেদন জানাবে।

৮। ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর ওয়েলফেয়ার অব পারসন্ উইথ অটিজম, সেরিব্রাল পাল্‌সি, মেন্টাল রিটারডেশন অ্যা-ন্ড মাল্টিপল ডিসএবিলিটিজ আইন ১৯৯৯ আইন অনুযায়ী এই অটিজম সেরিব্রাল পাল্‌সি, মানসিক প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীরা যে সুযোগ সুবিধাগুলো পায় তা যেন এই মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীরাও পেতে পারে তার জন্য আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ এদেরও ঐ ন্যাশনাল ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেবে।

৯। আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স, প্যারামেডিক্যাল কর্মী, প্রশাসনিক কর্মী এবং চিকিৎসক যারা মানসিক স্বাস্থ্য ক্লিনিকগুলোতে যুক্ত রয়েছেন তাদের মাধ্যমে যেসব আবাসিক রোগীদের কোন আত্মীয় পরিজনের নাম ঠিকানার উল্লেখ নেই তাদের খুঁজে বার করতে উদ্যোগ নেবে। এবং সংশ্লিষ্ট পরিবার আত্মীয় পরিজনদের সাথে রোগীর পূর্ণ মিলনের উদ্যোগও নেবে।

১০। যেসব রোগী তাদের বাড়িঘর থেকে দূরের কোনো মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হোম বা সমতুল কোনো সেবা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে তাদের বাড়িঘরের কাছাকাছি কোন মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, হোম বা সমতুল সেবা কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। তাদের এই ট্রানজিটের জন্য সবরকম আইনী সহায়তাও সুনিশ্চিত করতে হবে। এই কাজটি সম্পন্ন করতে রাজ্য ও জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগ নিতে হবে।

ভবঘুরে, গৃহহীন, নিঃসঙ্গ মানসিক রোগী, মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আইনী পরিষেবা :

মানসিক স্বাস্থ্য আইন ১৯৮৭'র ২৩ নং ধারা অনুযায়ী, একজন পুলিশ আধিকারিক তাঁর থানা এলাকায় কোন ভবঘুরে মানসিক রোগী অথবা ভয়ংকর মানসিক রোগীকে আটক করতে পারেন এবং ২৪নং ধারা অনুযায়ী বিচারকের সামনে উপস্থিত করে তাকে কোন মানসিক হাসপাতালে, কোন মানসিক নার্সিং হোমে তার চিকিৎসার জন্য আটক করার অনুমতি চাইবেন।

অনুরূপভাবে আইনের ২৫নং ধারা অনুযায়ী কোন পুলিশ অফিসাররা কোন কোন ব্যক্তির কাছে এরকম যথেষ্ট সঙ্গত কারণ থাকে যে কোন মানসিকভাবে অসুস্থ রোগী সঠিক যত্ন পাচ্ছে না, অথবা তার সাথে বাজে ব্যবহার করা হচ্ছে অথবা আত্মীয়স্বজন কর্তৃক অবহেলিত, অনাদৃত হচ্ছেন তাহলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এবিষয়ে রিপোর্ট করতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনে মানসিক রোগীকে উত্যক্ত বা অবজ্ঞা বা অনাদর করার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তকে আটক করা। এমনকি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার নির্দেশ দিতে পারেন।

কোথাও যদি মানসিকভাবে বিকলাঙ্গ কোনো ব্যক্তিকে গৃহহীন অথবা নিঃসঙ্গ অবস্থায় পাওয়া যায়, সাধারণভাবে তাদের সম্পর্কে স্থানীয় পর্যায়ের কমিটির কাছে রিপোর্ট করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ের ট্র

Scanned by CamScanner

কমিটি মানসিক বিকলাঙ্গ ব্যক্তির যত্ন নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবে।

আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর করণীয় :

১। আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু সংবেদনশীল এবং সহানুভূতিশীল আইন পরিষেবা প্রদানকারী আইনজীবীদের একটি তালিকা তৈরি করতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য আইন ১৯৮৭'র ২৪ অথবা ২৫নং ধারায় যখন কোন মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে আদালতে পেশ করা হবে তখন তারা ঐ ব্যক্তির সর্বোচ্চ স্বার্থরক্ষা করার জন্য উদ্যোগ নেবেন এবং মানসিক রোগীর কল্যাণে ম্যাজিস্ট্রেটকে আদেশ দিতে আইনজীবীরা সহায়তা করবেন।

২। আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ পুলিশ স্টেশনগুলোতে যেসব PLV গণ কাজ করবেন তাদের মাধ্যমে যেসব মানসিক প্রতিবন্ধী অবহেলিত গৃহহীন এবং নিঃসঙ্গ তাদের সহায়তা করবে। ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর ওয়েলফেয়ার অব পারসনস উইথ অটিজম। সেরিব্রাল পালসি, মেন্টাল রিটারডেশন এন্ড মাল্টিপল ডিসএবিলিটিস আইন ১৯৯৯-এর ১৩নং ধারা অনুযায়ী পুলিশ আধিকারিক সংশ্লিষ্ট মানসিক রোগীকে স্থানীয় পর্যায়ের কমিটির কাছে পেশ করবে যাতে করে ঐ ব্যক্তির প্রতিপালন এবং পুনর্বাসন দেয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত অভিভাবক নিয়োগ করা যায়। এবিষয়টি আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ সুনিশ্চিত করবে।

৩। আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ চিকিৎসক, পুলিশ, বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট সহ সব মানসিক স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচী রচনা করবে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবঘুরে মানসিক রোগীদের চিহ্নিত করা এবং মানবাধিকারের সমস্ত শর্ত মেনেই প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

আদালতে কার্যপদ্ধতির সময়ে মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আইনী পরিষেবা :

মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের অধিকারের স্বার্থে দুটো আইন রয়েছে। এর একটি হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য আইন ১৯৮৭ এবং ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর দি ওয়েলফেয়ার অব পারসন্স উইথ অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, মেন্টাল রিটারডেশন এন্ড মাল্টিপল ডিসএবিলিটি অ্যাক্ট ১৯৯৯। ম্যাজিস্ট্রেট অথবা স্থানীয় পর্যায়ের কমিটি যখনই কোন আদেশ দেবেন তখন এই দুটো আইনকেই বিবেচনায় রাখতে হবে। আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের PLV বা তালিকাভুক্ত আইনজীবীদের মাধ্যমে এই কার্য পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করবে।

১। যখন কোন আদালতে রিসেপশন অর্ডারের জন্য আবেদন করা হবে অথবা মানসিক স্বাস্থ্য আইনের ধারা ১৯, ২০, ২২, ২৪, ২৫, ২৬ অথবা ২৮-এ আদালতের বিবেচনাধীন থাকবে তখন আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ তখন আদালতে রিটেইনার/তালিকাভুক্ত আইনজীবীর উপস্থিতি সুনিশ্চিত করবে।

২। আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ জানাবে যাতে এধরনের আবেদনের ক্ষেত্রে তাদেরও জ্ঞাত করা হয়। কোনো মানসিক রোগী বা মানসিক প্রতিবন্ধী যার রিসেপশন বা ডিসচার্জের জন্য আবেদন করা হবে তার স্বার্থ সুরক্ষার জন্য আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ উপস্থিত থাকবে।

৩। আদালতে উপস্থিত রিটেইনার/তালিকাভুক্ত আইনজীবী ঘটনাবলীর বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করবে

Scanned by CamScanner

এবং অভিযুক্ত মানসিক রোগীর আত্মীয়, মানসিক হাসপাতালের বা নার্সিং হোমের অথবা কোন উপযুক্ত ব্যক্তির সাথেও যোগাযোগ করবে এবং যে ব্যক্তিকে আটক বা ছেড়ে দেয়ার জন্য আদালতে আবেদন করা হবে তার অবস্থা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবে।

৪। আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহে তাদের স্ব স্ব এলাকায় কতজন মানসিক রোগীকে আদালত থেকে আটকের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার তালিকা রাখবে। এবং আদালতের আদেশ অনুযায়ী তাদের যেসব মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসা হচ্ছে তার উন্নতির বিষয়েও তদারকি করবে।

৫। আদালতের আদেশে যাদের মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছিল এবং তাদের কেউ যদি সুস্থ হয়ে যায় তাহলে আইনসেবা প্রতিষ্ঠান তাদের সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করবে।

৬। আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের PLV /তালিকাভুক্ত আইনজীবী/রিটেইনারদের মাধ্যমে রোগী সুস্থ হয়ে স্বেচ্ছায় যেতে চাইলে আইনের ১৮ ধারায় তার মুক্তির অথবা আদেশানুযায়ী চিকিৎসিত হয়ে সুস্থ হয়েছে এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আইনের ১৯নং ধারা অনুযায়ী মুক্তির আবেদন জানাবে।

৭। আদালতের আদেশক্রমে আটক কোন ব্যক্তির প্রথম ৯০ দিনের বেশি রাখতে হলে আদালতের আদেশ নিতে হবে। এজন্য আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ ক্লিনিকের মাধ্যমে বোর্ড অব ভিজিটরের সদস্য হিসাবে আইনের ১৯ (১) ধারা অনুযায়ী রোগীর হাসপাতালে ভর্তির রেকর্ড রাখতে হবে।

৮। আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ সংশ্লিষ্ট আইনের ১০নং ধারা অনুযায়ী সব কেসগুলোর বিস্তারিত নথিভুক্ত করে রাখতে হবে। এটা রাখতে হবে কারণ কোন রোগী সুস্থ হবার পরও ভুলক্রমে মানসিক হাসপাতালে, হোমে বা কোন সমতুল স্থানে থেকে না যায়। রোগী সুস্থ হওয়া মাত্রই তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আবেদন করবে।

৯। আইনের ২৮নং ধারা অনুযায়ী ভবঘুরে মানসিক রোগী অথবা নিঃসঙ্গ মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেট যাতে প্রতি দশদিন অন্তর রোগীর অবস্থার পর্যালোচনা করেন। এটা কঠোরভাবে মানতে হবে। এক্ষেত্রে আইনসেবা প্রতিষ্ঠান আইনের ২৩ এবং ২৫ নং ধারায় সব কেসগুলোর তথ্যাদি নথিভুক্ত করবে। আইনের ধারা ২৪ (২) (এ) অনুযায়ী মানসিক অসুস্থতার সার্টিফিকেট প্রয়োজনের তুলনায় একদিনও বেশি না হয়।

১০। আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ আইনসেবা ক্লিনিক, PLVএবং তালিকাভুক্ত /রিটেইনার আইনজীবীগণের মাধ্যমে রোগীদের ছেড়ে দেওয়ার সব বিবরণ নথিভুক্ত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার অথবা আদালতে যাতে রোগী আবেদন করতে পারে তাতে সহায়তা করতে হবে।

১১। মানসিক হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর ছুটির দরখাস্তের প্রয়োজন হলে আইনের ৪৫ এবং ৪৬ নং ধারায় তাদের ছুটির আবেদন করতে সহায়তা করবে। সংশ্লিষ্ট আইনের ৪৯নং ধারা অনুযায়ী আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সহায়তা করবে।

১২। সংশ্লিষ্ট আইনের ৫০নং ধারা অনুযায়ী কোন মানসিক রোগীর ক্ষেত্রে রোগীর স্বার্থরক্ষায় আদালতের

Scanned by CamScanner

জেরায় আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ অংশ গ্রহণ করবে। ৫০নং ধারায় কোন আবেদনপত্র জমা পড়লে জেলাজজ যাতে সংশ্লিষ্ট আইনসেবা প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ দেয় তার জন্য অবশ্যই জেলা জজকে অনুরোধ জানাবে।

১। যদি কোন অভিযুক্ত মানসিক রোগীর সম্পত্তি থেকে থাকে এবং মানসিক স্বাস্থ্য আইনের ৫০নং ধারায় সাব সেকশন (১) ক্লজ (এ টু-ডি) অনুযায়ী যদি কোন ব্যক্তি রোগীর বিচার বিভাগীয় তদন্তের ক্ষেত্রে এগিয়ে না 'আসে, তদন্ত প্রক্রিয়ায় অংশ না নেয় তাহলে এক্ষেত্রে আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ বিচারবিভাগীয় তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এবং ঐ ব্যক্তির এবং তার সম্পত্তির দেখভালের দায়িত্ব নেবে। এবিষয়ে আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ আইনের ৫০নং ধারার সাব সেকশন (১) এর ক্লজ (এ টু ডি) তে উল্লেখনীয় অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করতে পারে অথবা লিখিতভাবে এডভোকেট জেনারেল অথবা সংশ্লিষ্ট আইনের সাবসেকশন (১) এর ক্লজ (ডি) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকের আবেদন করতে পারেন। এরকম ঘটনার ক্ষেত্রে আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মানসিক রোগীকে এক্ষেত্রে আইনী সহায়তা দেবে এবং প্রয়োজনীয় সব রকম সাহায্য করবে।

২। মানসিক রোগীদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই আইনসেবা প্রতিষ্ঠান পর্যালোচনা করবে। যেখানে আইনের ৫৩ ধারা বলে কোন ব্যক্তিকে তার অভিভাবক নিযুক্ত করা হয়েছে অথবা ৫৪ ধারা অনুযায়ী রোগীর সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত করা হয়েছে। অথবা আইনের ৭১নং ৭৯নং ধারা অনুযায়ী মেনটেইন্যান্সের আদেশ দেওয়া হয়েছে, এরকম সবক্ষেত্রেই আইনসেবা প্রতিষ্ঠান রোগীর স্বার্থরক্ষায় প্রতিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।

৫। আইনের ৭৬ ধারা অনুযায়ী আইনসেবা প্রতিটি আবেদন পেশ করতে সর্বতো সহায়তা দেবে।

৬। আইনসেবা প্রতিষ্ঠান তাদের আইনসেবা ক্লিনিক, PLV'র মাধ্যমে এবং বোর্ড অব ভিজিটরস-এর সদস্য হিসাবে পরিদর্শনের সময় এটা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে যাতে কোন আবাসিকের কোনভাবেই মানবাধিকারের শর্তগুলো লঙ্ঘিত না হয়। যদি কোথাও এটা লঙ্ঘিত হতে দেখা যায় তাহলে তা যেন হাইকোর্টের দৃষ্টিতে আনা হয়।

৭। ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর দি ওয়েলফেয়ার অব পারসনস উইথ অটিজম, সেরিব্রাল পালসি, মেন্টাল রিটারডেশন এবং মাল্টিপল ডিসএবিলিটি অ্যাক্ট ১৯৯৯ একটি স্বার্থসাধক আইন। এই আইনে মানসিক প্রতিবন্ধীদের যত্ন নেওয়া, মা-বাবার মৃত্যুর পর তার যত্ন এবং আর্থিক দায়ভার বহন করার জন্য অভিভাবক নিয়োগ করার বিধান রয়েছে। তাই আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ এই আইনটি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করবে এবং এই আইনের সুবিধা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের সহায়তা করবে। PLVএবং আইনসেবা ক্লিনিকগুলো মানসিক প্রতিবন্ধীদের অভিভাবক নিয়োগে সহায়তা করবে।

১৮। মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীরা যাতে তাদের উত্তরাধিকারের অধিকার পেতে পারে, সম্পত্তির মালিক হতে পারে এবং অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে তার জন্য আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ সহায়তা করবে। মানসিক প্রতিবন্ধী এবং মানসিক রোগীদেরও অন্যদের মতো সম্পত্তির

Scanned by CamScanner

উত্তরাধিকারী হবার তা সে স্থায়ী বা অস্থায়ী হোক অধিকার রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়াদির নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রয়েছে। তাদের ব্যাঙ্ক ঋণ পাবার, সম্পত্তি বন্ধক দেওয়ার অথবা অন্য কোন রকম অর্থনৈতিক ক্ষমতা তারা স্বয়ং অথবা এমন কোনো ব্যক্তির যার সাথে কোনো বিরোধ নেই তার মাধ্যমে ভোগ করার অধিকার রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

১৯। The Persons with disabilities (equal oppurtunities, protection of right and fall participation) Act 1995 অধীনে যেসব সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা পেতে আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ মানসিক প্রতিবন্ধীদের সহায়তা দেবে।

২০। আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ মানসিক প্রতিবন্ধী এবং তাদের পরিবারবর্গের জন্য সহায়তামূলক প্রকল্প খুঁজে বার করবে। এবং এসব প্রকল্পের সুবিধাগুলো যাতে মানসিক প্রতিবন্ধী এবং তাদের পরিবারবর্গ পেতে পারে তাতেও আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ সাহায্য করবে।

২১। **সচেতনতামূলক এবং সংবেদনশীলতার কর্মসূচী :**

মানসিক রোগ সেরে যায় এবং মানসিক রোগ বা প্রতিবন্ধীতার সাথে কোন কলঙ্কের বিষয় জড়িত নয়। জনগণকে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে মানুষকে এবিষয়ে শিক্ষিত, সচেতন করে তুলতে আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ ব্যাপক সচেতনতামূলক কর্মসূচী হাতে নেবে।

২২। সমাজে একজন মানসিক রোগী এবং সাধারণ মানুষ যে সমান ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী সে সম্পর্কে আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণকে ব্যাখ্যা করে বলবে। এধরনের বিশেষ আইনী সচেতনতা শিবিরগুলোতে মনোবিদ, আইনজীবী,সমাজকর্মীগণ ও উপস্থিত থাকবেন। জনগণের মধ্যে মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের সম্পর্কে যে সন্দেহ এবং বিভ্রান্তি রয়েছে তা দূর করতে সাহায্য করবে।

২৩। এসব শিবিরগুলোতে মানসিক রোগী এবং প্রতিবন্ধীরাও যে সম্পত্তি ও অন্যান্য আইনী অধিকার ভোগ করার অধিকারী এবং এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আইনে যা উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আইনজীবীগণ রোগীর পরিবার ও জনগণকে বুঝিয়ে বলবেন।

২৪। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ /জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ জুডিশিয়াল একাডেমির সহায়তায় বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করবে। মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীগণ, তাদের পিতামাতা, পরিবারবর্গ যেসব সামাজিক ও আইনগত সমস্যার মুখোমুখি হন সে সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের আরো সংবেদনশীল করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

২৫। বার এসোসিয়েশনের সহায়তায় আইনজীবীদেরও সচেতন ও সংবেদনশীল করতে অনুরূপ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা যেতে পারে।

২৬। আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদেরও সহযোগিতা করবে যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, সামাজিক সংগঠন সমূহ মানসিক রোগী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ করে।

Scanned by CamScanner

নালসা (দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পের কার্যকরী প্রয়োগ) প্রকল্প ২০১৫

Scanned by CamScanner

নালসা (দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পের কার্যকরী প্রয়োগ) প্রকল্প ২০১৫

১। **পশ্চাদপট :**

আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭'র ৪ (১) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হবে। এই কর্তৃপক্ষ সমাজে বিশেষত সামাজিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সমাজকল্যাণমূলক বিধানগুলো সম্পর্কে আইনী শিক্ষা ও সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেবে। একই সাথে অন্যান্য আইনী বিধান, প্রশাসনিক বিভিন্ন কর্মসূচী এবং গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কেও তারা জনগণকে ওয়াকিবহাল করবেন। আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭ এর মুখবন্ধে এটা বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে আইনসেবা কর্তৃপক্ষের ভাবনায় মূলত সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী থাকবে। আর এটা তাদের দায়িত্ব যাতে কোনো নাগরিক যেন অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো প্রতিবন্ধীতার কারণে বিচার পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন।

দারিদ্রদূরীকরণ এবং সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদির যারা প্রকৃত সুবিধাভোগী তারা প্রায়শই অসামর্থ্যতাজনিত কারণে সামাজিক অবস্থানমূলক কারণে, অর্থনৈতিক প্রান্তিকতা এবং শোষণ তার সামাজিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক নিয়মকানুন, বৈষম্য ইত্যাদির কারণে সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারেন না। এই প্রেক্ষাপটে যাদের জন্য দারিদ্রদূরীকরণের পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে। সেগুলো সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সক্রিয় হবে। এই দারিদ্রদূরীকরণ কর্মসূচীতে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সবস্তরেই সহজেই হস্তক্ষেপ করতে পারে যেহেতু প্রকল্পের শেষবিন্দু পর্যন্ত তাদের উপস্থিতি রয়েছে। তাই সামাজিক নিরাপত্তা এবং দারিদ্রদূরীকরণে চিহ্নিতকরণের জন্য প্রকল্পের পদ্ধতিগত পরিকাঠামো চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে সুযোগ সুবিধাগুলো পৌঁছে দেবার জন্য এবং এই পদ্ধতিগুলোর বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পর্যালোচনারত ব্যবস্থা রয়েছে। প্রকল্প রচনার সময়ে স্থান বিশেষে চাহিদার ভিন্নতার কারণে প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক নমনীয়তা রাখা হয়েছে। স্থানীয় আইন সহায়তা কর্তৃপক্ষ সমূহ যাতে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই জাতীয় প্রকল্পকে সফলভাবে রূপায়িত করতে পারে সেদিকেও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

এই প্রকল্প রচনার মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে দারিদ্র্যতা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই আসে না। এটা বহুমুখী অভিজ্ঞতা প্রসূত। এর মধ্যে যেমন রয়েছে স্বাস্থ্যগত (মানসিক স্বাস্থ্যসহ), গৃহ সমস্যা, পুষ্টিগত কারণ, কর্মসংস্থান, পেনশন, মাতৃত্বকালীন যত্ন, শিশুমৃত্যু, জলের সংকট, শিক্ষা, পয়ঃপ্রণালী, ভর্তুকি, প্রাথমিক পরিষেবা সমূহ, সামাজিক বর্জনতা, বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য সঞ্জাত সমস্যা ইত্যাদি। কোনো রাজ্য বা জেলাপর্যায়ে কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্প চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রান্তিক বা বিপদজনক ক্ষেত্রে বসবাসকারী গোষ্ঠী সমূহের নানাবিধ এবং বিচিত্র সব সমস্যাদি সম্পর্কে আইনসেবা কর্তৃপক্ষকে অবহিত থাকতে হবে।

২। **প্রকল্পের নাম :**

এই প্রকল্পটি নালসা (দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্পের কার্যকর বাস্তবায়ন) প্রকল্প, ২০১৫ নামেও অভিহিত হবে।

Scanned by CamScanner

৩। **সংজ্ঞা :**

১। 'আইন' মানে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সমূহ আইন ১৯৮৭।

২। 'কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ' মানে আইনের ৩নং ধারা অনুযায়ী গঠিত জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ।

৩। 'অভিযোগকারী সুবিধাভোগী' মানে কোনো প্রকল্পের সুবিধাভোগী যিনি কোন দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন।

৪। 'জেলা কর্তৃপক্ষ' মানে আইনের ৯নং ধারা অনুযায়ী গঠিত জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ।

৫। 'আইন সেবা আধিকারিক' যে কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এই প্রকল্পের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হবে।

৬। 'প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স মানে Nalsa Scheme for Para legal Volunteers (Revised and module for the orientation induction Refresher courses for PLV training.

৭। 'দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প সমূহ হচ্ছে' কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের যে কোন ধরনের প্রকল্প বা কর্মসূচী যার মূল লক্ষ্যই থাকবে বিভিন্ন প্রকৃতির দারিদ্রতামোচন। এসব প্রকল্পে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাদিও যুক্ত থাকবে।

৮। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মধ্যে থাকবে :

ক) তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি।

খ) এমন সব ব্যক্তি যারা দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পে আবেদনের যোগ্য এবং

গ) আরো অন্য ব্যক্তিবর্গ যাদের জন্য বিশেষ অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এতে শিশু, মহিলা এবং ট্রান্সজেন্ডার গোত্রীয়রাও থাকবে।

৯। 'রাজ্য কর্তৃপক্ষ' মানে আইনের ৬নং ধারায় গঠিত রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ।

১০। 'তালুকা আইনসেবা কমিটি' মানে আইনের ১১-এ ধারায় তালুকা আইনসেবা কমিটি।

১১। আইনসেবা ক্লিনিক, ফ্রন্ট অফিস, তালিকাভূক্ত আইনজীবী এবং রিটেইনার আইনজীবী শব্দগুলোর অর্থ জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (বিনামূল্যে এবং উপযুক্ত আইন পরিষেবা) নিয়ন্ত্রণ বিধি, ২০১০ এবং জাতীয় আইনসেবা অথরিটি (আইনসেবা ক্লিনিক) নিয়ন্ত্রণ ২০১১-তে যেভাবে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রেও হুবহু তাই থাকবে।

৪। **প্রকল্পের লক্ষ্য :**

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে :

১। সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের প্রাথমিক অধিকার এবং সুবিধাগুলো ভোগ করার সুযোগ সুনিশ্চিত করা।

২। দারিদ্র্যদূরীকরণ প্রকল্পের সুবিধাগুলো যাতে সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছায় তার জন্য জাতীয় রাজ্য, জেলা এবং তালুকা পর্যায়ে আইনী সহায়তার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা।

Scanned by CamScanner

৩। জেলা কর্তৃপক্ষের সদস্যগণ, তালুকা আইনসেবা কমিটি, তালিকাভুক্ত আইনজীবী, সমাজকর্মী, প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স, ছাত্র সমাজ এবং আইন সেবা ক্লিনিকগুলোর মাধ্যমে দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পগুলো সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতামূলক বাড়াতে হবে।

৪। দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পের সব তথ্যাদি যেমন কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রচলিত প্রকল্প সমূহ, এসবের বাস্তবায়নের নীতি, নিয়ন্ত্রণবিধি, নীতি নির্দেশিকা, কনভেনশন, বিধি সমূহ এবং রিপোর্ট এবং প্রকল্পগুলোর জন্য সর্বশেষ বরাদ্দ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের ডাটাবেস তৈরি করতে হবে।

৫। প্রকল্প সমূহের সাথে যুক্ত সর্বস্তরের আধিকারিক স্বেচ্ছাসেবকদের ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তালিকাভূক্ত আইনজীবী, প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স, দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্প সমূহের আধিকারিকগণ, আইনসেবা ক্লিনিকগুলো ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য, কাজের প্রতি আত্মমগ্নতা বাড়ানোর জন্য এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করতে হবে এবং

৬। সামাজিকভাবে বা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে যারা কাজ করবেন সেইসব সরকারি সংস্থা, আধিকারিকগণ, প্রতিষ্ঠান সমূহ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সমূহ, এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং মুখোমুখি আলোচনা, মত বিনিময় ব্যবস্থাকে আরো সক্রিয় করে তুলতে হবে।

৫। দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প সমূহকে চিহ্নিতকরণ :

১। প্রতিটি রাজ্য কর্তৃপক্ষই তাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বর্তমান এবং সক্রিয় দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচীগুলো চিহ্নিত করবে। এবং প্রতি বারোমাসে একবার রাজ্যের প্রতিটি জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের এই চিহ্নিত প্রকল্পসমূহের তালিকা পাঠাতে হবে। ঐ তালিকায় যা যা অন্তর্ভুক্ত থাকবে :

ক) রাজ্যের জন্য চিহ্নিত তালিকায় ঐ বছরের জন্য প্রযোজ্য নির্দিষ্ট জেলার নামও উল্লেখ থাকতে হবে।

খ) দারিদ্রদূরীকরণ কর্মসূচীতে ইচ্ছুক সুবিধাভোগীর নামও যুক্ত থাকবে।

গ) প্রকল্প সমূহ রূপায়ণের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা আধিকারিককে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বলা হবে।

ঘ) প্রতিটি চিহ্নিত দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য কিছু তালিকা নির্দিষ্ট তথ্যাদির প্রয়োজন রয়েছে।

ঙ) প্রতিটি দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পের জন্য যে যে সুবিধাগুলো সুবিধাভোগীরা পাবেন।

চ) নির্দিষ্ট বছরে দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প সমূহে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের যে অর্থ বরাদ্দ রয়েছে।

২। সাব ক্লজ (১) অনুযায়ী, প্রতিটি রাজ্য কর্তৃপক্ষ যে তালিকা তৈরি করবে তা প্রতি বছর সব জেলা কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। তার একটা কপি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকেও পাঠাতে হবে।

Scanned by CamScanner

৩। রাজ্য কর্তৃপক্ষ সাবক্লজ (১) অনুযায়ী তাদের ওয়েব সাইটে এই তালিকা আপ লোড করবে বা প্রকাশ করবে।

৪। প্রতিটি জেলা কর্তৃপক্ষ সাবক্লজ (১) অনুযায়ী তৈরি করা তালিকা পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে নিম্নোক্ত কার্যকরদের কাছে পাঠাবেন।

ক) জেলার সব তালুকা আইনসেবা কমিটিতে

খ) জেলার সব গ্রাম পঞ্চায়েতে

গ) আইনসেবা ক্লিনিকে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, পঞ্চায়েত সদস্য, আইনের ছাত্র, প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স যারা এই প্রকল্প রূপায়ণে সহায়তা করবেন।

৬। সচেতনতা কর্মসূচী সংগঠিত করা :

১। জেলা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় রাজ্য কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীগুলো সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন কর্মসূচীর আয়োজন করবে। সচেতনতা বাড়াতে অনুরূপভাবে তালুকা আইনসেবা কমিটিগুলোও এসব প্রকল্পগুলো রূপায়ণে আইনী সহায়তার বিষয়ে জনগণকে সচেতন করবে। তারা বিভিন্ন পঞ্চায়েত বৈঠক টাউন হল বৈঠক, পালস পোলিও ক্যাম্প, উৎসব ও গ্রামস্তরের বিভিন্ন জমায়েতে তারা এসম্পর্কে প্রচার চালাবে।

২। এসব উদ্‌যাপিত কর্মসূচীর বিস্তারিত তালিকা সব রাজ্য কর্তৃপক্ষ প্রতি ছ মাসে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবে।

৭। আইনসেবা আধিকারিক এবং প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স :

১। প্রতিটি জেলা কর্তৃপক্ষ এবং তালুকা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ তালিকাভূক্ত আইনজীবীদের অন্তত তিনজনকে এই প্রকল্পের জন্য আইনসেবা আধিকারিক হিসাবে নির্বাচিত করবে।

২। জেলা কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক আইনসেবা আধিকারিকের অধীনে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের একটি করে দল গঠন করবে। প্রতিটি দল প্রকল্প রূপায়ণের কাজ করবে। সরকারের প্রতিটি প্রকল্পের সুবিধা যাতে সুবিধাভোগীরা নিতে পারেন তার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত আইনসেবা আধিকারিক প্রকল্প রূপায়ণের কাজের তদারকি এবং দলকে একাজে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৩। জেলা কর্তৃপক্ষ সব তালিকাভূক্ত আইনজীবী, আইনসেবা ক্লিনিকের কর্মরত সদস্যগণ, পঞ্চায়েত সদস্যগণ, আইনের ছাত্র, অন্যান্য প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স যারা প্রকল্প রূপায়ণে সহায়তা করবে তাদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে, তাদের প্রয়োজনীয়তার দিকে সংবেদনশীল হতে পারে।

৮। দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পে আইনী সহায়তা :

দারিদ্রদূরীকরণ কর্মসূচীর সুযোগ পেতে চাইলে সুবিধাভোগীদের আইনী সহায়তা দিতে হবে। আইনসেবা

Scanned by CamScanner

আধিকারিক এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ সুবিধাভোগীদের এই আইনী সহায়তা দেবেন যাতে থাকবে :

১। দারিদ্রদূরীকরণ কর্মসূচীর যে প্রকল্পে সুবিধাভোগী উপকৃত হবার অধিকারী এবং কি ধরনের সুবিধা সে পেতে পারে সে সম্পর্কে সুবিধাভোগীকে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলতে হবে।

২। দারিদ্রদূরীকরণ কর্মসূচীর অধীনে কোন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি যোগার করতে সুবিধাভোগীকে সাহায্য করতে হবে।

৩। প্রকল্পের সুবিধাভোগীকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অথবা আধিকারিকের নাম ঠিকানা জানাতে হবে যাতে করে সুবিধাভোগী তাদের নাম নথিভুক্ত করাতে পারে।

৪। প্রকল্পের জন্য নাম নথিভুক্ত করাতে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের অফিসে যাওয়ার জন্য সঙ্গে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে হবে।

৫। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কোন আধিকারিক যদি কোন সুবিধাভোগীকে প্রকল্পের সুবিধা পেতে সহায়তা না করেন তাহলে ঐ সুবিধাভোগী আইনসেবা আধিকারিক বা কোনো প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সের কাছে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে সুবিধাভোগীকে ওয়াকিবহাল করতে হবে।

৬। সাবক্লজ (৫) অনুযায়ী গৃহীত সব অভিযোগ নথিভুক্ত করতে হবে।

৭। আইনসেবা আধিকারিকের সাথে যোগাযোগের কোনো ফোন নম্বর থাকলে তা প্রকল্পের সুবিধাভোগীকে দিতে হবে। অফিস চলাকালীন সময়ে সুবিধাভোগীর প্রয়োজনে তাকে ডাকা হলে সংশ্লিষ্ট আইনসেবা আধিকারিক সাড়া দেবেন।

৯। অভিযোগ পেলে আইনসেবা আধিকারিকদের করণীয় :

১। ক্লজ ৮ র সাবক্লজ (৫) অনুযায়ী অভিযোগ পাবার পর আইনসেবা আধিকারিক অভিযোগকারিণীকে নিজেই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অথবা আধিকারিকের কাছে নিয়ে যাবেন এবং দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পে ঐ মহিলা সুবিধাভোগী যেসব সুবিধা পাওয়ার অধিকারী তা পেতে সাহায্য করবেন।

২। যদি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অথবা আধিকারিক দারিদ্রদূরীকরণ কর্মসূচীতে অভিযোগকারী সুবিধাভোগীর নাম নথিভুক্ত করতে ব্যর্থ হন তাহলে আইনসেবা আধিকারিক জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করবেন। ঐ অভিযোগপত্রে দায়িত্বপাত্র কর্তৃপক্ষ বা আধিকারিক যিনি দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পে অভিযোগকারীকে সুবিধাভোগী হিসাবে নাম নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করেছিলেন তার ব্যবহার, ঐ অস্বীকারের কারণ, এবং প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র দেওয়া সত্ত্বেও তার নাম নথিভুক্তিতে অস্বীকার করেছিল কিনা, ইত্যাদির বিস্তারিত উল্লেখ থাকতে হবে।

১০। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা ও রাজ্য কর্তৃপক্ষের করণীয় :

১। অভিযোগ গ্রহণ করার পর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে এধরনের অভিযোগের কারণ জানতে চেয়ে জেলা কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট চাইবে। সংশ্লিষ্ট অভিযুক্ত আধিকারিক অভিযোগকারী

Scanned by CamScanner

সুবিধাভোগীর নাম নথিভুক্ত না করার স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি দেখাতে না পারেন তাহলে সাথে সাথেই জেলা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং ঐ সহায়তা করতে অস্বীকারের বিস্তারিত জানাবেন।

২। জেলা কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষও যথেষ্ট কারণ ছাড়াই দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পের সুবিধা আটকে রেখেছেন, তাহলে জেলা কর্তৃপক্ষ এবিষয়টি রাজ্য কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন।

৩। জেলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এরকম বার্তা পাবার পর রাজ্য কর্তৃপক্ষ পুনরায় বিষয়টি নিয়ে দপ্তর কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলতে পারেন অথবা দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পে অভিযোগকারী সুবিধাভোগ যাতে প্রকল্প থেকে উপকৃত হতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত আইনী পদক্ষেপ নিতে পারেন।

৪। প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স অথবা আইনসেবা ক্লিনিকের মাধ্যমে জেলা কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে অভিযোগকারী সুবিধাভোগীকে তার অভিযোগের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবেন।

১১। প্রকল্পের পর্যালোচনা :

১। প্রত্যেক আইনসেবা আধিকারিক এই প্রকল্পের অধীনে কোনো সুবিধাভোগীকে আইনী সহায়তা চেয়ে থাকলে তাদের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিয়মিত পর্যালোচনা করবে এবং নিম্নোক্ত তথ্য নথিভুক্ত করবে :

ক) দারিদ্রদূরীকরণ প্রকল্পে প্রত্যেকে তাদের নাম নথিভুক্ত করতে পেরেছেন কিনা এবং তারা প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন কিনা!

খ) দারিদ্রদূরীকরণ কর্মসূচীর কোনো প্রকল্পে কোনো সুবিধাভোগী তাদের নাম নথিভুক্ত করাতে গিয়ে কোনো অভিযোগ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা এবং তাদের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে সুবিধা দেওয়া হয়েছে কিনা?

২। জেলায় প্রকল্পের অধীনে কর্মরত আইনসেবা আধিকারিকদের কাজ নিয়ে সাবক্লজ (১) অনুযায়ী যেসব পর্যবেক্ষণ জেলা কর্তৃপক্ষ করেছেন তা সংকলন করবেন এবং প্রতি ছ'মাসে এই সংকলিত রিপোর্ট রাজ্য কর্তৃপক্ষকে পাঠাবেন।

৩। রাজ্য কর্তৃপক্ষ সাব ক্লজ (২) অনুযায়ী জেলা কর্তৃপক্ষের সব তথ্যাদি একত্রিত করবেন এবং প্রতি ছয়মাসে একবার সাব রিপোর্টের পর্যালোচনার জন্য বৈঠক করবেন। ঐ বৈঠকে প্রকল্পের কাজ এবং তার বাস্তবতা নিয়ে পর্যালোচনা করবেন। ঐ বৈঠকগুলোর সিদ্ধান্ত সমূহ নথিভুক্ত করতে হবে এবং তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে।

৪। বৈঠকে সাবক্লজ (৩) অনুযায়ী রাজ্য কর্তৃপক্ষ যদি কোন দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি দেখতে পান তাহলে তা কেন্দ্র অথবা রাজ্য সরকারের দৃষ্টিতে আনতে হবে এবং সমস্যা দূরীকরণে প্রকল্পের জন্য আরো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব দিতে হবে।

Scanned by CamScanner

নালসা (উপজাতিদের অধিকার রক্ষা এবং তার অধিকারের প্রয়োগ) প্রকল্প ২০১৫

Scanned by CamScanner

নালসা (উপজাতিদের অধিকার রক্ষা এবং তার অধিকারের প্রয়োগ) প্রকল্প ২০১৫

২০১১'র জনগণনা অনুযায়ী ভারতের মোট উপজাতি জনসংখ্যা ১০,৪২,৮১,০৩৪ জন। দেশের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ। তবে এই বিরাট জনসংখ্যা ব্যাপক বৈচিত্র্যে ভরা এবং এরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। ভাষা, জনসংখ্যা, জীবন প্রণালীতে এদের অনেক বৈচিত্র্য। ভারতের জনগণনা ২০১১ অনুযায়ী দেশে ৭০৫টি উপজাতি জনগোষ্ঠী রয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো সমগোত্রীয় নয়। কারণ তাদের নিজেদের মধ্যেই অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে। এখানে প্রায় ১২০টি জনগোষ্ঠী রয়েছে, রয়েছে সমসংখ্যক ভাষা। এরা মূলত তিনটি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত। ১) তিব্বতি বার্মিজ ২) মন-খেমের ৩) ইন্দো-ইউরোপিয়ান।

কিছু উপজাতি বিশেষভাবে বিপদজনক ক্ষেত্রে অবস্থানরত উপজাতি গোষ্ঠী অথবা Particularly Vulnarable tribal groups (PVTG), আগে এরা উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তর বিপদজনক ক্ষেত্রে বসবাসকারী হিসাবে আদিম উপজাতি গোষ্ঠী বা Primitive tribal groups হিসাবে পরিচিত ছিল। এই PVTG'র মধ্যে তাদের জীবনমানের বিচারে ৭৫টি গোষ্ঠি অন্তর্ভুক্ত। এই জীবমানের মধ্যে রয়েছে ১) বন নির্ভর জীবনযাত্রা ২) কৃষিপূর্ব পর্যায়ের অস্তিত্ব ৩) জনসংখ্যা হয় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে অথবা নিম্নমুখী ৪) শিক্ষার হার অত্যন্ত কম ৫) জীবিকা ভিত্তিক অর্থনীতি। ২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই ৭৫টি বিশেষভাবে বিপদজনক ক্ষেত্রে বসবাসরত (PVTG) গোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ছিল ২৭,৬৮,৩২২টি। PVTG'র জনসংখ্যার অধিকাংশই মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে বসবাসকারী। উপজাতিদের মধ্যে বিপদজনক ক্ষেত্রে বসবাসকারী হিসাবে এই PVT গোষ্ঠীর উপজাতিদের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

স্বাধীনতা পর্যন্ত উপজাতিরা তুলনামূলকভাবে মূল জাতীয় স্রোত থেকে বিচ্ছিন্নই ছিল। এবং তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপন করত। থাকত প্রত্যন্ত এবং অসমতল বনপাহাড়ে। ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় উপজাতিদের সাথে তাদের যোগাযোগ অনেকটা কর্তৃত্বসুলভ এবং শোষকের ভূমিকায় ছিল। তারা মূলত চাইতো উপজাতিরা বিচ্ছিন্নই থাকুক এবং জাতীয় জীবনের মূলস্রোতের সাথে তারাও যুক্ত হোক চাইত না।

স্বাধীনতার পর ভারতের সংবিধানে উপজাতিদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে এবং তাদের স্বার্থরক্ষায় সচেতনভাবেই তাদের সুরক্ষায় বিভিন্ন ধরনের আইনী বিধানের ব্যবস্থা করেছে। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন তাদের উন্নয়নমূলক উদ্যোগে ট্রাইবেল সাবপ্ল্যান তৈরি করেছে। পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠানের অধীনে পঞ্চায়েত (এক্সটেশন অব সিডিউল এরিয়াস) আইন ১৯৯৬ প্রণয়ন করেছে।

উপজাতিদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে এতসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এটা এখনো বাস্তব যে উপজাতিদের জীবনমানের খুব সামান্যই উন্নতি হয়েছে। উপজাতিদের মানব উন্নয়ন সূচক অন্যান্য জনসংখ্যার চাইতে অনেক নিচে। মূল জনসংখ্যার সাথে উপজাতিদের শিক্ষার হারেও ফারাক অনেক বেশি। অন্যান্য অনেক

Scanned by CamScanner

সম্প্রদায়ের তুলনায় অনেক বেশি উপজাতি পরিবার দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করেন। সংরক্ষণের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সরকারি চাকুরিতে শতকরা হিসাব তাদের জনসংখ্যার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। এভাবেই দেশের জনগণের অন্যান্য অংশের চাইতে অনেক বেশি খারাপ অবস্থায় দিনাতিপাত করছে এবং উন্নয়নের পক্ষে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। যেখানে অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতির সুযোগ সুবিধাগুলো তারা নিতে পারত।

এই পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেই নালসা উপজাতি জনগণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এবং এটা করার জন্য সমগ্র পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব সমূহ পেশ করতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটি ৯ আগস্ট ২০১৫তে বিশ্ব উপজাতি দিবসে নালসা'র সম্মানিত চেয়ারম্যানের নিকট সুসংহত প্রতিবেদন পেশ করে। বর্তমান প্রকল্প ঐ প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে।

এই প্রকল্প নালসা (উপজাতি অধিকারের সুরক্ষা এবং প্রয়োগ) প্রকল্প ২০১৫ নামে অভিহিত হতে পারে।

লক্ষ্যসমূহ :

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে ভারতের উপজাতি জনগণের সুবিচার সুনিশ্চিত করা। বিচার পাওয়ার সুযোগ বলতে তার সবক্ষেত্রে যেমন, তার অধিকারের ক্ষেত্রে, তার সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে, তার আইনী সহায়তায়, অন্যান্য আইনী সেবা ইত্যাদিতে, যাতে করে বিচার, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকারের প্রশ্নে সংবিধানের যে প্রতিশ্রুতি তা যেন দেশের উপজাতি জনগণ অর্থপূর্ণভাবেই ভোগ করতে পারেন।

উপজাতি জনগণের জন্য অনেক আইনী অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে নিম্নোক্ত আইনক্ষেত্রগুলোতে :

- তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য বনবাসী (বনাধিকার পরিচিতি) আইন ২০০৬— (এফ আর এ)
- তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি (দাঙ্গা প্রতিরোধ) আইন ১৯৮৯
- শিশুদের বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা আইন ২০০৯।
- জমি অধিগ্রহণে স্বচ্ছতা এবং সঠিক ক্ষতিপূরণ, পূনর্বাসন এবং পুনঃবন্দোবস্তের অধিকার আইন ২০১৩।
- পঞ্চায়েত (তপশিলি এলাকা সম্প্রসারণ) আইন ১৯৯৬ (PESA) এবং
- ভারতের সংবিধানের পঞ্চম ও ষষ্ঠ তপশিল।

এইসব বিধান বা ব্যবস্থাগুলোর প্রয়োগে কঠোরতা অবলম্বন না করায় তাদের আইনী অধিকারগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। এই অধিকারগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হওয়াই উপজাতি জনগণের প্রান্তিকতার মুল কারণগুলোর একটা।

এই আইনী অধিকারগুলো যাতে কোনোভাবেই লঙ্ঘিত না হয় তার জন্যই এই প্রকল্প রচিত হয়েছে।

জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (বিনামূল্যে এবং উপযুক্ত আইন পরিষেবা) নিয়ন্ত্রণ ২০১০ এবং জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (আইনসেবা ক্লিনিক) নিয়ন্ত্রণ ২০১১ এবং প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের জন্য নালসা প্রকল্প (সংশোধিত) ও বিভিন্ন PLV প্রশিক্ষণে পি এল ভি আইনসেবা ক্লিনিক, ফ্রন্ট অফিস, তালিকাভুক্ত আইনজীবী এবং রিটেইনার্স শব্দগুলোর অর্থ এই প্রকল্পেও অনুরূপ থাকবে।

Scanned by CamScanner

ভাগ-১

উপজাতি জনগণের সমস্যাগুলো সম্পর্কে একটি ধারণা

A) বিপন্নতার বিষয়সমূহ :

১। উপজাতি জনগণের মধ্যে শিক্ষার অভাব একটা কঠিন সমস্যা। এর ফলে উপজাতি জনগণ মৌলিক, আইনী এবং সাংবিধানিক অধিকারগুলো সম্পর্কে সচেতন নয়। তাদের জন্য সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো সম্পর্কে তাদের সম্যক জ্ঞানের অভাব। এর ফলে তাদের তরফ থেকে অংশগ্রহণেরও অভাব রয়েছে।

২। তাদের সমস্যা সমাধানে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলোর রূপায়ণ না হওয়াটাও আরেকটি বড়ো সমস্যা। যদিও উপজাতি এলাকায় দক্ষ কর্মশক্তির অভাব উপজাতি কল্যাণে গৃহীত প্রকল্প রূপায়ণে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে।

৩। সেন্ট্রাল রিজিওনল থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল পর্যন্ত বর্তমান ভারতের একটা বৃহৎ উপজাতি অঞ্চলে অসংখ্য সশস্ত্র সংঘর্ষের ফলেও এসব কল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রেও আইনী এবং প্রশাসনিক প্রতিকূলতা তৈরি হচ্ছে।

৪। সাম্প্রতিক বছর সমূহে রাজ্য পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে উপজাতি অঞ্চলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠছে। এসব অভিযোগের মধ্যে নকল সংঘর্ষ এবং ধর্ষণের মতো অভিযোগও রয়েছে।

৫। বেশ কিছু উপজাতি অংশের জনগণ মাওবাদী হিসাবে জেলে আটক রয়েছে। এমন অনেকেই বহুদিন ধরে জেলে আটক রয়েছে অথচ তাদের নামে কোনো চার্জশিট নেই। যেহেতু তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মদত দেওয়া সহ আরো সব ভয়ংকর অভিযোগ রয়েছে তাই তারা জামিনও পায় না।

৬। বিচার বিভাগীয় পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে তাদের কোনো অজ্ঞতার কারণে উপজাতি জনগণের মধ্যে আদালত সম্পর্কে একটা আতঙ্ক রয়েছে। এমনকী তারা অরাজকতার শিকার হলেও একারণে আদালতে যেতে চায় না। উপজাতি জনগণের প্রকল্পে তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি (অরাজকতা প্রতিরোধ) আইন ১৯৮৯ এর মতো আইন বাস্তবে রয়েছে বলেও তারা মনে করে না।

৭। যাযাবর উপজাতিরা সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলো ভোগ করতে সমস্যার মুখোমুখি হয়। এমনও কিছু জনগণ আছে যারা এগুলো এড়িয়েই চলতে চায়।

৮। বিপদজনক ক্ষেত্রে বসবাসরত (PVTG) উপজাতি গোষ্ঠীদের আদিমতা এবং পশ্চাদপদতা সম্পর্কে সমাজে একটা বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে। উপজাতিদের পশ্চাদপদতা, তাদের আদিমতা

Scanned by CamScanner

তাদের সংস্কৃতির অবমূল্যায়ন এবং এই উপজাতি গোষ্ঠীদের ঐতিহ্য সম্পর্কিত বিভ্রান্তিকর ধারণাগুলো ঝেড়ে ফেলতে সরকারি সংস্থাসমূহকে অবশ্যই উদ্যোগ নিতে হবে।

৯। আদিম জনগোষ্ঠী আর উপজাতিদের অনেকেই বনবাসী এবং জমি এবং বনজ সম্পদের উপরই তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়। সময়ের সাথে সাথে তাদের বসতি সংরক্ষিত বন এবং রক্ষিত বনভূমি ঘোষিত হওয়ায় তাদের স্থানান্তরের বিপদে ফেলে দেওয়া হয় এবং উচ্ছেদ করা হয় কোনোরকম ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

১০। PVT গোষ্ঠীর তালিকাভুক্ত অনেক উপজাতি সম্প্রদায় উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি পায় নি। ফলে তাদের বিপদ, সংকট ক্রমশই বাড়ছে। পঞ্চম তপশিল এবং পঞ্চায়েত (তপশিল অঞ্চল সম্প্রসারণ) আইন ১৯৯৬-এ উপজাতিদের জন্য উল্লিখিত সুরক্ষা এবং অধিকারগুলো থেকে তারা বঞ্চিত।

১১। PVT গোষ্ঠীভুক্তদের জন্য বনাধিকার আইনের প্রয়োগ একেবারেই নগণ্য। কারণ এই আইনে তাদের বনে বসবাসের অধিকার সম্পর্কে খুব পরিষ্কার করে কিছু বলা নেই অথবা বন দপ্তরের তা বোধগম্য হয়নি। বনাধিকার আইনে এই গোষ্ঠীভুক্তদের বনে বসবাস সম্পর্কিত আইনে তাদের অবস্থান সম্পর্কে কোনো স্বচ্ছতা না থাকায় তাদের সম্পর্কে জাতীয়স্তরে বসবাস সম্পর্কিত কোনো তথ্যাদি নেই।

১২। উত্তর -পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর একটা বিরাট এলাকাই ভুটান, চীন, মায়ানমার এবং বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তে যুক্ত। এর ফলে আন্তর্জাতিক সীমান্তের সন্ত্রাসবাদ, ড্রাগ পাচার, অস্ত্রপাচার এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের উর্বর জমি এসব অঞ্চলগুলো।

১৩। মানব পাচারও এই অঞ্চলের আরো একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয়। মধ্যভারত এবং আসামের উপজাতিরা বিশেষভাবে এই মানব পাচারের শিকার।

১৪। আরো একটি বিষয় হল, সাম্প্রতিক সময়েও তাদের ক্ষেত্রে প্রশাসন ও বিচারবিভাগের মধ্যে কোনো ভাগ ছিল না। ৬ষ্ঠ তপশিলের অধীনে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে মূলত উপজাতিদের সামাজিক আইনের (Custom.. law) ব্যবহার হয়। আর এই সামাজিক আইনে তাদের নিজস্ব এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা একসাথে গ্রন্থিত হয়নি।

১৫। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ এবং আইন শৃঙ্খলার সমস্যার কারণে প্রশাসনিক পদ্ধতির উপর বিশ্বাসের ঘাটতি রয়েছে। জনগণের মধ্যে আইন নিজের হাতে নেওয়ার একটা প্রবণতা রয়েছে। এর ফলে উন্মত্ত জনতার বিচারে সম্ভাব্য অভিযুক্তদের বাড়িঘর গুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাদের পরিবারকে জনতার রায়ে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এসবের ফলে একটা বড়ো সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়। এমনকি রোগীর চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে চিকিৎসক এবং হাসপাতালও এদের হাত থেকে রক্ষা পায় না।

১৬। প্রত্যন্ত এলাকা সমূহে, গ্রামাঞ্চলে একটা বড়ো অংশের উপজাতিরা 'ডাইন শিকার'-এও বিশ্বাস করে।

Scanned by CamScanner

১৭। উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রতি মর্যাদা পূর্ণ ব্যবহার করা হয় না। এর ফলে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন অনুভব করে। উদাহরণস্বরূপ আন্দামানের জারোয়া উপজাতিদের প্রতি পর্যটকদের ব্যবহার পশুসুলভ। তাদের উত্যক্ত করা হয়, পীড়ন করা হয়। অনেকটা তারা যেন বানর/পশু এবং তারা যখন বেগে যায় তখন আমরা তা দেখে মজা করি। আগে বাস্তবেও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হত যেখানে তাদের সাংস্কৃতিক রীতিনীতি বোঝার চেষ্টা কেউ করতই না।

B) জমি সংক্রান্ত সমস্যা :

১। বন আর পাহাড় হচ্ছে উপজাতিদের পরিচিতির প্রধান উৎস। উপজাতি জনজীবনের এই বিপর্যয়কর অবস্থাটাকে এই পরিচিতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বুঝতে হবে। বনকে ব্যবহার না করতে পারার ক্ষতি এবং তাদের জমি থেকে বাধ্য হয়ে অন্যত্র সরে যাবার কারণ থেকেই তাদের এই বিপর্যয়কর অবস্থাটাকে বুঝতে হবে। তাদের এই স্থানচ্যুতি বা অধিকারচ্যুতি হয়েছে পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ উভয়ভাবেই। প্রত্যক্ষভাবে উপজাতিরা বঞ্চিত হয়েছে তাদের ভূমি থেকে, তাদের বসবাসের ক্ষেত্র থেকে, তাদের জীবন প্রণালী থেকে, রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রকরণ থেকে, তাদের সংস্কৃতি থেকে, পরিচিতি থেকে। একইভাবে পরোক্ষে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের অধিকার এবং উন্নয়নের সুফলগুলো থেকে।

২। পুনর্বসতি এবং পুনর্বাসন কর্মসূচীতে তাদের পরিবর্তিত কোনো জমি দেওয়া হয়নি এবং তাদের জীবন প্রণালীর পুনর্গঠনে যা দেওয়া হয়েছে তা একেবারেই ন্যূনতম। প্রায় সবকটা পুনর্বাসন কলোনীগুলোতেই জনস্বাস্থ্যের সঠিক সুযোগ সুবিধা নেই। পানীয় জলের সুব্যবস্থা নেই, নেই বাজার, বিদ্যালয় এবং পরিবহনের সুযোগ সুবিধা।

৩। বনভূমির উপর নানাভাবে তাদের জীবন প্রণালী নির্ভরশীল। খাদ্যের জন্য জুম চাষ বনাঞ্চলে, ফল, ফুল, চিকিৎসার প্রয়োজন গাছের মূল বা কন্দ, ঘর নির্মাণের জন্য বস্তু সামগ্রী, তাদের চিরাচরিত শিল্পকর্মের কাঁচামাল, আয়ের জন্য জ্বালানি কাঠ, পাতার প্লেট, ফল ইত্যাদি বিক্রি করা সবক্ষেত্রেই বনের উপর নির্ভরশীল তারা। তাই স্থানান্তরের কারণে তাদের যে বিশাল ক্ষতি হয় তা পূরণ হয় না। ফলে খাদ্য নিরাপত্তার সংকট দেখা দেয়।

৪। জমির একটা বড়ো অংশই বনভূমির আওতায়। এবং প্রত্যন্ত এলাকার অধিকাংশ উপজাতিরাই জমির উপর কোনো অধিকার স্বত্ব ছাড়াই ঐসব বনভূমিতে বাস করে। গৃহহীন এসব উপজাতি পরিবারের জন্য 'তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য চিরায়ত বনবাসী (বনাধিকার স্বীকৃতি) আইন ২০০৬-এ তাদের সুরক্ষায় এবং অধিকার রক্ষায় তেমন কোন আইনী বিধান নেই।

৫। উন্নয়নের কিছু প্রকল্প উপজাতিদের জন্য আরেকটি বড়ো সমস্যা। যেমন বাঁধ নির্মাণ, অভয়ারণ্য, খনি এলাকা ইত্যাদি। এসব উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ফলে অ-উপজাতি মানুষদের ব্যাপক হারে অনুপ্রবেশ ঘটেছে চাকুরির সন্ধানে। এর ফলে এলাকার মূল বাসিন্দা উপজাতিরা অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সুবিধা নিতে পারছে না।

Scanned by CamScanner

৬। উপজাতিদের ঋণের বোঝা ক্রমবর্ধমান হওয়ার একটি অন্যতম কারণ জমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং স্থানান্তরিত হওয়া। উপজাতিদের এই ঋণের জালে জড়িয়ে যাওয়ার ফলে (অনেক সময় তাদের অনেক বেশি সুদে ঋণ নিতে বাধ্য করা হয়) কখনো কখনো তারা প্রায় ক্রীতদাসের পর্যায়ে চলে যায়।

৭। PESA অমান্য করার ঘটনাও রয়েছে। এই আইনে গ্রামসভাগুলোকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, তপশিলী এলাকায় বে-আইনীভাবে উপজাতিদের জমি হস্তান্তরের ঘটনা তারা প্রতিরোধ করবে। এবং বে-আইনী হস্তান্তর হলে তা উদ্ধারও করবে। বনভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, এইসব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা গ্রাম সভার সাথে আলোচনা করতে হবে অধিগ্রহণের আগেই। এবং তাদের পরিপূর্ণ সম্মতি নিতে হবে। তবে প্রায়শই গ্রামসভাকে এসব ক্ষেত্রে আলোচনার জন্য কোনো নোটিশ পাঠানো হয় না, তাদের সম্মতি পত্রও নেওয়া হয় না।

৮। জমি অধিগ্রহণে সঠিক ক্ষতিপূরণ এবং স্বচ্ছতা, পুনর্বসতি এবং পুনর্বাসন আইন ২০১৩-তে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ খুবই কম এবং পুনর্বাসনে যে জীবনমানের ব্যবস্থা করা হয় তাও প্রায় নামমাত্র।

৯। উপজাতিদের জমির অধিকার সংক্রান্ত আরেকটি সমস্যা হল তারা জমির ব্যক্তিগত মালিকানা নয়, সমষ্টিগত মালিকানায় বিশ্বাস করে। এর ফলে জমি সংক্রান্ত কোন মামলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জমির মালিকানার লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। উপজাতিদের জমির উপর দাবির প্রমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মৌখিক যার ফলে ব্যক্তি অধিকার প্রমাণ করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

C) আইনী বিষয় :

যেসব আইনী সমস্যার মুখোমুখি উপজাতিরা হন, তা নিম্নরূপ :

১। সংরক্ষিত এলাকা থেকে উপজাতিদের স্থানান্তরের আগে জমির উপর তাদের স্বত্বাধিকারের বিষয়টির এখনো মীমাংসা হয় নি। বনাধিকার আইন অনুযায়ী কোনোরকম তদন্ত এবং দাবির নিষ্পত্তি হবার আগেই উপজাতি জনগণ জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। এর ফলে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হচ্ছে এবং বনের উপর তাদের চিরায়ত ব্যবহারিক জীবনেও ধ্বস নামছে ব্যাপকভাবে।

২। বনাধিকার আইন (FRA) সম্পর্কে বন দপ্তরের ভ্রান্ত ধারণার কারণে উপজাতিদের আইনী অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে কোনো কোনো বন দপ্তরের এটা ধারণা যে বনাধিকার আইনের ৪ (২) ধারা অনুযায়ী সংরক্ষিত অঞ্চলে এবং ব্যাঘ্র সংরক্ষিত এলাকায় বনাধিকার আইনে জমির কোনো অধিকার দাবি করা যায় না।

৩। উপজাতিদের বাসস্থানের অধিকার সম্পর্কিত কিছু সমস্যা :

Scanned by CamScanner

- বাসস্থানের উপর অধিকারের সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক অস্পষ্টতা রয়েছে।
- বসবাসের অধিকারের উপর বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা রয়েছে। বিশেষত যেখানে একই অঞ্চলে অন্য অ-উপজাতি গোষ্ঠীর ব্যবহারের অধিকার সম্পর্কিত ক্ষেত্রে।
- যদি আদিম উপজাতিগোষ্ঠীর (PVTG) চিরাচরিত বসবাসের সীমানা বন্যপ্রাণীদের বসবাসের সীমানার সাথে এক হয়ে যায়।
- এই ধরনের দাবির ক্ষেত্রে তারা কিভাবে নিজেদের মেলে ধরবে সে সম্পর্কে তাদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে।

৪। বনাধিকার আইনে (FRA) যেভাবে দাবি জানাতে হবে, অনুসন্ধানের কাজ করতে হবে এবং এ সম্পর্কিত নিয়মবিধি সম্পর্কে মহিলাদের সচেতন করার প্রত্যক্ষ কোন উদ্যোগ খুব সামান্যই দেখা গেছে।

৫। বনাধিকার আইনে উপজাতিদের দাবিগুলো বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে কোন রকম কারণ ছাড়াই, অথবা অন্য সব চিরাচরিত বনবাসীদের সংজ্ঞার বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে অথবা Dependence Clause দেখিয়ে অথবা পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বা GPS সার্ভে না থাকার কারণে। কোথাও বা ভুলভাবে জমিটি 'বনভূমি নয়' এই বিবেচনায়, কোথাও আবার বন সংক্রান্ত অপরাধের রসিদকেই যথেষ্ট সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে দাবির আবেদন বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে।

৬। দাবির আবেদনপত্রটি বাতিল হবার বিষয়টি আবেদনকারীকে জানানো হয় না এবং আবেদনকারীর জন্য আপিল করার অধিকার রয়েছে তাও তাদের বুঝিয়ে বলা হয় না। এধরনের অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তাদের আইনী অধিকার যাতে রক্ষা করতে পারে তার জন্য উপজাতি জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে।

৭। বনাধিকার আইনের ৩ (১) (এম) অনুচ্ছেদটির আদপেই প্রয়োগ হয়নি যেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ ছাড়া কাউকেই স্থানান্তরিত করা বা উচ্ছেদ করা যাবে না।

৮। গ্রামসভার সাথে কার্যকর আলোচনার এবং বনজ সম্পদে তাদের অধিকার সম্পর্কিত স্বীকৃতির অভাব রয়েছে।

D) অন্যান্য আইনী বিষয়সমূহ :

১। উপজাতি জনগণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অ-উপজাতিদের বিরুদ্ধেও যারা জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলকভাবে অপরাধের মামলা করা হয়েছে। ২০০৫ সাল থেকে ২০১২ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এসব অপরাধের মামলার ৯৫ শতাংশই ভিত্তিহীন

Scanned by CamScanner

বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে।

২। অ বিজ্ঞাপিত উপজাতি জনগণ স্বভাবজাত অপরাধী আইন ২০০০-এর জাঁতাকলে প্রায় নিয়মিতভাবে বৈষম্য হিংসা এবং পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

৩। আন্দামান এবং নিকোবরে 'জারোয়া' উপজাতিরা যৌন নির্যাতনের শিকারও হয়েছে। এমনকি ঐ উপজাতিগোষ্ঠীর জনগণের অনুমোদন ছাড়াই ডি এন এ পরীক্ষার জন্য রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪। পরিকল্পনা কমিশনের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী পুনর্বাসিত দাস শ্রমিকদের ৪৩.৬ শতাংশই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সমীক্ষা এটা প্রমাণ করে যে অনেক উপজাতি পরিবারই ফাঁদে পড়ে দাসশ্রমিকে পরিণত হয়েছে। সমীক্ষায় এর অন্যতম কারণ হিসাবে ঋণ এবং খাদ্য সংকটকেই দায়ী করা হয়েছে।

E) শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় সমূহ :

ভারতে উপজাতিদের শিক্ষার চিত্রটা অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু তথাপি কিছু সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। শিক্ষা সংক্রান্ত সেই সমস্যাগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

১। বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক কিন্তু সেগুলোতে শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা নেই।

২। এমনকি যেসব উপজাতি অঞ্চলে সঠিক পরিকাঠামো রয়েছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে ছাত্র ভর্তি হয়েছে সেখানেও দূরত্ব এবং দারিদ্র্যের কারণে ছাত্রদের উপস্থিতির হার নিতান্তই কম।

৩। শিক্ষকদের অনুপস্থিতির হারও অনেক বেশি।

৪। ছাত্রদের শিক্ষার মান খুব কম এবং দশম শ্রেণীতে ড্রপ আউটের সংখ্যা অনেক বেশি। এটার একটা সম্ভাব্য কারণ হতে পারে যে ঐ পর্যায়ের উপজাতি ছাত্রদের ব্যর্থতা অনেক বেশি।

৫। ছেলেমেয়ের ফারাকটা অনেক বেশি। এই বিষয়ে অনেক বেশি আলোকপাত করা প্রয়োজন। শিক্ষায় মেয়েদের উৎসাহিত করতে একটা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৬। যখন কোন উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যায় তখন তাদের নানাভাবে উত্যক্ত করা হয় এবং এর ফলে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। এর ফলে উচ্চহারে ড্রপ আউটের হারও বাড়ে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের অপমানজনক নামাকরণের ঘটনা সমূহ সবারই জানা আছে।

৭। উপজাতি ছাত্রীদের জন্য আবাসিক বিদ্যালয় রয়েছে। দুর্নীতি, নিম্নমানের সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং আবাসিকদের যৌন নির্যাতনের কারণে এসব বিদ্যালয়গুলো সম্পর্কে প্রায়শই সংবাদ প্রকাশিত হয়।

Scanned by CamScanner

৮। যাযাবর উপজাতিরা যেহেতু স্থানান্তরে যায় তাই তাদের সন্তানরা সরকারের বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত হয়।

৯। ভারতের অধিকাংশ উপজাতিদের মাতৃভাষা রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যেই সরকারি বা আঞ্চলিক ভাষায় বিদ্যালয়ে পাঠদান করা হয়। এর ফলে উপজাতি শিশুদের তা বুঝতে অসুবিধা হয় বিশেষত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে।

১০। শিক্ষাটা যাতে বাধাহীন হয় তার জন্য উপজাতি শিশুদের জন্য যেসব শিক্ষকরা কাজ করবেন তাদের উপজাতি সংস্কৃতি এবং ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, জেলাস্তরে কর্মরত অধিকাংশ আধিকারিক যারা বাইরে থেকে আসেন তারা গোল্ডি, হলবি লোকেদের ভাষা বুঝেন না। এমনকি বিদ্যালয়ে যারা শিক্ষকতার কাজ করেন তারাও ভাষা বুঝেন না।

১১। প্রকৃতির কোলে থেকে অভ্যস্থ উপজাতি শিশুরা ক্লাসরুম পরিকাঠামোতে খুব একটা সাবলীল বোধ করে না। ফলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা যা এখন দেয়া হচ্ছে তাতে তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

১২। উপজাতি জনগণের মধ্যে অশিক্ষার প্রধান কারণই হচ্ছে উপজাতি শিশুদের শিক্ষাদানে তাদের অভিভাবক ও সমাজের অংশগ্রহণ খুবই সামান্য এবং উপজাতি এলাকায় গুণমান সম্পন্ন বিদ্যালয়ের অভাব। শিক্ষার সুফল সম্পর্কে অধিকাংশ উপজাতিরাই সচেতন নয়।

F) স্বাস্থ্য বিষয়ক :

উপজাতি জনগণ বহুবিধ স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি হয় :

১। জাতীয় স্বাস্থ্য মডেল প্রাথমিকভাবে অ-উপজাতি এলাকার জন্য প্রণীত হয়েছিল। এতে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন, সাংস্কৃতিক ভিন্নতায় বিভিন্ন জনজাতি এবং বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশে যারা রয়েছে তাদের বিভিন্ন রোগ, রোগ সম্পর্কিত ধারণা সমূহ, তাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

২। উপজাতি এলাকায় কাজ করার মতো দক্ষ, এবং ইচ্ছুক স্বাস্থ্যকর্মীরও সংকট রয়েছে। যদি সেসব এলাকায় উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র সমূহ বাড়িঘর সহ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এগুলোতে কোন কাজ হয় না। এই সমস্যাগুলো আরো প্রকট হয়েছে প্রয়োজনীয় তদারকির অভাবে, ঠিকমতো রিপোর্টিং এর অভাব এবং কোন রকম দায়বদ্ধতার অভাবে।

৩। স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অ-বন্ধু সুলভ ব্যবহার, ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা, স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর দূরত্ব, দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থা, শিক্ষার অভাব, চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করার মানসিকতার ঘাটতি, প্রভৃতি কারণ সমূহের জন্যও উপজাতি এলাকায় প্রচলিত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর

Scanned by CamScanner

সদ্ব্যবহারও অনেক কম হচ্ছে।

৪। নীতি নির্ধারণে, পরিকল্পনা রূপায়ণে অথবা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও উপজাতি জনগণ বা তাদের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ঘাটতি থাকে। এর ফলে প্রয়োগে অগ্রাধিকারে ভুল ক্ষেত্রে চিহ্নিত হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিষেবা অসমাপ্ত থেকেই শেষ হয়ে যায়।

৫। অতিরিক্ত মদ্যপান ও ধূমপানের ফলে উপজাতি জনগণ প্রচণ্ডভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতির খুব দ্রুত মোকাবেলার জন্য অবিলম্বে সংশোধিত নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬। বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এখনো বাল্যবিবাহ প্রথা চালু রয়েছে। দেশের আইন না বুঝেই তারা তাদের পুরোনো প্রথা মেনে চলছে যার ফলে স্বাস্থ্যও খারাপ হচ্ছে।

৭। উপজাতি জনগণ অসুস্থ হলে আধুনিক চিকিৎসার বদলে তাদের চিরাচরিত বিশ্বাস অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এর ফলে তাদের মধ্যে মৃত্যুর হারও বেশি। এমনও হয় রোগী সুস্থ হবার মতো অবস্থায়ও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা না নেওয়ায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে।

৮। তাদের এলাকায় বহির্জগতের রোগ জীবাণুর জন্য কর্মরত জওয়ানরাও বিপদজনক যেসব রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা উপজাতিদের মধ্যে নেই বা থাকলেও নিতান্তই কম। পর্যটকগণ যখন তাদের এলাকায় যায় তখনও তারা নূতন কোন রোগের শিকার হতে পারে। উপজাতি মহিলা ও শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগ তাদের শরীরে বাসা বাঁধছে যার প্রতিষেধক তাদের কাছে নেই।

৯। সরকারের রোগ প্রতিষেধক কর্মসূচী উপজাতি এলাকায় পৌঁছায় নি।

১০। উপজাতি জনগণ ভয়ঙ্করভাবে অপুষ্টির শিকার। আদিম উপজাতি গোষ্ঠী (PVTG) যেসব এলাকায় বাস করে সেইসব এলাকা এতটাই দুর্গম যে যাতায়াতের কোনো রাস্তা নেই। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলো, যেখানে খাদ্য তৈরি হয় সেখানে ঐ দুর্গমতার কারণে তারা যেতে পারে না। তাদের বাসস্থানগুলো যে এলাকায় সেখানে স্থান সংকুলানের অভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলা যায় না। এর ফলে সরকারি প্রকল্পে যে সুষম খাদ্য দেওয়া হয় তা থেকে তাদের শিশুরা বঞ্চিত হয়।

১১। বন্য পশু হত্যা নিষিদ্ধ করে আইন তৈরি হয়েছে। কিন্তু বনবাসী উপজাতিদের জন্য কোন বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়নি। যেখানে পুরুষানুক্রমিকভাবেই তারা পশু শিকার করে তাদের খাদ্যের সংস্থান করে। এর ফলে সম্প্রদায়গতভাবেই তাদের মধ্যে পুষ্টিকর খাবারের ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

১২। উপজাতি এলাকায় জলদূষণ সহ জলের সংকট রয়েছে যার ফলে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে।

Scanned by CamScanner

১৩। হিংসা এবং হত্যার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার ফলে তাদের মধ্যে মানসিক বিকলনের সংখ্যা বাড়ছে।

১৪। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মতো শিক্ষায় অগ্রসর এলাকায় দক্ষ যুবকদের মধ্যে কর্মসংস্থানের অভাবের ফলে তাদের মধ্যে হতাশার জন্ম নিচ্ছে এবং আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে।

১৫। 'সোনালী ত্রিভুজের' প্রায় কাছাকাছি অবস্থিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে HIV, AIDS-এর মতো বিষয়গুলো স্বাস্থ্য সমস্যা বাড়িয়ে চলছে। Ketamine, Pseudoephedrine এর মতো নেশার ওষুধের চোরাচালান এই অঞ্চলে বেড়ে গেছে। এর ফলে ড্রাগ ব্যবহারকারী পরিবারগুলোর মধ্যে সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে।

G) জীবনযাত্রা :

১। কাজের ক্ষেত্রে আধুনিক দক্ষতা এবং শিক্ষা না থাকায় উপজাতি জনগণ তাদের জীবনযাত্রায় ঐতিহ্যবাহী দক্ষতার উপর নির্ভরশীল, যা মোটেও লাভজনক নয়।

২। ভূমিহীনের সংখ্যা কম হলেও উপজাতিদের দখলে যে জমি রয়েছে তা খুব একটা উৎপাদনক্ষম নয়।

৩। ভাষাগত এবং সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতার জন্য কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিকতা এবং কৃষিভিত্তিক কর্মসূচীর ঘাটতি রয়েছে উপজাতিদের মধ্যে।

৪। সমস্যা সংকুল উপত্যকায় বসবাসের কারণে এবং অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্নতার কারণে তারা তাদের পণ্য এবং উৎপাদিত ফসলের সঠিক দাম পায় না।

৫। তাদের এলাকায় অপর্যাপ্ত পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের মধ্যেও এই মাধ্যমগুলো ব্যবহারে অনীহা রয়েছে। এর জন্যও তারা উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য পেতে ব্যর্থ হচ্ছে।

৬। পরম্পরাগত অভ্যাস বিশেষত জুম চাষের উপর তাদের জীবনজীবিকা নির্ভরশীল হওয়ায় দারিদ্রসীমার অনেক নিচে তারা বসবাস করছে।

৭। কোনো উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্য যখন কোন জমি তাদের দখল থেকে নিয়ে নেওয়া হয়। অথবা জমি থেকে তারা সরে যায়, বনজ সম্পদ সংগ্রহে তাদের বাধা দেওয়া হয় তখন উপজাতি জনগণের বেঁচে থাকার মতো কোন পথ আর খোলা থাকে না। তারা দরিদ্রতর হয়, অনাহারে দিন কাটায়।

Scanned by CamScanner

ভাগ— দুই
আইনসেবা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

উপরে বর্ণিত সমস্যাগুলো থেকে এটা প্রমাণিত যে উপজাতি জনগণকে আইনী সহায়তা দিতে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সরকার, বিচারবিভাগ এবং উপজাতি জনগণের মধ্যে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ বা সালসা সেতু বন্ধনের কাজ করবে। সালসাকে প্রচলিত আইনের শাসনকে সুনিশ্চিত করতে হবে। আইনী ব্যবস্থাপনার উপরে উপজাতি জনগণের বিশ্বাস অর্জন করাতে আইনের শাসনকে একটা ফলপ্রসূ অবস্থায় নিয়ে যাওয়াটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই দিকটায় সালসাকে বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা ভাবতে হবে।

নিম্নে উল্লিখিত উদ্যোগগুলো সালসাকে নিতে হবে।

A) মামলা সংক্রান্ত :

১। উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই আইনজীবীদের একটা তালিকা তৈরি করতে এবং তাদের বেশি ফি দিতে হবে।

২। মামলার সময়ে উপজাতি জনগণকে প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা দিতে হবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে তাদের হয়ে আইনী লড়াই করার জন্য বরিষ্ঠ আইনজীবী নিয়োগ করতে। প্রয়োজনে তাদের বিশেষ ফি দিতে হবে এসব ক্ষেত্রে। যাতে করে উপজাতিদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকে।

৩। বিচার ব্যবস্থা হিন্দি এবং ইংরেজি মাধ্যমে চলে। ফলে উপজাতিদের আইনজীবী এবং বিচারকদের দয়ার উপরই থাকতে হয়। কিন্তু তাদের বিচার পাবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং সালসাকে তাদের সহায়তা করতে হবে।

৪। আদালতে তালিকাভুক্ত আইনজীবীদের অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপজাতি জনগণের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। আইন এবং আইনগত পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে করে আইনী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের মধ্যে বিরাজমান অবিশ্বাসের বাতাবরণ দূর হয়ে যায়। আদালতের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের মধ্যে একটা বিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়ে যায়।

৫। চিরাচরিত গ্রামীণ পর্যায়ের আদালত এবং স্বাভাবিক আদালতের সীমানা নিয়ে যে সন্দেহ মানুষের মধ্যে রয়েছে সে সম্পর্কে তালিকাভুক্ত আইনজীবীরা ব্যাখ্যা করে বোঝাবেন এবং বিচার ব্যবস্থার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য জনগণকে সহায়তা করবেন।

৬। তালিকাভুক্ত আইনজীবীরা কারাগার পরিদর্শন করবেন এবং সেখানে আইনসেবা ক্লিনিক স্থাপন করে সেইসব বন্দীদের মুক্তি পেতে সাহায্য করবেন যারা দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে আটক রয়েছে, জামিন হয়নি, কোন রকম চার্জ গঠন হয়নি।

৭। যেসব উপজাতির জমি অধিগ্রহণ হয়েছে অথচ ক্ষতিপূরণ পায়নি, পুনর্বাসন পায়নি তাদের

Scanned by CamScanner

ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন পেতে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের নিয়ে তালিকাভুক্ত আইনজীবীগণ সাহায্য করবেন।

৮। উপজাতি এলাকার সমস্যা, চাহিদা, আইনী প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। একাজে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সগণ সহায়তা করবেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিচার বিভাগের সহায়তা নিতে হবে।

৯। পূর্ণ সময়ের সচিব বা বিচার বিভাগীয় আধিকারিকগণ সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্যা এবং চাহিদাগুলো চিহ্নিত করতে ঐ এলাকার ব্যক্তিদের সাথে মত বিনিময় করবেন। এবং প্রকৃত আইনগত এবং অন্যান্য চাহিদা ও অধিকার পূরণে তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেবেন।

১০। যখন কোনো উপজাতি ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু করা হয় তখন তাকে চিহ্নিত করতে হবে এবং আইনসেবা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাকে সঠিক আইনী সহায়তা দিতে হবে। এই সহায়তা মামলা রুজু করার শুরু থেকে অর্থাৎ জেরা শুরুর দিন থেকেই দিতে হবে।

১১। উপজাতি আইনজীবীরা পরিদর্শন করতে পারেন এমন সম্ভাব্য স্থানে 'সালসা'কে আইনসেবা ক্লিনিক খুলতে হবে।

১২। উপজাতি এলাকাগুলোতে যেসব উপজাতি পরিবারগুলো বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করে তাদের কাছে পৌঁছাতে সালসা বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা যায় এমন গাড়ি কাজে লাগাবে। এগুলো শুধুমাত্র উপজাতিদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতেই কাজ করবে না, উপজাতি পরিবারের যাদের নামে ক্রিমিনাল, সিভিল, রাজস্ব এবং বনাধিকার সংক্রান্ত মামলা রয়েছে তাদের কাছে দ্রুত আইনী সহায়তা পৌঁছে দিতেও কাজ করবে।

১৩। ভ্রাম্যমান লোক আদালতের মাধ্যমে বসতির দাবি এবং ক্ষতিপূরণের দাবির নিষ্পত্তি করতে সালসা সরকারি দপ্তর সমূহকে বিশেষভাবে বন দপ্তরকে অবশ্যই সহায়তা করবে।

১৪। ক্রিমিনাল বা সিভিল মামলায় হাইকোর্টে রীট আবেদন করতে সংশ্লিষ্ট উপজাতি ব্যক্তিদের খুব দ্রুত আইনী সহায়তা পৌঁছে দিতে হবে। হাইকোর্ট আইনসেবা কমিটি সমূহ দায়িত্বশীল আইনজীবীদের একটা তালিকা তৈরি করবে। এই তালিকার আইনজীবীরা হয় নিজেরাই উপজাতি সম্প্রদায়ের হবেন, অথবা উপজাতিদের সমস্যা সম্পর্কে ভালোভাবে ওয়াকিবহাল থাকবেন অথবা নিজেরাই উপজাতি জনগণের সাথে নিজেরাই যোগাযোগ করতে পারবেন।

১৫। যেখানে প্রয়োজন হবে সেখানে মাননীয় কার্যকরী চেয়ারম্যানের অনুমতি নিয়ে সামাজিক ন্যায়ের বিচারের জন্য সালসা মামলা করতে পারবে।

B) প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্স (PLVS) :

১। রাজ্য সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের সহযোগিতায় জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ জেলার সেইসব এলাকা চিহ্নিত করবে যেখানে উপজাতি জনগণের বসবাস রয়েছে

Scanned by CamScanner

এবং প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সের মাধ্যমে তাদের কাছে পৌঁছাবে।

২। সচেতনতা কর্মসূচীর প্রচারে উপজাতি গোষ্ঠীর জনগণের বিশ্বাস অর্জনে, তাদের সমস্যা জানতে এবং তাদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে কাজটা হবে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সের মাধ্যমে এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নির্বাচিত করতে হবে উপজাতিদের মধ্য থেকেই। জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সময়ের সচিবের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এবং উৎসাহে সালসা উপজাতিদের মধ্য থেকে প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা তৈরি করবে।

৩। এই প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবকদের উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা স্বতপ্রণোদিতভাবে উপজাতি জনগণের কাছে পৌঁছে যেতে পারে এবং যে উপজাতি গোষ্ঠীর সেবার জন্য সে দায়িত্বপ্রাপ্ত তার সেবায় কাজে লাগতে পারে।

৪। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা পেতে সালসা উপজাতি জনগণকে সাহায্য করবে তাদের প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে। এইসব স্বেচ্ছাসেবকগণ সরকারি প্রকল্পের সুযোগ পেতে এবং বিভিন্ন আবেদনপত্র, লিখতে, ফরম পূরণ করতে অশিক্ষিত উপজাতি জনগণকে সহায়তা করবে।

৫। আইনসেবা কর্তৃপক্ষ প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে উপজাতি জনগণের মধ্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্বেচ্ছাসেবক এবং স্থানীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাদের চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে হবে। এই উপজাতি ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, ওষুধ পেতে সাহায্য করা এমনকি বিভিন্ন চিকিৎসা প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিতে সাহায্য করতে হবে।

৬। প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সগণ উপজাতিদের প্রতিনিধি বা তাদের কণ্ঠস্বর হয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবেন। বিদ্যালয়ের সমস্যা, শিক্ষকের অনুপস্থিতি, উপজাতি ছাত্রদের উপর নির্যাতন ইত্যাদি। যেসব বিষয় এই প্রকল্পের ভাগ-১-এ তালিকাভুক্ত রয়েছে তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবেন।

৭। মানব পাচার সংক্রান্ত বিষয়েও প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা ঐসব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের চিহ্নিত করা। তাদের ক্ষতিপূরণ পেতে, বিভিন্ন পুনর্বাসন প্রকল্পের সুযোগ পেতে সাহায্য করবে।

৮। পাচার হওয়া শিশু উদ্ধারে এবং উদ্ধারকৃত শিশুকে শিশু কল্যাণ কমিটির সামনে হাজির করতে স্বেচ্ছাসেবকগণ অবশ্যই সাহায্য করবে। উদ্ধারকৃত শিশুর পরিবারকে খুঁজে বার করতেও স্বেচ্ছাসেবকগণ শিশু কল্যাণ কমিটিকে সহায়তা করবে।

৯। উদ্ধারকৃত শিশুকে যখন আদালতে পরীক্ষার জন্য আনা হবে তখন স্বেচ্ছাসেবক শিশুর হাত ধরে রাখবে।

Scanned by CamScanner

১০। উপজাতি এবং তালিকাভূক্ত আইনজীবীদের মধ্যে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সগণ সেতুবন্ধের কাজ করবে। মামলা সম্পর্কিত বিষয়ে কার্যকর বোঝাপড়ায় পৌছাতে এ আদালতে মামলাটির সঠিক উপস্থাপনায় স্বেচ্ছাসেবকগণ সহায়তা করবে।

১১। প্রত্যন্ত এলাকায় এবং বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসরত উপজাতিদের মধ্যে খাদ্য রেশন সামগ্রী পৌছে দেওয়া সুনিশ্চিত করতে প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবকগণ সরকারি দপ্তর এবং উপজাতিদের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী হিসাবে কাজ করবে।

১২। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপজাতিদের কাছে জমির কোন প্রামাণ্য কাগজপত্র থাকে না। এসব ক্ষেত্রে উপজাতিদের ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন পেতে আইনী সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদের ঐসব কাগজপত্র এবং অন্যান্য প্রমাণাদি পেতে সাহায্য করবে যাতে স্থানচ্যুত উপজাতিরা সঠিক পুনর্বাসন পেতে পারে।

১৩। স্বেচ্ছাসেবকগণ কারাগার পরিদর্শনে যাবে এবং মামলার হালচাল জানতে বন্দিদের সাথে মতবিনিময় করবেন। এসব তথ্যাদি জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের পুনর্বাসনের সচিবের কাছে পেশ করবেন যাতে করে জামিনে মুক্তি পাবার জন্য আদালতে দ্রুত শুনানির জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় পরবর্তী উদ্যোগ নেওয়া যায়।

C) **সচেতনতা :**

১। উপজাতি এলাকায় আইনী সচেতনতার বিষয়টি অন্যসব আইন সচেতনতা কর্মসূচী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এক্ষেত্রে অডিও ভিজ্যুয়াল পদ্ধতিটাই বেশি কার্যকর হবে। নৃত্য, নাটক ইত্যাদির মতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতনতার বৃদ্ধির প্রচার করা যেতে পারে। তবে এসব অনুষ্ঠানে উপজাতিদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে। উপজাতিদের মধ্যে মূলবার্তা পৌছে দেবার জন্য তাদের লোকসংগীত, নৃত্য এসবকেও মাধ্যম হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। এমন সব ব্যক্তিদের দ্বারা উপজাতি এলাকায় সচেতনতা কর্মসূচীর আয়োজন করতে হবে যারা উপজাতিদের সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল।

২। বন আইন সম্পর্কে এবং আইন অমান্য করলে কি ধরনের ফল ভুগতে হতে পারে সে সম্পর্কে উপজাতিদের মধ্যে আইনী সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।

৩। উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারে, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে প্রাপ্য, তাদের অধিকার, তাদের পেশাগত কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সহায়ক আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে সালসাকে ব্যাপক আইনী সচেতনতা কর্মসূচী চালাতে হবে।

৪। উপজাতি জনগণকে এটা বুঝাতে হবে যে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিরাপদ রাখতে তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কারণ এর ফলে শিশুরা ভবিষ্যতে বিভিন্ন সরকারি ও বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ নীতির সুযোগ নিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে পারে।

Scanned by CamScanner

৫। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে আইন শিক্ষার ক্লাব গঠন করতে হবে। এগুলোর মাধ্যমে উপজাতি শিশুদের স্কুলে থাকার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। একই সাথে অন্যান্য ছাত্র এবং শিক্ষকদেরও সচেতন করতে হবে উপজাতি শিশুদের জন্য এই বিশেষ উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

৬। কৃষিকাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের সুফল সম্পর্কে সালসা অডিও ভিজ্যুয়াল পদ্ধতির মাধ্যমে, ব্যবহারিক প্রয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে উপজাতিদের প্রশিক্ষিত করতে পারে। একাজে সালসা সরকারি সংস্থা ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তা নিতে পারে।

৭। উপজাতি এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচীর আয়োজন করতে হবে। এসব কর্মসূচীতে নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার, পুষ্টিকর খাবার, গর্ভবতী মহিলাদের পরিচর্যা এবং টিকাকরণ কর্মসূচী সম্পর্কে উপজাতিদের সচেতন করতে হবে। একাজে যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে তাদেরও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

৮। ভাষাগত ব্যবধান ঘোচাতে সালসা গ্রামাঞ্চলে কমিউনিটি রেডিও স্থাপন করতে পারে।

Scanned by CamScanner

নালসা (নেশা সামগ্রীর অপব্যবহারের শিকার মানুষদের রক্ষায় এবং নেশা সামগ্রী ব্যবহারের সমূহ বিপদ বিনাশে উপযুক্ত আইন) প্রকল্প ২০১৫

Scanned by CamScanner

নালসা (নেশা সামগ্রীর অপব্যবহারের শিকার মানুষদের রক্ষায় এবং নেশা সামগ্রী ব্যবহারের সমূহ বিপদ বিনাশে উপযুক্ত আইন) প্রকল্প ২০১৫

১. **প্রেক্ষাপট :**

১.১ মাদক চালান এবং মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার আক্ষরিক অর্থেই যুবক, শিশু এবং বয়ঃসন্ধি প্রাপ্তদের মধ্যে ভয়ংকর ভাবে বেড়ে চলেছে। এর ফলে জাতীয় স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটার বিনাশ রাজ্য এবং সমাজের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকবে।

১.২ এটা সবাই জানে যে মাদক দ্রব্যের ভয়ংকর হাত সরল মতি শিশু, বয়ঃসন্ধিপ্রাপ্ত, যুবক-যুবতী এবং মহিলাদের উপর বিস্তৃত। পরিস্থিতি এমন ভয়ংকর অবস্থার দিকে যাচ্ছে যে গড়ে নয়/দশ বছরের শিশুরাও এই মাদকের শিকার হচ্ছে। সাম্প্রতিক একটা গবেষণামূলক তথ্যে জানা যায় ভারতের প্রায় ৭ কোটি মানুষ মাদক দ্রব্যের অপব্যবহারের শিকার এবং এর মধ্যে ১৭ শতাংশই পুরোপুরি মাদকাসক্ত।

১.৩ মাদকজাত দ্রব্যের বে-আইনী চাষাবাদ যেখান থেকে মাদক দ্রব্যের উৎপত্তি হচ্ছে সেটাই এখন সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয়। সাধারণভাবে এই ধরনের চাষের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সাধারণভাবে জনগণ সচেতন নয়। এসব বে-আইনী চাষ ব্যবস্থা প্রতিরোধে পঞ্চায়েতী রাজ এবং স্থানীয় সংস্থাগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি।

১.৪ রাজ্যস্তরে সরকারি সংস্থা এবং বে-সরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা মাদক পাচার এবং মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সমূলে নিশ্চিহ্ন করতে সব প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে এদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব রয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার এবং ব্যক্তি উদ্যোগের ফলে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। অভিজ্ঞতা বলছে, ড্রাগ ব্যবহারের যারা শিকার তারা জানেই না কিভাবে এর চিকিৎসা হতে পারে, কিভাবে এরা পুনর্বাসিত হতে পারে।

১.৫ এই সমস্যার মোকাবেলায় আইনসেবা কর্তৃপক্ষগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষের রাঁচিতে অনুষ্ঠিত ১৩তম সর্বভারতীয় বৈঠকে এবিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হয় এবং মাদকাসক্ত এবং মাদক দ্রব্যের ব্যবহার আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহের কাছে একটা বড়ো উদ্বেগের বিষয় এবং এবিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

২. **প্রচলিত আইনী বিধান সমূহ :**

২.১ মাদক প্রতিরোধ ও পাচার রুখতে ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রসংঘ একটি কনভেনশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্যোগ নেয়। এরপর ঐ কনভেনশনের প্রস্তাব সংশোধন করে ১৯৭২

Scanned by CamScanner

সালে গ্রহণ করা হয়। ১৯৭১ সালে Psychotropic Substances এর উপর কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রসংঘে। এরপর বে-আইনী মাদক পাচার এবং মানসিক বৈকল্য ঘটাতে পারে এমন সব পদার্থের পাচারের বিরুদ্ধে ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রসংঘে আরেকটি কনভেনশন হয়। এই সব কনভেনশনে ভারত ও একটি স্বাক্ষরকারী দেশ।

২.২ ভারতের সংবিধানের ৪৭ তম ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে ঔষধাদির ক্ষেত্রে ব্যবহারের কারণ ছাড়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক নেশাজাতীয় পানীয় এবং মাদক দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করতে রাজ্যগুলো উদ্যোগ নেবে।

২.৩ জাতীয় স্তরে এই বে-আইনী মাদক পাচার এবং এর অপব্যবহার ক্রমবর্ধমানতার ফলে সর্বার্থ সাধক আইনী বিধান প্রণয়ন করতে হয়েছে। ১) ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক আইন ১৯৪০ এবং ২) নারকোটিক ড্রাগ অ্যান্ড সাইকোট্রোপিক সাবস্টেনসেস আইন ১৯৮৫ এই দুটো আইন এ সংক্রান্ত প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ, চাষ, তৈরি, বিক্রয়, পরিবহন এবং গ্রহণ ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। খুব কড়া আইন থাকা সত্ত্বেও মাদক দ্রব্যের সংগঠিত রূপে বে-আইনী ব্যবস্থা নিরন্তর বেড়ে চলেছে।

২.৪ এই প্রেক্ষাপটে নালসা এটা উপলব্ধি করে যে মাদক দ্রব্যের চাহিদা এবং সরবরাহ হ্রাস করা। নেশামুক্তি এবং পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। সমস্যার কার্যকর সমাধানে এবং সমস্যার গতি প্রকৃতি বুঝতে এবং আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা স্থির করতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। 'Drung Menace in India Overview, Challenges and Solutions' শীর্ষক হিমাচল প্রদেশের মানালিতে অনুষ্ঠিত একটি আঞ্চলিক সম্মেলনে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এই প্রকল্পটি গৃহীত হয়।

৩. **প্রকল্পের নামাকরণ :**

প্রকল্পটি নালসা মাদক ব্যবহারের শিকার যারা তাদের আইনী পরিষেবা এবং মাদক দ্রব্যের ব্যবহার নির্মূল করা) (প্রকল্প ২০১৫ নামে অভিহিত হবে। এখন থেকে এটি একটি প্রকল্প হিসেবে অভিহিত হবে)।

৪. **সংজ্ঞা : এই প্রকল্পে যদি না কোন অংশের বর্ণনা প্রসঙ্গের প্রয়োজন হয়।**

ক) আইন মানে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭ (১৯৮৭'র ৩৯)

খ) NDPS আইন মানে নারকোটিক ড্রাগস এন্ড সাইকোট্রোপিক সাবস্টেনসেস' আইন ১৯৮৫ (আইন নাম্বার ১৯৮৫'র ৬১)

গ) 'আইন সেবা' মানে আইনসেবা কর্তৃপক্ষ ১৯৮৭'র ২(সি) ধারায় যেভাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

ঘ) 'আইনসেবা ক্লিনিক' জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (আইনসেবা ক্লিনিক) নিয়ন্ত্রণ বিধি ২০১১'র ২ (সি) বিধিতে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ঙ) আইনসেবা প্রতিষ্ঠান মানে হচ্ছে রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ, সুপ্রিমকোর্ট আইনসেবা, কমিটি,

Scanned by CamScanner

হাইকোর্ট আইনসেবা কমিটি। জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ অথবা তালুক আইনসেবা কমিটি। যখন যেখানে যেভাবে ব্যবহৃত হবে।

চ) তালিকাভূক্ত আইনজীবী মানে জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (বিনামূল্যে এবং উপযুক্ত আইনসেবা) নিয়ন্ত্রণ বিধি ২০১০ এর ৮নং বিধি অনুযায়ী গঠিত তালিকাভূক্ত আইনজীবী।

ছ) প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবক মানে নালসা প্রকল্পে সংজ্ঞায়িত এবং প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকগণ।

জ) অন্য যেসব শব্দ এবং মনোভাব এই প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে অথচ এখানে সংজ্ঞায়িত হয়নি সেগুলো আইনসেবা কর্তৃপক্ষ আইন ১৯৮৭ (১৯৮৭'র ৩৯) অথবা জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ বিধি ১৯৯৫ অথবা জাতীয় আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (বিনামূল্যে এবং উপযুক্ত আইন পরিষেবা) নিয়ন্ত্রণ ২০১০ অনুযায়ী একই অর্থ বহন করবে।

৫. প্রকল্পের লক্ষ্য সমূহ :

৫.১ নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রোপিক সাবস্টেনসেস সম্পর্কিত আইনী বিধান, বিভিন্ন নীতিসমূহ, কর্মসূচী এবং প্রকল্প বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা করতে হবে। পাশাপাশি মাদক দ্রব্যের ব্যবহারের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পথ শিশুদের, নগর এলাকার বস্তির শিশুদের, ইনজেকশনের মাধ্যমে যারা মাদক গ্রহণ করে তারা, তাদের পরিবার, কারাবাসী অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের, কেমিস্ট, মাদক-বাহক, যৌনকর্মী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যেও ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।

৫.২ যে সব কৃষক অনুমোদনযোগ্য মাদক বা নেশা দ্রব্যের গাছের চাষ করে তাদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে শিক্ষামূলক শিবির করতে হবে। এইসব গাছের চাষ যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর, এধরনের মাদক গ্রহণ জীবনকে কতটা বিপন্ন করে তুলে সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করতে হবে।

৫.৩ অভিভাবক, শিক্ষক এবং ছাত্রদের এসব দ্রব্য সমূহের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

৫.৪ মাদক দ্রব্যের ব্যবহার এবং তার প্রতিরোধে কার্যকর উদ্যোগে যারা অংশীদার যেমন বিচারব্যবস্থা, তদন্তকারী, বার-এর সদস্যগণ, পুলিশ, ফরেনসিক ল্যাব, নেশামুক্তি কেন্দ্র, সংশোধনগৃহ, পুনর্বাসন কেন্দ্র স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, শিশুগৃহ। বৃদ্ধাবাস, নারী নিকেতন, আদালতের কর্মীবৃন্দদেরও এবিষয়ে সচেতন করতে হবে।

৫.৫ মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে, তাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয়ে যে পরিকাঠামো রয়েছে তার পুরোটাই কাজে লাগাতে হবে।

৫.৬ মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রুখতে এবং মাদক উৎপাদনকারী গাছের চাষ ধ্বংস করতে পঞ্চায়েতীরাজ এবং স্থানীয় সংস্থা সমূহকে কাজে লাগানোর সম্ভাবনাগুলোও ব্যবহার করতে হবে।

Scanned by CamScanner

৫.৭ নেশামুক্তি কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোতে আরো সুযোগসুবিধা বাড়াতে তাদের মধ্যে আরো কার্যকর বোঝাপড়া গড়ে তুলতে হবে।

৫.৮ এইক্ষেত্রে যেসব অংশীদার সংগঠনগুলো কাজ করছে তাদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে।

৫.৯ মাদক ব্যবহার এবং মাদক পাচারের যারা শিকার তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আইনী সহায়তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

কর্ম পরিকল্পনা :

৬. বিশেষ ইউনিট স্থাপন :

৬.১ প্রকল্পের বিষয়ে অবহিত হবার পর রাজ্য আইনসেবা কর্তৃপক্ষ (এখন থেকে সালসা নামে অভিহিত হবে) একমাসের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত তালুকা, মণ্ডল, মহকুমাতে বিশেষ ইউনিট স্থাপন করতে হবে। এই বিশেষ ইউনিটে যারা সদস্য হিসাবে থাকবেন তারা হলেন, বিচার বিভাগীয় আধিকারিকগণ, জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত যুব আইনজীবী, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কর্তৃক মনোনীত কোন চিকিৎসক, মুখ্যসচিব কর্তৃক মনোনীত একজন রাজস্ব বিভাগীয় আধিকারিক, পুলিশ আধিকারিক, বনদপ্তরের আধিকারিক। এছাড়াও থাকবেন সমাজকর্মী, প্যারালিগাল স্বেচ্ছাসেবক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি। এসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এক্ষেত্রে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে এবং নালসা'র অনুমোদিত হতে হবে। এই বিশেষ ইউনিটের প্রধান থাকবেন তালুকা, মণ্ডল বা মহকুমা আইনসেবা কমিটির চেয়ারম্যানগণ। সার্বিক তদারকির দায়িত্বে থাকবেন জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান।

৬.২ এই বিশেষ ইউনিটে দশজনের বেশি সদস্য থাকবেন না। জেলাস্তরে জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের সচিব নোডাল অফিসার হিসাবে দায়িত্বে থাকবেন। তালুকা আইনসেবা কমিটির সচিব এই বিশেষ কমিটির সচিব হিসাবে থাকবেন।

৬.৩ বিশেষ ইউনিট গঠিত হবার পর নালসার পদ্ধতি অনুযায়ী জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ বিশেষ ইউনিটের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেবেন।

৬.৪ বিশেষ ইউনিট কি কি কাজ হচ্ছে তার নিয়মিত প্রতিবেদন জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সালসা'র নিকট পাঠাবে। জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান তার মন্তব্য সহ ঐ প্রতিবেদন সালসা'র কাছে পাঠাবে।

৬.৫ প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী বিশেষ ইউনিট গঠনের ১৫ দিনের মধ্যে তাদের স্ব স্ব এলাকায় মাদক দ্রব্য ব্যবহারের মোকাবেলায় হস্তক্ষেপ এবং প্রতিরোধে মাইক্রোলেভেল কর্মসূচী গ্রহণ এবং রূপায়ণ করতে হবে।

৬.৬ এই কর্মসূচীগুলো জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সালসার সদস্য সচিবের কাছে পাঠাবেন যিনি এর অনুমোদনের জন্য একজিকিউটিভের কাছে পেশ করবেন।

Scanned by CamScanner

৬.৭ এই বিশেষ ইউনিটকে যে দায়িত্ব দেওয়া হবে তার বাইরেও সময়ে সময়ে সালসাও যেসব দায়িত্ব দেবে তাও পালন করবে।

৭. **ডাটাবেস তৈরি করা :**

নেশা জাতীয় মাদক দ্রব্যের প্রতিরোধ, আক্রান্তদের পুনর্বাসন এবং এর সমূল বিনাশে যেসব নীতি, প্রকল্প, নির্দেশিকা, বিধি ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য ভাণ্ডার সালসা তৈরি করবে এবং নিয়মিত ওয়েবসাইডে আপলোড করার ব্যবস্থা করবে।

৮. **বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ :**

ক) সালসা এ সংক্রান্ত তাদের নীতি, প্রকল্প সমূহ, কর্মসূচী সম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করবে। বিশেষভাবে মাদক নেশার শিকার তাদের পরিবারবর্গ এবং নেশামুক্তি কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোকে অবহিত করবে।

খ) বিশেষ ইউনিট এসব তথ্যাদি তাদের অফিসগুলোতে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন সব স্থানে দিয়ে রাখবে। এছাড়া সালসা অনুমোদিত পুস্তিকা, প্রচারপত্র ইত্যাদিও তারা তাদের সংগ্রহে রাখবে।

৯. **বে-আইনী চাষাবাদ ধ্বংস করা :**

ভাং (Cannabis), আফিম (Opium) এবং সমতুল্য মাদক উৎপন্ন হয় এমন সব বে-আইনী গাছের চাষ ধ্বংস করতে সালসা রাজ্য সরকারকে সহায়তা করবে। এসব গাছের চাষকে ধ্বংস করার কাজকে 'এমএন রেগা' প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সালসা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ জানাতে পারে। এর ফলে এই বে-আইনী গাছের চাষ ধ্বংস করার কাজকে আরো বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। সামগ্রিকভাবে একাজে সামাজিক অংশগ্রহণের প্রচারও হবে।

১০. **তৃণমূলস্তরে স্থানীয় এবং পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান সমূহের অংশগ্রহণ :**

নিচে উল্লিখিত পদ্ধতিতে এইসব প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ :

ক) যেসব এলাকায় চরস, গাঁজা ইত্যাদি মাদক উৎপাদনকারী গাছের চাষ হয়, সেইসব এলাকা চিহ্নিত করতে বিশেষ ইউনিট পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা করবে। বিশেষ ইউনিট প্রতিবেদন তৈরি করে জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে 'সালসা'র কাছে পাঠাবে। এরপর ঐ প্রতিবেদন সালসা'র একজিকিউটিভ চেয়ারম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবে।

খ) মাদকাসক্ত ব্যক্তি এবং যারা সূঁচ ফুটিয়ে মাদক গ্রহণ করে তাদের চিহ্নিত করতে। তাদের চিকিৎসা এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে বিশেষ ইউনিট পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান সমূহের সহায়তা চাইবে।

গ) মাদক ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধিতেও বিশেষ ইউনিট পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্য নেবে।

Scanned by CamScanner

ঘ) এসব প্রচারে বিশেষ ইউনিট এলাকার মহিলামণ্ডল, যুবমণ্ডল সহ অনুরূপ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর সহায়তা নেবে।

১১. সচেতনতা :

১১.১ স্কুল কলেজে সচেতনতা বৃদ্ধি :

মাদকের কু প্রভাব সম্পর্কে স্কুল এবং কলেজস্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের উদ্যোগ নেবে বিশেষ ইউনিট। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় স্তরের আইনসেবা ক্লাব, কলেজস্তরের আইনসেবা ক্লিনিককে এইসব প্রচার কর্মসূচী সংগঠনে বিশেষ ইউনিট সহযোগিতা করবে।

ক) সচেতনতা এবং সংবেদনশীলতার প্রচার বিভিন্নভাবে হতে পারে, যেমন :

১। বিদ্যালয়ে বা কিছু বিদ্যালয়কে সম্মিলিত করে 'মাদকের কু প্রভাবের বিরুদ্ধে দৌড়' শিরোনামে অনুষ্ঠান হতে পারে। এই অনুষ্ঠানে এলাকার স্বনামধন্য ব্যক্তির অংশগ্রহণ থাকতে পারে।

২। সচেতনতা শিবির।

৩। নিয়মিতভাবে অভিভাবক-শিক্ষক আলোচনা।

৪। জনশিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে।

৫। আলোচনাসভা, সম্মেলন, বিতর্ক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।

৬। মাদক ব্যবহারের কু-প্রভাবের উপর ক্যুইজ এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৭। নুক্কদ নাটক; বা অন্য অনুরূপ এবং নতুন কোন পদ্ধতিতে।

৮। অথবা আরো নতুন কোন উদ্ভাবনী পন্থায়

খ) বিদ্যালয় এবং কলেজের শিক্ষকগণও এই সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচীতে অংশ নিতে হবে।

গ) সচেতনতা, সংবেদনশীলতার এসব প্রচার কর্মসূচীতে নালসা/সালসার পুস্তিকা, প্রচারপত্রগুলো বিতরণ করতে হবে।

ঘ) এই পুস্তিকা, প্রচারপত্রগুলো অন্যসব সচেতনতা শিবিরে। ফ্রন্ট অফিস এবং আইনসেবা ক্লিনিক গুলোতেও রাখতে হবে।

ঙ) স্কুল এবং কলেজের পাঠ্যক্রমে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার নিয়ে একটি করে চ্যাপ্টার থাকা আবশ্যক। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপর্ষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নিতে হবে।

Scanned by CamScanner

১১.২ মাদকাসক্ত ব্যক্তির পরিবারের সচেতনতা :

সেইসব পরিবারের শিশুরাই সাধারণ মাদক দ্রব্যের শিকার যে সব পরিবারে শিশু এবং পিতা-মাতার ভালোবাসার বন্ধনটা শিথিল হয়ে যায় অথবা একেবারেই মুছে যায় অথবা যেখানে পরিবারের সদস্যরাই মাদক দ্রব্য সেবন করে।

ক) বিশেষ ইউনিট মাদক দ্রব্য সেবনকারী পরিবারগুলো চিহ্নিত করবে এবং যে সব মাতা-পিতা কোন একটা বা একাধিক নেশার শিকার তাদের আরো সচেতন করবে এবং শিশুদের সাথে তাদের বন্ধনকে আরো সংবেদনশীল করবে। এক্ষেত্রে যে বিষয়টাতে সবচেয়ে বেশি আলোকপাত করতে হবে তাহলো অভিভাবকদের শিশুদের সাথে মত বিনিময়ে উৎসাহিত করা। তাদের কাজকর্মের তদারকি করা, শিক্ষকদের সাথে তাদের শিশুদের বিষয়ে তাদের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা। তাহলে মাদক দ্রব্যের নেশা থেকে মুক্তি পাবে।

খ) নেশার আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে এবং নেশার কারণে যে মানসিক অসুস্থতার সৃষ্টি হয় এর থেকে নিস্তার পেতে সচেতনতা বাড়াতে হবে। নেশাশক্তির কারণে অন্যান্য কোন শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে তার দ্রুত চিকিৎসাও করাতে হবে।

১১.৩ পথ শিশুদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি :

ক) একটা বিরাট সংখ্যক পথ শিশু মাদক দ্রব্য ব্যবহারের শিকার। এরা সমাজে সবচাইতে অবহেলিত এবং বিপদজনক শ্রেণীর, সাধারণভাবে পরিত্যক্ত এবং পরিবার থেকে বেরিয়ে যাওয়া। তাই পথ শিশুদের নিয়ে কাজ করে যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাদের সহায়তায় এদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খ) বিশেষ ইউনিট এসব নেশাসক্ত পথ শিশু এবং শহরে বস্তির শিশুদের চিহ্নিত করবে এবং তাদের বিভিন্ন নেশামুক্তি কেন্দ্র বা পুনর্বাসন কেন্দ্রে ভর্তি করানোর ব্যবস্থা করবে।

১১.৪ মাদকাসক্তদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি :

বিশেষ ইউনিট মাদকাসক্তদের চিহ্নিত করে মনোবিদ এবং চিকিৎসকদের সহায়তায় তাদের জন্য নিয়মিত সচেতনতা কর্মসূচী নিতে হবে। এইসব কর্মসূচীতে রোল মডেল এবং ক্রীড়া, সিনেমা, সাহিত্যের জগতের বিশিষ্টদেরও সামিল করতে হবে।

১১.৫ যৌন কর্মীদের জন্য সচেতনতা কর্মসূচী :

মাদক দ্রব্য ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে বিশেষ ইউনিট যৌনকর্মী ও তাদের শিশুদের সচেতন করতে কৌশলগত প্রচার চালাবে।

১১.৬ কারাগারে সচেতনতা কর্মসূচী : কারাবন্দী এবং কারাকর্মীদের মধ্যে নারকোটিক ড্রাগ ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে আইনসেবা প্রতিষ্ঠান সমূহ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সচেতনতাও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধির প্রচার চালাবে।

Scanned by CamScanner

১১.৭ জনগণের মধ্যে সচেতনতা কর্মসূচী :

ক) যেসব এলাকায় গাঁজা অথবা অনুরূপ চাষ অনুমোদিত সেইসব এলাকায় বিশেষ ইউনিট NDPS ACT নিয়ে নিয়মিতভাবে আইনশিক্ষা শিবিরের আয়োজন করবে। এইসব শিবিরে মাদক দ্রব্যের গ্রহণ এবং বে-আইনী বিক্রির কু-প্রভাব সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করতে হবে।

খ) জনগণকে এবিষয়ে জ্ঞাত করতে হবে যে কোন ধরনের মাদকদ্রব্যের বে-আইনী মজুত, পরিবহন, বিক্রয় অথবা বে-আইনী চাষ সম্পর্কে কেউ যদি পুলিশকে গোপনে সংবাদ দেয় তাহলে তার পরিচিতি সম্পূর্ণ গোপন থাকবে।

গ) পরিবহন কর্মী এবং ট্যাক্সি চালকদেরও মাদক দ্রব্য ব্যবহারের কুফল এবং তার বে-আইনী পরিবহনের পরিণতি সম্পর্কে বিশেষ ইউনিট নিয়মিতভাবে আইনশিক্ষা শিবির করবে।

ঘ) NDPS আইনের কঠোর বিধি নিষেধগুলো এবং মাদক দ্রব্য ব্যবহারের কুপ্রভাব সম্পর্কে আইনসেবা প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ ইউনিট প্রচার কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে যেমন রেলস্টেশন, বাসস্টেশন, বিমানবন্দর, সরকারি, বেসরকারি বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, পঞ্চায়েত ভবন, আদালত, জেলাশাসকের অফিস, মহকুমা শাসকের অফিসগুলোতে হোর্ডিং, বিজ্ঞাপন বোর্ড ইত্যাদি লাগাবে।

ঙ) মাদক ব্যবহারের ক্ষতিকারক দিক সম্পর্কে বিশেষ ইউনিট বিভিন্ন গ্রামে, মেলায়, উৎসবে সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করবে।

চ) বিশেষ ইউনিট বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন সমূহের সহায়তায় বিভিন্ন পুনর্বাসন কলোনি, বসবাসের এলাকা, বাজার ইত্যাদি স্থানে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করবে।

ছ) ডাক বিভাগ, বিভিন্ন ক্যুরিয়ার এজেন্সি, বিভিন্ন অর্থকরী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মাদক দ্রব্যের চোরাচালান হয়। তাই সালসা এসব প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মীদের সচেতন ও সংবেদনশীল করতে উদ্যোগ নেবে।

১১.৮ ওষুধ বিক্রেতা এবং ফেরিওয়ালাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি :

ক) বিশেষ ইউনিট ওষুধ বিক্রেতাদের মধ্যে মাদক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতন করবে।

খ) ওষুধ বিক্রেতারা যেসব শিশু ও যুবকরা প্রেসক্রিপশান ড্রাগ নিয়মিতভাবে কিনছে তাদের দিকে নজর রাখবে এবং তাদের কাছে বিক্রি করতে অস্বীকার করবে।

গ) মাদক দ্রব্যের ফেরিওয়ালাদের চিহ্নিত করতে হবে এবং একই ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচী তাদের জন্যও নিতে হবে।

ঘ) এবিষয়ে পুলিশকেও সচেতন করতে হবে যাতে তারাও যেন মাদকে আসক্তির বিরুদ্ধে কাজ করে। ফুটপাত ব্যবসায়ী, পান দোকানগুলোর প্রতি তারা বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে।

Scanned by CamScanner

১১.৯ বৈদ্যুতিন মাধ্যম এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে সচেতনতা :

মাদক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে এবং এর প্রতিরোধে সালসা রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারের উদ্যোগ নেবে। এই অনুষ্ঠানে বিচার বিভাগীয় আধিকারিক , আইনজীবী, মনোবিদ, পুলিশ আধিকারিক অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকেও সামিল করতে হবে।

১২। নেশামুক্তি কেন্দ্র এবং পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন :

ক) বিশেষ ইউনিট তাদের স্ব স্ব এলাকায় পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং নেশামুক্তি কেন্দ্রগুলো প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার পরিদর্শন করবে। বিশেষ ইউনিট এসব কেন্দ্রগুলোর একটা তালিকা তৈরি করবে এবং নিয়মিতভাবে এগুলো আপডেট করবে। এই তালিকা, তালিকায় উল্লিখিত কেন্দ্রগুলো কাদের পরিচালনায় রয়েছে, তাদের পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত সালসাকে জানাতে হবে।

খ) পুনর্বাসন এবং নেশামুক্তি কেন্দ্রগুলো বিশেষ ইউনিট পরিদর্শন করবে এবং বিভিন্ন সহায়ক সুযোগ সুবিধা কতটুকু রয়েছে তাও খতিয়ে দেখবে।

গ) বিশেষ ইউনিট পরিদর্শনকালে কেন্দ্রগুলোতে কাউন্সেলর মনোবিদ, চিকিৎসকদের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাদিও দেখবে।

ঘ) বিশেষ ইউনিট কর্মী সংখ্যাও যাচাই করবে এবং দেখবে যাতে কোন কর্মী স্বল্পতা না থাকে। পুনর্বাসন কেন্দ্রে যতজন নেশাসক্ত ব্যক্তি থাকবে ততজন কর্মীও থাকতে হবে।

ঙ) যখন বিশেষ ইউনিট দেখবে কোন কেন্দ্রে কর্মী স্বল্পতা রয়েছে, পরিকাঠামোগত বা সুযোগ সুবিধাগত কোন সমস্যা রয়েছে, তখন বিশেষ ইউনিট এ সমস্যাগুলো সমাধান করতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবে। জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষ সেই সুপারিশগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবে যাতে ঘাটতিগুলো পূরণ করার বিষয়টি সুনিশ্চিত হয়।

চ) বিশেষ ইউনিট কোথাও যদি নেশাসক্ত ব্যক্তির কোনভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে দেখে তাহলে তা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে TLSC'র চেয়ারম্যানের কাছে রিপোর্ট পাঠাবে। TLSC কোন আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আগে নিজে থেকে রিপোর্ট খতিয়ে দেখবে। যদি কোন ক্ষেত্রে মামলা করতে হয় তাহলে TLSC আক্রান্ত ব্যক্তির হয়ে আইনী সহায়তা দানের অনুমোদন দেবে।

ছ) বিশেষ ইউনিট পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে প্রতিমাসে একটি রিপোর্ট জেলা আইনসেবা কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবে। তাতে আক্রান্ত ব্যক্তির বিস্তারিত যেমন উল্লেখ থাকবে তেমনি কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, মনোবিদ, চিকিৎসকদের পরিদর্শন সংক্রান্ত তথ্যাদি থাকবে।

জ) মাদকাসক্তদের জন্য বিশেষ ইউনিট পর্যায়ক্রমে সচেতনতা শিবির সংগঠিত করবে। এসব

Scanned by CamScanner

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক এবং বিভিন্ন সক্রিয় সামাজিক সংস্থাগুলোকেও অংশীদার করতে হবে যাতে করে নেশায় আক্রান্তদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা যায়।

১৩। অংশীদারদের জন্য প্রশিক্ষণ / রিফ্রেশার কর্মসূচী :

সালসা নিজে থেকে বা রাজ্যের জুডিশিয়াল একাডেমির সাহায্যে বিচার বিভাগীয় আধিকারিক, প্রসিকিউটর, বারের সদস্যগণ, পুলিশ আধিকারিক, আদালতের কর্মীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ, রিফ্রেশার কোর্সের ব্যবস্থা করবে।

১৪। ২৬ শে জুন আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস হিসাবে পালন :

সমস্ত আইনসেবা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ইউনিটের সাহায্যে মাদক দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করতে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস উদযাপন উপলক্ষে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করবে।

১৫। প্রাক্তন মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সহযোগিতা :

বিশেষ ইউনিট তাদের স্ব এলাকায় আগে কোন এক সময় মাদকাসক্ত ছিলেন এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করবে এবং এদের বিভিন্ন সচেতনতা শিবির গুলিতে নিয়ে যাবে। শিবিরে তারা তাদের পূর্বের এবং বর্তমান অভিজ্ঞতা অন্যদের সাথে শেয়ার করবে।

১৬। মাদক বিরোধী ক্লাব :

ক) বিদ্যালয় এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ সমূহকে তাদের বিদ্যালয়/কলেজে মাদক বিরোধী ক্লাব গঠন করার জন্য অনুরোধ জানাবে একাজে বিশেষ ইউনিট তাদের সাহায্য করবে। ক্লাব সদস্যগণ তাদের সহকর্মীদের মাদক ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে সচেতন করবে।

খ) এইসব মাদক বিরোধী ক্লাবগুলোর মাধ্যমে বিশেষ ইউনিট বিদ্যালয়/কলেজে সচেতনতা কর্মসূচী গ্রহণ করবে। আইন শিক্ষাক্লাব এবং আইনসেবা ক্লিনিকগুলোকেও এই প্রচার সূচীতে কাজে লাগাতে হবে।

১৭। প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের অংশগ্রহণ :

এই প্রকল্পে প্যারালিগাল ভলান্টিয়ার্সদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তারা বিভিন্ন এলাকায় যাবে এবং মাদক ও অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবে।

১৮। ভাল কাজের স্বীকৃতি :

প্রতি অর্থবছরের শেষে সালসা কাজের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য সেরা বিশেষ ইউনিটের সদস্যদের স্বীকৃতি জানাবে।

Scanned by CamScanner